

॥ शिवछत्रपती ॥

(आमादेर चरपाशेर जग७ - भाग २)

चतुर्थ श्रेणी



Ravi Varma.



টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪x৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

শিক্ষা বিভাগের অনুমতি ক্রমাংক

প্রাশিসং/2014-15/2102/মঞ্জুরী/ড - 505/755 তারিখ 4.2.2014

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - 2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ 19.05.2026 -এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষাগত বর্ষ 2026-2027 থেকে নিখারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

শিবছত্রপতি

আমাদের চারপাশের জগৎ - ভাগ ২

চতুর্থ শ্রেণী



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-411004



हके देওয়া Q.R. Code टि स्मार्टफोन द्वारा स्क्यान करले तोमार काहे डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यपुस्तके देওয়া उपदानगुलिर साथे सम्पर्कित दृश्य ओ श्राव्य-दृश्य शिक्षण सामग्रीओ उपलब्ध हवे।

First Edition : 2014

Revised Edition : May 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুणे-411004

এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

ইতিহাস বিষয় সমিতি

ডা. সদানন্দ মোরে, অধ্যক্ষ
ডা. জনেশ রাউত, সদস্য
ডা. দিনকর মুরকটে, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য
সৌ. বর্ষা সরোদে, সদস্য-সচিব

সংযোজক

সৌ. বর্ষা সরোদে
প্র.বিশেষাধিকারী, ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র

চিত্রকার ও রূপায়ন : প্রা.দিপীল কদম,
শ্রী দেবদত্ত বলকবড়ে, শ্রী সঞ্জয় শেলার

ছায়াচিত্র : শ্রী. প্রবীণ ভোসলে

মানচিত্রকার :

শ্রী রবিকিরন জাধব, ডা. নীরজ সাডুংখে

ভাষান্তর সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার,
বিশেষাধিকারী (হিন্দী) (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাসে,
সহায়ক বিশেষাধিকারী (বাংলা) (বি.কা.)

বাংলা ভাষান্তর বিষয়তত্ত্ব

শ্রী অশিমকুমার বিশ্বাস	শ্রী সনত দেবনাথ
শ্রী সুজিত দাস	শ্রী হরেন্দ্রনাথ শিকদার
শ্রী অমর বিশ্বাস	শ্রী নারায়ন মল্লিক
শ্রী সঞ্জিত সরকার	শ্রী মহাদেব দে
শ্রী দেবদাস ফৌজদার	শ্রী তপন সরকার

নির্মিতি : শ্রীমতী মিতালী ম. শিতপ
প্র. মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী শশাংক কণিকদলে
নির্মিতি অধিকারী

অক্ষরাঙ্কন- : সমর্থ গ্রাফিক্স
ডিজাইনিং : 522, নারায়ণ পেঠ, পুणे 411030

কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ : ---
মুদ্রক : -----

প্রস্তাবনা

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুসারে মহারাষ্ট্র রাজ্য একটি পাঠ্যক্রম তৈরী করেছে। এই পাঠ্যক্রমে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অপরিবর্তিত রেখে আমরা আবারও আপনাদের হাতে ‘শিবছত্রপতি’ পাঠ্যপুস্তকটি তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। ‘আমাদের চারপাশের জগৎ-ভাগ ২’- তে পাঠ্যপুস্তকটি আপনারা পড়বেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম ২০১২ অনুসারে পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল চতুর্থ শ্রেণীর জন্য এই পুস্তকটি তৈরী করেছে। ব্যাপক প্রেক্ষাপটকে মাথারেখে প্রস্তুত পুস্তক তৈরী করা হয়েছে যাতে শিক্ষণ ও শিখন হবে শিশুকেন্দ্রিক, স্ব-অধ্যয়নের উপর জোর, প্রাথমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা নিধারিত যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শিখন ও শিক্ষন প্রক্রিয়া হবে আনন্দদায়ক।

প্রস্তুত পুস্তকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অনুপ্রেরণামূলক ইতিহাস গল্পের আকারে সহজ কার্যকর ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনী ও কৃতিত্ব সমগ্র মহারাষ্ট্রে এবং দেশের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। পাঠ্যপুস্তকটিতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। কমিটি এই পুস্তকটি সম্পর্কে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও পরামর্শ যথাযত ভাবে পর্যালোচনা করে বর্তমান পুস্তকটি পুনর্লিখন করেছে। এছাড়া যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযত সংশোধন করেছে।

পাঠ্যপুস্তকটি যথাসম্ভব ত্রুটিহীন ও সর্বোচ্চ মানের হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও বিষয় বিশেষজ্ঞ এই পুস্তকটি পর্যালোচনা করেছেন। প্রাপ্ত পরামর্শ ও মতামত সমূহ যত্ন সহকারে বিবেচনা করে পুস্তকটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস বিষয় কমিটি, চিত্রকার, ছায়াচিত্রকারেরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই পুস্তকটি প্রস্তুত করেছেন। বোর্ড তাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আশা করা যায়, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এই পুস্তকটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

পুणे
তারিখ : 1-05-2026
ভারতীয় সৌর :

বৈশাখ শু.15, শকে 1948,
বুদ্ধপূর্ণিমা

पुणे मंडळ

(अनुराधा ०८)

संघालक

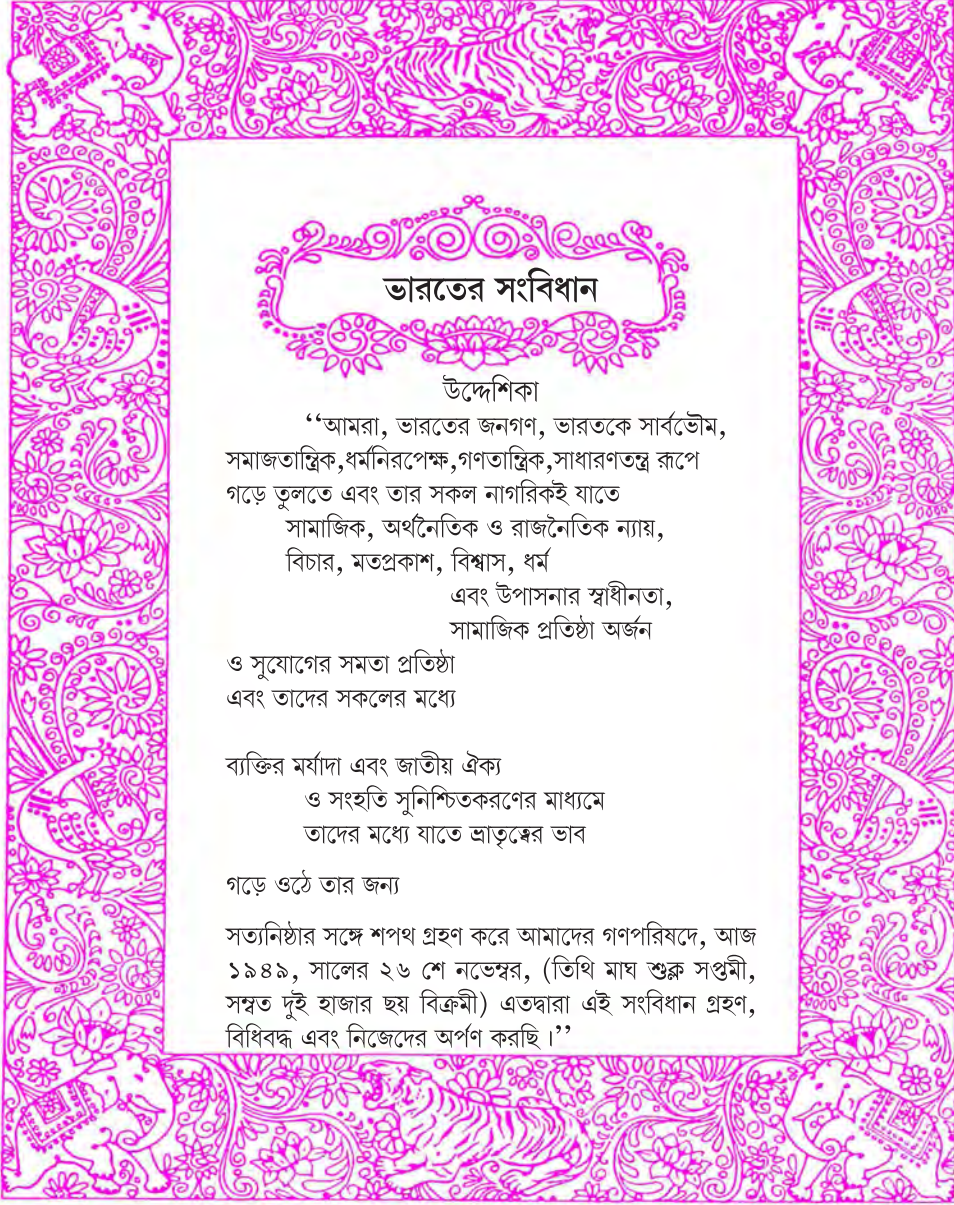
महाराष्ट्र राज्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती ओ
अभ्यासक्रम संशोधन मण्डल, पुणे

प्रकाशक :

श्री हेमन्त बाबर

प्र. नियन्त्रक

पाठ्यपुस्तक निर्मिती मण्डल, प्रभादेवी, मुम्बई-25



ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সতানিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ
১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী,
সম্বৎ দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ,
বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

ভারতের সংবিধান ভাগ ৪ক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

- সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
- যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
- ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে।
- ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
- আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
- সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিষ্ণ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জনধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার
ভাই-বোন ।
আমি আমার দেশকে ভালবাসি । আমার
দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার
উপর আমার গর্ব ।
ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য
আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।
আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের
প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।
আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ
ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের
কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

রাজ্যগীত

জয় জয় মহারাষ্ট্র মাড়া, গর্জা মহারাষ্ট্র মাড়া
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাড়া, গর্জা মহারাষ্ট্র মাড়া ॥ধৃ॥
ভিত্তি ন আম্হা তুড়ী মুকী হী গডগডণাঅ্যা নম্হা
অস্মানাঅ্যা সুলতানীলা জবাব দেতী জিম্হা
সহ্যাদ্রীচা সিংহ গর্জতো শিব শাংমু রাজা
দরী দরীতুন নাদ গুঁজলা মহারাষ্ট্র মাড়া
জয় জয় মহারাষ্ট্র মাড়া, গর্জা মহারাষ্ট্র মাড়া ॥১॥
কাळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माड़ा
जय जय महाराष्ट्र माड़ा, गर्जा महाराष्ट्र माड़ा
जय जय महाराष्ट्र माड़ा ॥२॥

আমাদের চারপাশের জগৎ - ভাগ ২ : চতুর্থ শ্রেণী

অধ্যয়নের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষণ প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন নিষ্পত্তি
অধ্যয়নার্থীদের অধ্যয়ন অনুভব প্রদান করে উপযুক্ত সমূহে/একজন বা দুজন/ব্যক্তিগত ভাবে নিম্ন কার্যের জন্য উৎসাহিত করা। - পরিবারে জ্যেষ্ঠদের/অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রশ্ন করবে। * যেমন পরিবারের কিছু লোক একত্রিত থাকে এবং কিছু লোক দূরে থাকে এ বিষয়ে আলোচনা করে জেনে নেবে। * যে আত্মীয়স্বজন দূরে থাকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে তাদের ঘর, যাতায়াতের সাধন এবং সেই স্থানের লোক-জীবন বিষয়ে জেনে নেবে। - নিঃসংকোচ ভাবে নির্ভয় অনুভবের দ্বারা প্রশ্ন তৈরি করবে এবং মনন করবে। - মাতাপিতা, পালক, ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা এবং পরিসরের পিতৃতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং তাঁদের জীবনের অতীতে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত বস্তু, উদাহরণ-কাপড়, হাড়িকুড়ি, কাজের স্বরূপ, খেলাধুলার তুলনা করবে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বালকদের (CWSN) সমাবেশন করবে। - শিবচরিত্র আধারিত ঘটনার ভূমিকা পালন করবে। - সমূহ আলোচনার মাধ্যমে ধৈর্য্য, পরিশ্রম, প্রথমাধিকারের সাহায্যে কিতাবে বিপদ মুক্ত হওয়া যায় তাহা খোঁজ করবে। - শিবচরিত্রের উদাহরণ দ্বারা পর্যাবরন রক্ষণ, জলসাম্প্রদায়িকতা, সমতা, ন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান বর্ধিত করবে। - ঘরে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে আয়োজিত সংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ও পর্যাবরণের উৎসব বিবিধ প্রসঙ্গে সহভাগী হবে। উদাহরণ-বিশেষ সভা, প্রদর্শনী, দীপাবলি, ওনম, বসুন্ধরা দিন ইত্যাদি সমারম্ভে নৃত্য, নাট্য, অভিনয়, সৃজনশীল লেখন এবং কৃতি করবে। (উদা. মোমবাতি, আলপনা, ঘুড়ি তৈরি করা, দালান ঘরের প্রতিকৃতি, নদীর সেতুর প্রতিকৃতি তৈরি করা ইত্যাদি) গল্প, কবিতা, জয়ঘোষ, ঘটনা বর্ণন, সৃজনশীল লেখন কিংবা কোনো সৃজনশীল কৃতি প্রদর্শন করবে। - পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সংসাধন পঠন/খোঁজা যেমন সমাচার পত্রের কটিং/শ্রব্য সাধন /গল্প /কবিতা/চিত্র/চিত্রফিত/স্পর্শ আধারিত সাহিত্য/আন্তরজাল/গ্রন্থালয়, তেমনি অন্য যে কোনো সংসাধন। - পারম্পরিক ও আধুনিক পরিধানের তফাৎ বুঝে নেওয়া। - রাজ্যের ভাষা, চলিত ভাষা, পূজা পার্বণ, উৎসবের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।	অধ্যয়নার্থী - 04.95B.01 সংযুক্ত পরিবারের সদস্যদের একে অন্যের আত্ম সম্বন্ধ জানে। 04.95B.02 পরিবার, বিদ্যালয়ের পরিসর নিরীক্ষণ করে অনুভবিত সমস্যার বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করে (সূচীবদ্ধতা ভেদভাব, বাল-অধিকার)। 04.95B.03 সমূহে একত্রিত হয়ে কাজ করবার সময় পরস্পরের বিষয়ে আস্থা, সমানানুভূতি, এবং নেতৃত্ব গুণ বিষয়ে অগ্রজ হয়ে সক্রিয় সহভাগী হয়। 04.95B.01 উদাহরণত - শ্রেণীতে (Indoor)/ শ্রেণীর বাইরে (Outdoor) স্থানিক, সমকালীন উপক্রম এবং খেলা, বৃক্ষ সম্বর্ধন, পণ্ড পক্ষীদের অন্নাদান, পরিবেশের বস্তু, গুরুজন, দিব্যাঙ্গ এদের জন্য প্রকল্প তৈরি করে ভূমিকা গ্রহণ করে। 04.95B.04 ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ব্যক্তিত্বের বিবিধ প্রেরণাদায়ী ঘটনা বলে। 04.95B.05 চাতুর্য, ধৈর্য্য এবং বিবেকের দ্বারা বিপদমুক্ত হওয়া যায়, এটা শিব চরিত্রের দ্বারা আত্মসাত করে। 04.95B.06 ভৌগোলিক এবং সংস্কৃতিক কারণের জন্য পরিধানের বিবিধতা বলে।

সূচীপত্র

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	শিবজন্মপূর্ব মহারাষ্ট্র	১
২.	সন্তদের কার্যকলাপ	৩
৩.	মারাঠা সরদার - ভোসলে বংশের পরিচয়	৮
৪.	শিবাজী মহারাজের বাল্যকাল	১২
৫.	শিবরায়ের শিক্ষা	১৭
৬.	স্বরাজ্য স্থাপনের প্রতিজ্ঞা	২১
৭.	স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা	২৫
৮.	স্থানীয় শত্রু নিয়ন্ত্রণ	২৯
৯.	প্রতাপগড়ের পরাক্রম	৩২
১০.	খিভ প্রান্তে গিরিপথের লড়াই	৩৭
১১.	শায়েস্তাখাঁর দুর্দশা	৪২
১২.	পুরন্দরের ঘেরা ও সন্ধি	৪৫
১৩.	বাদশাহের চোখে ধুলো দিলেন	৫০
১৪.	গড় এল কিন্তু সিংহ গেল	৫৩
১৫.	এক অপূর্ব সমারোহ	৫৭
১৬.	দক্ষিণের অভিযান	৬০
১৭.	দুর্গ ও নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপন	৬৫
১৮.	জনকল্যাণকারী স্বরাজ্যের ব্যবস্থাপন	৭০

‘শিবাজী মহারাজ শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সারা
রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানীদের শিক্ষা থেকে
প্রেরণা নিয়ে ছিলেন। ব্যক্তিগত মহত্বাকাঙ্ক্ষায় শুধু
নিজের জন্য রাজ্যস্থাপনার ইচ্ছা ছিল না। তৎকালীন
রাজ্য পদ্ধতির ভালো-মন্দ অভ্যাস তিনি করেছিলেন।
সেখান থেকে নিজের বিশিষ্ট ধ্যেয় ও রাজ্য ব্যবস্থার
কাঠামোও তৈরি করেছিলেন। মহারাজা নিজেই ধর্মনিষ্ঠ
হিন্দু ছিলেন। তিনি অন্য ধর্মের ধার্মিক স্থান নির্মিতির
জন্য দান দিয়েছিলেন। শিবাজী মহারাজ একজন মহান
সেনানী ছিলেন। স্বতন্ত্রতার জন্য নৌসেনার আবশ্যকতা
ও মহত্ব তিনি জেনেছিলেন। ইংরেজ ও ডচ এদের
আক্রমণ থেকে সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রবল নৌসেনা
স্থাপিত করে ছিলেন। প্রতাপগড়ের দুর্গরচনায় শিবাজী
মহারাজের যুদ্ধ নিপুণতা দেখা যায়। নিজের দেশের
উপর তাঁর অভ্যন্তরীণ প্রেম ছিল ও মানুষের সংগঠনের
তিনি প্রত্যক্ষ প্রতিক ছিলেন।’

- পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু



মীর মহমদ এই চিত্রকার আঁকা শিবাজী মহারাজের চিত্র
(মূল চিত্র প্যারিস এখানের সংগ্রালয়ে আছে।)

১. শিবজীমহারাজ

শিবাজীমহারাজমহানপুরুষছিলেন।আমরা প্রতিবৎসরতঁরজন্মজয়ন্তীবিপুলসমারোহএবংসম্মানেরসহিতপালনকরে থাকি।তোমারাসকলছেলেমেয়েরাওইদিনেকতোআনন্দে থাকো।মহারাজকেঘিরেকতোসুন্দরসুন্দরগানগাও,স্তুতিকরো।তঁরপ্রতিচ্ছবিতেফুলমালাঅর্পনকরো।কতোউৎসাহে‘শিবাজীমহারাজকীজয়’এভাবেশিবাজীমহারাজেরজয়ধ্বনিকরো।কেএইশিবাজীমহারাজ?ইনিএমনকীমহানকাজকরেছিলেন?

শিবাজীমহারাজযেযুগেছিলেন,সেছিলমধ্যযুগ।সেসময়েসর্বত্ররাজতন্ত্রপ্রচলিতছিল।অনেকরাজাপ্রজাদেরকল্যাণেরপরিবর্তেনিজেদেরভোগবিলাসেমগ্ন থাকতেন,কিন্তুসেইসময়েওএমনকিছুরাজাছিলেনযাঁরাপ্রজাদেরকল্যাণেরজন্যরাজকাজকরতেন।

শিবাজীমহারাজমহারাজ্যেস্বরাজ্যস্থাপনকরেছিলেনস্বরাজ্যমানেনিজেরস্বাধীনরাজ্য।মহারাজেরআগেমহারাজ্যেপ্রায়চারশোবছরধরেকোনোস্বরাজ্যছিলনা।মহারাজ্যেরএকটিবড়অংশঅহিল্যানগরের(আহমদনগর)নিজামশাহএবংবিজাপুরেরআদিলশাহ,এইদুইসুলতানমিলেনিজেদেরমধ্যেভাগকরেনিয়েছিলেন।তঁরাউদারমনোবৃত্তেরছিলেননা।তঁরাপ্রজাদেরউপরঅত্যাচারকরতেন।এঁরাছিলেনএকে-অপরেরভীষণশত্রু।তঁদেরমধ্যেযুদ্ধলেগেইথাকত।যে কারণে প্রজারা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত।প্রজারাসুখীছিলোনা।সচরাচরআনন্দউৎসবকরা,পূজাঅর্চনাকরাবিপদজনকছিল।প্রজারাপেটভরেখেতেপেতোনা।থাকারজন্যসুবিধাজনকবাসস্থানছিলোনা।চারিদিকে

অন্যায়-অত্যাচারবেড়েইচলেছিলো।মহারাজ্যেরবিভিন্নপ্রান্তেদেশমুখ,দেশপাণ্ডেপ্রভৃতিজমিদারছিলো।কিন্তুপ্রজাদেরউপরতাদেরলক্ষ্যছিলোনা।দেশেরপ্রতিকোনোপ্রেমছিলোনা।প্রেমছিলোশুধুনিজেদেরজমিদারীরউপর।এইজমিদারীরজন্যতাদেরমধ্যেদ্বন্দ্বলেগেইথাকতো।নিজেদেরমধ্যেযুদ্ধলেগেইথাকতো।এইসকলকারণেপ্রজারাখুবকষ্টেছিলো।চারিদিকেউচ্ছৃঙ্খলতাআরঅরাজকতায়ভরেছিলো।

শিবাজীমহারাজএইসবদেখলেন।তিনিপ্রজাদেরসুখীকরবারজন্যস্বরাজ্যস্থাপনেরপবিত্রকাজহাতেনিলেন।এইঝগড়াটেজমিদারদেরবশেআনলেন।স্বরাজ্যস্থাপনেরকাজেতাদেরব্যবহারকরেনিলেন।সঙ্গেসঙ্গেপ্রজাদেরউপরঅত্যাচারকরাএইশাসকদেরমোকাবিলাকরলেন।তাদেরপরাজিতকরলেন।ন্যায়পূর্ণ‘হিন্দবীস্বরাজ্য’তিনিস্থাপনাকরলেন।এইস্বরাজ্যসর্বজাতীধর্মেরলোকেরজন্যছিলো।স্বরাজ্যকোনোরকমভেদাভেদছিলোনা।শিবাজীমহারাজস্বরাজ্যেহিন্দু-মুসলমানেকোনোভেদাভেদকরেননি।সকলধর্মেরসাধুমহাত্মাদেরতিনিসম্মানকরেছেন।ছত্রপতিশিবাজীমহারাজেরএইমহানকাজদেখেআমাদেরঅন্তরেগভীরপ্রেরণাওস্মৃতিজাগে।

শিবাজীমহারাজেরপূর্বেপ্রায়তিন-চারশতবৎসরেরমধ্যেমহারাজ্যেঅনেকসাধু-মহাত্মাদেরআবির্ভাবহয়েছে।তঁহাদেরমহানকৃতিত্বেরব্যবহারশিবাজীমহারাজস্বরাজ্যস্থাপনেরকাজেলাগিয়েছিলেন।সাধু-মহাত্মাদেরমহানকার্যআমরাপরপর্তীপাঠেঅধ্যয়নকরবো।

১. বন্দনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- অ) শিবাজী মহারাজের জন্ম যুগে হয়েছিল।
(প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক)
- আ) শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্য নির্মান করেছেন।
(মহারাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশে)

২. সঠিক জোড়া মিলাও।

- | | |
|------------------------|-------------|
| ‘অ’ দল | ‘ব’ দল |
| অ) অহিল্যানগরের সুলতান | ১) আদিলশাহ |
| আ) বিজাপুরের সুলতান | ২) নিজামশাহ |
| | ৩) কুতুবশাহ |

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একবাক্যে লেখো।

- অ) শিবাজী মহারাজ কোন মহান কাজ হাতে নিয়েছিলেন ?
- আ) শিবাজী মহারাজ কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন ?

৪. আলাদা শব্দ চেনো ও বলো।

- অ) স্বরাজ্য, গুলামগিরী, স্বতন্ত্র।
- আ) রাজ্য, প্রজা, রাজা।

উপক্রম :

- অ) তোমাদের শ্রেণী কক্ষে ছত্রপতি শিবাজী জয়ন্তী পালন করো।
- আ) পাঠশালার সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ঐতিহাসিক গীত, বীরগাথা ও কবিতা আবৃত্তি প্রস্তুত করো।



২. সন্তদের কার্যকলাপ

মহারাষ্ট্রে শ্রীচক্রধর, সন্ত নামদেব, সন্ত জ্ঞানেশ্বর, সন্তচোখামেলা এই সন্তদের প্রচলিত পরম্পরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগত সন্তগণ অগ্রগতি দিয়েছেন। এই সন্তগণের মধ্যে সন্ত গোরোবা, সন্ত সাওতা, সন্ত নরহরি, সন্ত একনাথ, সন্ত শেখমোহাম্মদ, সন্ত তুকারাম সন্ত নিলোবা, এমন সন্তদের যোগদান ছিল। তেমনি সাধ্বী জনাবাই, সাধ্বী সোয়রাবাই, সাধ্বী নির্মলাবাই, সাধ্বী মুক্তাবাই, সাধ্বী কাহোপাত্রা, এবং সাধ্বী বহিনাবাই শিউরকর এঁদের ও সমাবেশ ছিল।

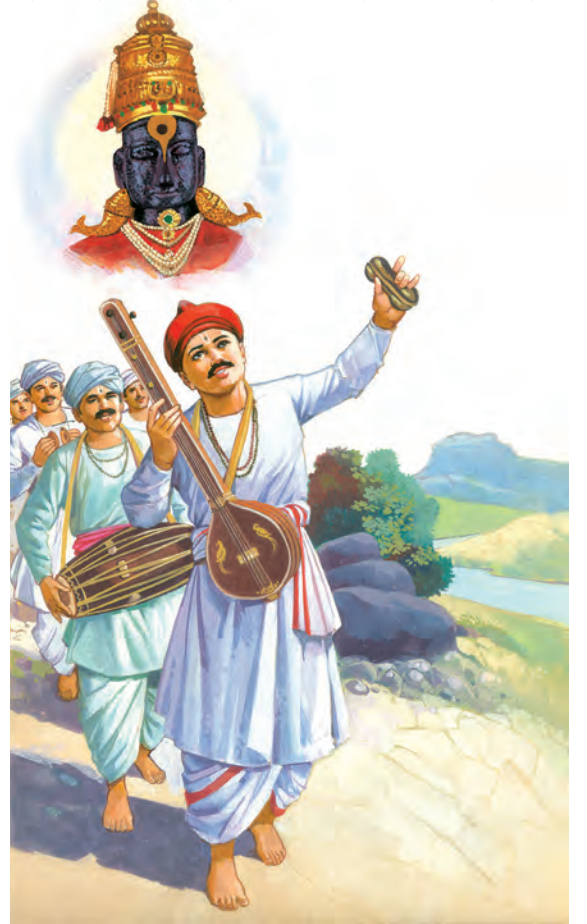
এই মহাত্মাগণ মানুষকে দয়া, অহিংসা, পরোপকার, ত্যাগ, সেবা, সমানতা ও বন্ধুত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সকলের মধ্যে মানবতা জাগ্রত করেছিলেন। তদ্রূপ কার্য মহারাষ্ট্রে সমর্থ রামদাস করেছেন।



শ্রীচক্রধর স্বামী

শ্রীচক্রধর স্বামী: স্বামী চক্রধর গুজরাট রাজ্যের এক রাজকুমার ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে মহারাষ্ট্রে আসেন। সেখানে ভ্রমণ করতে-করতে জনগণকে তিনি সমানতা ও বন্ধুত্বের উপদেশ দিয়ে ছিলেন। তিনি স্ত্রী পুরুষ জাতির মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর প্রেরণায় বহু স্ত্রী-পুরুষ স্বামীজীর অনুযায়ী হয়। তিনি ‘মহানুভব পন্থ’ স্থাপন করেন। স্বামী চক্রধর এনার প্রধান গ্রন্থ হল ‘লীলা চরিত্র’।

সন্ত নামদেব : সন্ত নামদেব বিঠলের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি নরসী গ্রামের নিবাসী গ্রামের নিবাসী ছিলেন। তিনি অনেক অভঙ্গ রচনা করেন। কীর্তন করে জনগণকে জাগ্রত করেন।



সন্ত নামদেব

তিনি ভগবত ধর্মের প্রচারার্থে সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন। তিনি জনগণকে ভক্তির শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম রক্ষণ এবং ভক্তি মার্গের দৃঢ় সিদ্ধান্ত জনগণের মনে জাগরণ করেছিলেন। সন্ত নামদেব ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে মানব ধর্মের প্রচার করেন। তিনি পাঞ্জাবে যান এবং সমানতার উপদেশ দেন। হিন্দি ভাষায় অনেক পদ রচনা করেন। আজ ও শিখ সম্প্রদায়ের ‘গুরুগ্রন্থসাহিব’ ধর্ম গ্রন্থে তাঁর রচিত পদ দেখতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে ঘরে-ঘরে সন্ত নামদেবের রচিত অভঙ্গ ভক্তি সহকারে গাওয়া হয়।

সন্ত জ্ঞানেশ্বর : সন্ত জ্ঞানেশ্বর আপে গ্রামে বাস করতেন। নিবৃত্তিনাথ ও সোপানদেব নামে দুই ভাই এবং মুক্তাবাই নামে এক বোন ছিল। ওই সময় সনাতন ধর্মের কিছু লোক চার পাঁচ ভাইবোনের উপর সন্যাসীর সন্তান বলে উপহাস করে দোষারোপ করতেন। কারণ তাদের পিতা সন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু গুরুদেবের আজ্ঞায় তিনি গাইছ্য ধর্ম পালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পর-পর তাঁর চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সন্তান জন্মের প্রসঙ্গটি সনাতন পছীরা অমান্য করে তাঁকে সমাজাচ্যুত করে এবং তাঁর সন্তানের উপর অনেক অত্যাচার করে।

একবার জ্ঞানেশ্বর ভিক্ষার বোলা নিয়ে গ্রামে যান কিন্তু কেউ তাকে ভিক্ষা দেয়নি। সকলে তাকে তিরস্কার করেন। এই কারণে তার সরল শিশুসুলভ মনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। কুটিরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে নিজের দুঃখের কথা ভাবতে লাগলেন। ওই সময় তার

বোন মুক্তা এসে দরজায় ধাক্কা দিল ও বলল, “জ্ঞানেশ্বর! দরজা খোল। নিরাশ হলে চলবে না, বিশ্বের কল্যাণ করবে কে?” এই কথা শোনা মাত্র তাঁর মনটা উদ্যম ও উৎসাহে ভরে উঠলো। দুঃখ ভুলে গিয়ে জীবের কল্যাণে মন দিলেন। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় গরিব ও নিচু জাতির লোকদের ধর্মের নামে ছলনা করা হতো। তখন জ্ঞানেশ্বর অন্তঃকরণ দিয়ে ভালোবেসে লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখো, সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করো, দুঃখীদিগকে সাহায্য করো, তাদের দুঃখ দূর কর।” তাঁর এই উপদেশ গত সাত শত বছর ধরে আজও মহারাষ্ট্রের সর্বত্র একই ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে।

ওই সময় ধর্মের জ্ঞান সংস্কৃত ভাষায় লেখা হতো। সাধারণ জনগণের ভাষা মরাঠী ছিল। জ্ঞানেশ্বর মরাঠী ভাষায় “জ্ঞানেশ্বরী” নামক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মের জ্ঞান ভান্ডার সর্বসাধারণের জন্য উজাড় করে দিলেন। জ্ঞানদেব যুব অবস্থায় পুনর নিকট আলদিতে নির্বিকল্প সমাধিস্থ হন।



সন্ত জ্ঞানেশ্বর

আজ ও লক্ষ-লক্ষ লোক প্রতি বছর আষাঢ়ী কার্তিক একাদশীর দিনে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিভাবে আলন্দী-পান্ডারপুরে যায়।

সন্ত একনাথ : সন্ত নামদেব ও জ্ঞানেশ্বরের মহৎ কার্যের পরম্পরা বজায় রাখতে সন্ত একনাথ এগিয়ে এসেছিলেন।



সন্ত একনাথ

সন্ত একনাথ পৈঠন নামক গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ভক্তিমার্গের প্রচার করেছিলেন। তিনি অনেক অভঙ্গ, পদ, দোহা ও গান রচনা করেছিলেন।

কোন প্রকারের লোকদের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করবেনা, এই রূপ উপদেশ তিনি দিয়ে ছিলেন। ভক্তির মহত্ব লোকদের বুঝালেন। গরিব ও নিচু জাতির লোক-দের তিনি আপন করে নিলেন। শুধু এইটুকুই নয়। তিনি অবলা প্রাণীর উপর ও দয়া করতেন। প্রাণীদের প্রতি দয়া কর, এমন উপদেশ লোকদের দিতেন। সন্ত একনাথের যেমন কথা তেমনি আচরণ ছিল। সন্ত একনাথ একদিন গোদাবরী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। গরমের দিন প্রচন্ড রৌদ্রের

ভাপ, দুপুরবেলা বালি গরম ছিল। ওই সময় এক অস্পৃশ্য জাতির ছোট শিশু বালির ওপর কান্না করছিল।

কান্নার আওয়াজ নাথের কানে আসল। সন্ত এদিকে ওদিকে দেখতে লাগলেন যে, শিশুটির মা-বাবা কাছে আছে কি না, তিনি দৌড়ে শিশুটির কাছে গেলেন। শিশুকে কোলে তুলে চোখ মুছিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ছিলেন।

এই ভাবেই সন্ত একনাথ নিজের আচরণের দ্বারা জনগণের মনে মমতা ও মায়াব ভাবনা নির্মাণ করে ছিলেন।

সন্ত তুকারাম : শিবাজী মহারাজের সময়ে সন্ত তুকারাম ও সন্ত রামদাস আবির্ভাব হয়। সন্ত তুকারাম পুনার নিকটে দেখে নামক গ্রামে বসবাস করতেন।

তুকারামের মুদির দোকান ও জমি জমা ছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আর্থিক সমস্যা গ্রস্থ ব্যক্তিদের ধার দিতেন। কিন্তু সন্ত তুকারাম নিজের ভাগের ‘কর্জখাতা’ ইন্দ্রায়নী নদীতে বিসর্জন দিলেন। অসংখ্য মানুষকে ঋণমুক্ত করলেন। নিকটে পাহাড়ে গিয়ে ভগবান বিঠল (বিষ্ণু) দেবের উপাসনা করতেন। আষাঢ়ী কার্তিকী একাদশীর দিন পান্ডারপুর গিয়ে সেখানে কীর্তন করতেন। অভঙ্গ, (পদ) রচনা করতেন ও জনগণকে পদ গেয়ে শোনাতেন। হাজার হাজার লোক কীর্তন শোনার জন্য একত্রিত হতো। শিবাজী রাজা কীর্তন শুনতে যেতেন। তুকারাম সন্ত তাদের দয়া, ক্ষমা ও শান্তির শিক্ষা দিতেন। সমানতার

উপদেশ দিতেন। - “দুঃখী
পীড়িত লোকদের আপন
মনে করে সেই প্রকৃত সন্ত।
তাঁকে ঈশ্বরের অবতার
বলে জানবেন। ভগবান
সেখানেই বিরাজ করেন।”

এই উপদেশ জনগণকে
দিয়েছেন। আজীবন জন-
জাগরণ করে সময় কাটিয়ে
ছেন এইজন্য লোকে তাঁর
যশ ও সুনাম করতেন।
আজও মহারাষ্ট্রে আমাদের

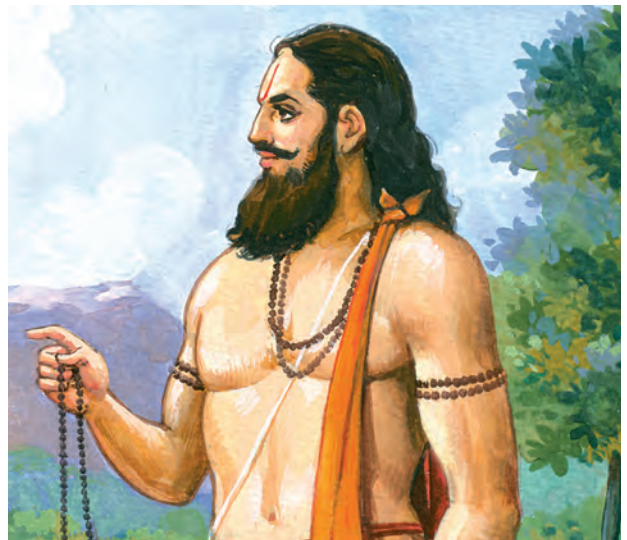


সন্ত তুকারাম

‘জ্ঞানবা-তুকারাম’ এই জয়
ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। জ্ঞানেশ্বরের ‘জ্ঞানবা’
এবং ‘তুকারাম গাথা’ আজও ঘরে ঘরে পাঠ হয়।

সমর্থ রামদাস : ওই সময় মহারাষ্ট্রের পার্বত্য
অঞ্চলে জয় জয় রঘুবীর সমর্থ রামদাস স্বামীর
এই জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। তার জন্ম মারাঠবাড়া
গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত জাম্ব নামক গ্রামে
রামনবমীর দিতে হয়। রামদাস স্বামীর আসল নাম
নারায়ন, কিন্তু নিজেকে নিজে রামচন্দ্রের দাস
বলতেন। তাঁর স্বলিখিত গ্রন্থ ‘দাসবোধ’ থেকে
তিনি লোকদের অমূল্য উপদেশ দিতেন। তদ্রূপ
স্বলিখিত মনের গ্রন্থ দ্বারাও লোকদের সৎবিচার
ও সৎব্যবহারের শিক্ষা দিতেন। রামদাস স্বামী
আসলশক্তির উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থানে
নারায়ন, হনুমান মন্দির তৈরি করেছিলেন।
জনগণকে শক্তির উপাসনা করতে শিখিয়েছেন।
“ক্রান্তিতে অপার শক্তি থাকে, যিনি ক্রান্তি
করেন তিনি শক্তিমান হন।” এই উপদেশ
লোকদের দিয়েছেন, অন্যায়ের প্রতিকার করার

উপদেশ দিয়েছেন। সন্তদের এইরূপ প্রেরণার
ফলে মানুষের ধৈর্য বেড়ে ছিল। সাধু মহাত্মাদের
কর্মের ফলে মানুষ জাগৃত হয়েছিল, ধর্মের প্রতি
আকৃষ্ট হয়েছিল। আত্মবিশ্বাস নির্মাণ হয়েছিল।
সাধু মহাত্মাদের এই সকল কার্যকলাপ শিবাজী
মহারাজ স্বরাজ্য স্থাপনে ব্যবহার করে নিলেন।



সমর্থ রামদাস



১. শূন্য স্থান পূর্ণ কর।

- অ) সন্ত নামদেব ভগবানের ভক্ত ছিলেন।
- আ) জ্ঞানেশ্বর যুব অবস্থায় পুনর নিকটে নামক গ্রামে নির্বিকল্প সমাধী নিয়েছিলেন।
- ই) সন্ত তুকারাম নিজের ভাগের কজখাতা নদীতে বিসর্জন দিলেন।
- ঈ) সমর্থ রামদাস অনেক জায়গায় শক্তির উপাসনার জন্য মন্দির নির্মান করেছেন।

২. এক বাক্যে উত্তর লেখ।

- অ) চক্রধর স্বামী কোন ভেদাভেদ মান্য করতেন না ?

- আ) সন্ত নামদেব জনগণকে কি উপদেশ দিয়েছেন ?
- ই) সন্ত একনাথ লোকদের কি উপদেশ দিয়েছেন ?
- ঈ) সমর্থ রামদাস জনগণকে কি উপদেশ দিয়েছেন ?

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) সন্ত জ্ঞানেশ্বর কুটিরের দ্বার বন্ধ করে কেন বসলেন ?
- আ) সন্ত তুকারাম জনগণকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ?

উপক্রম :

অধ্যায়ে উল্লেখিত সাধু সন্ত ব্যতিরিক্ত অন্য সাধু সন্তদের ছবি সংগ্রহ কর ও তাঁদের উপদেশ লেখ।



৩. মারাঠা সরদার - ভোসলে বংশের পরিচয়

অশান্তিকাল : সাধু সন্তগণ জনগণের মনে ভক্তি ভাবের সঞ্চার করেছিলেন। পরাক্রমী মারাঠা সরদারগণ মহারাষ্ট্রে শৌর্যের পরম্পরা স্থাপিত করেছিলেন।

এই সময় বড় অরাজকতার সময় ছিল। মহারাষ্ট্রে বিজাপুরের আদিলশাহ ও আহমদনগরের (অহিল্যানগরের) নিজামশাহ, এই দুই সুলতানের মধ্যে অহরহ যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। যুদ্ধের জন্য সৈন্যের দরকার। সৈন্যের জন্য মারাঠা সরদারদের ব্যবহার করত।

পরাক্রমী মারাঠা সরদার : মারাঠা সরদার বলশালী ও পরাক্রমী ছিলেন। তেমনি সাহসী, স্বামী ভক্ত ছিলেন। যুদ্ধে পরাক্রম দেখানো এদের গর্বের বিষয় ছিল। হাতে ভালো, কোমরে অশি ঝুলিয়ে মারাঠা সরদার ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজের সরদারের সেনা দলে যোগদান করতেন। সরদার সৈন্যদের সঙ্গে যখনি সুলতানের কাছে যেতেন তখনি সুলতান তাকে চাকরিতে নিযুক্ত করে নিতেন। তাকে সরদারের পদে নিযুক্ত করতেন কখনও কখনও জাগীরদারী ও দিয়ে দিতেন। জাগীর প্রাপ্ত সরদার নিজেকে ওই প্রান্তের রাজা মনে করতেন।

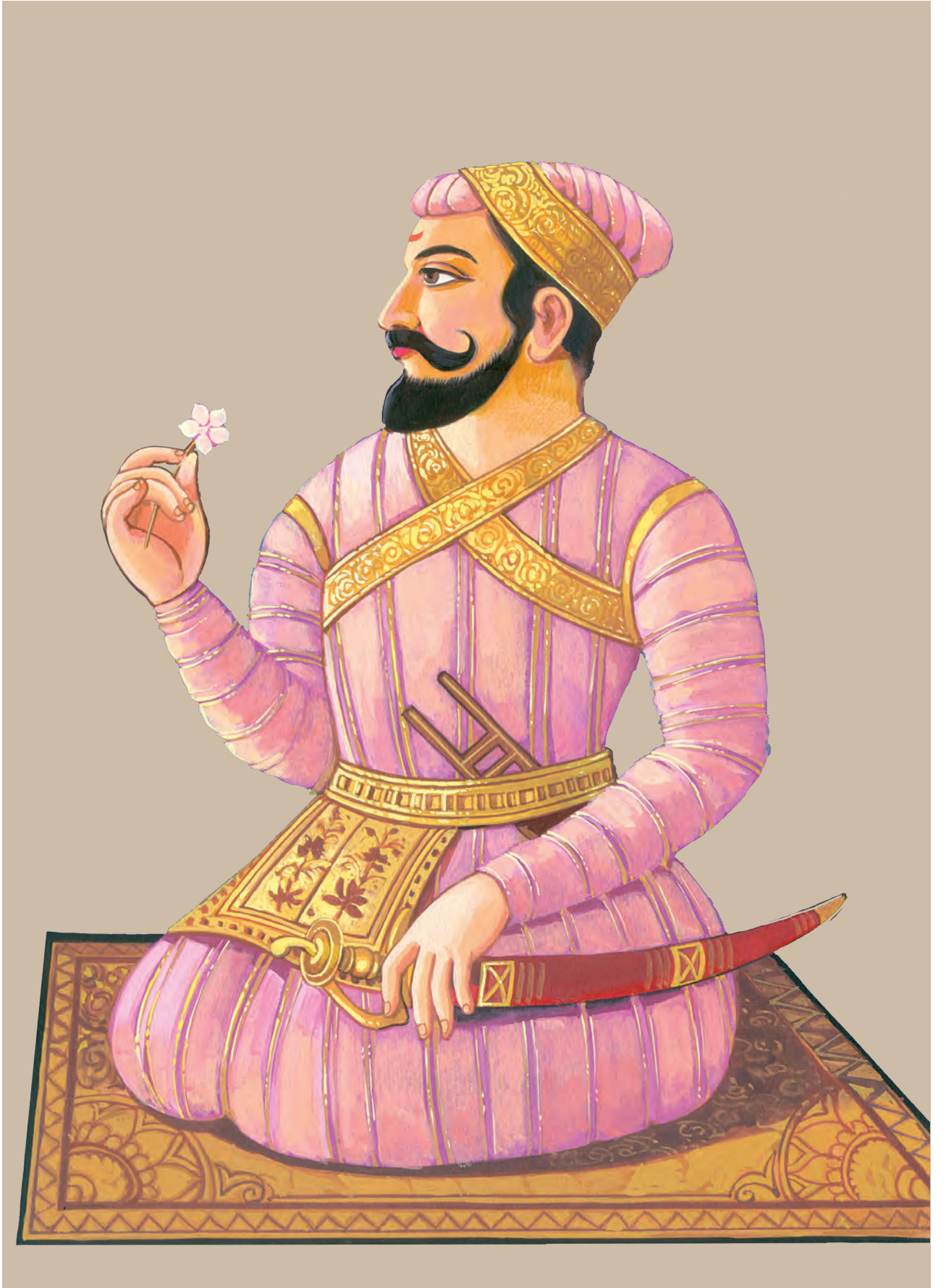
বিজাপুরেরও আহমদনগরের (অহিল্যানগরের) সুলতানের নিকট অনেক বড়ো-বড়ো মারাঠা সরদার ছিলেন। সিন্ধুখেড়ের জাদব, ফলটনের নিম্বলকর, মুখোড়ের ঘোড়পড়ে, জাওলীর মোরে, বেরুলের ভোসলে এরাই প্রধান ছিলেন। সিন্ধুখেড়ের জাদব, দেবগিরির

জাদবদের বংশধর ছিলেন। শিবরায়ের মাতা জিজাবাই সিন্ধু-খেড়ের লখুজী জাদবের কন্যা ছিলেন।

শোৰ্য্য বীৰ্যের পরম্পরা : সরদারগণ পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। সংগঠিত হয়ে জাতির উন্নতির জন্য কিছু করার দুরদৃষ্টি ছিলো না। এই জন্য নিজের শৌর্য অপরের কাজে ব্যবহৃত হত। তথাপি মহারাষ্ট্রের সহস্র যুবকদের মনে শৌর্যের বীজ বপন করল। মারাঠা যুবকদের পরাক্রমশালী বীর তৈরী করেছেন। মারাঠা সরদারগণের মধ্যে মহারাষ্ট্রের পরাক্রমের পরম্পরা জীবন্ত রেখেছিলেন।

ঘৃষ্ণেশ্বরের মন্দির : আজ থেকে প্রায় চার শত বৎসরের পূর্বের ঘটনা। বেরুলের গুহায় ঘৃষ্ণেশ্বর (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ) সুন্দর এক মন্দির জীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। দেওয়ালে বড়ো-বড়ো ছিদ্র হয়েছিল। মন্দিরের পুরোহিত মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এমন বিশ্ববিখ্যাত শিবলিঙ্গ মন্দিরের এরূপ দুর্দশা ! তাহা দেখিয়া ভক্তদের খুব দুঃখ হইত। আগত ভক্তদের মন ব্যাথায় ভরে যেত। কিন্তু ইহার মেরামতের কথা কে চিন্তা করে ?

এক শিবভক্ত প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে এই জীর্ণ মন্দিরে এসে শিব লিঙ্গের উপর ফুল পাতা অর্পণ করতেন। পূজা করতেন, করজোড়ে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতেন। একদিন সেই ভক্তবর কিছু শ্রমিকদের নিয়ে মন্দিরে এসেছিলেন এবং



শহাজী রাজা

তাদের সাহায্যে মন্দিরের ভাঙ্গা দেওয়াল ঠিক করে দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলিত করলেন। মন্দিরের লুপ্ত বৈভব ফিরে এসে ছিল। কে ছিলেন এই শিব ভক্ত? তিনি ছিলেন মালোজী ভোসলে।

বেরুলের ভোসলে : বেরুলের পাটিল মালোজী রাজা ভোসলে মহান শিব ভক্ত ছিলেন। বিঠোজী রাজা তার ছোটো ভাই। বেরুলের গ্রামের পাটিলের অধিকার বাবাজী রাজার নিকট ছিল।

মালোজী রাজা ও বিঠোজী রাজা উভয় কর্তব্য নিষ্ঠ এবং শৌর্য ও পরাক্রমী ছিলেন। ইহাদের দরবারে সহস্র অস্ত্রধারী মারাঠা ছিল। সেই সময় বড়ো অশান্তির কাল ছিল। নিজামশাহী রাজ্যের উত্তরের মুঘল বাদশাহ আক্রমণ করেছিল তখন দৌলতাবাদ নিজাম শাহের রাজধানী ছিল। সেখানে মালিক অম্বর নামে এক উজীর (সরদার) ছিল। সে কর্তব্যনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান ছিল। দৌলতাবাদের নিকটে অবস্থিত বেরুলের ভোসলে ভাইদের বীরত্ব তিনি দেখলেন। তিনি নিজাম-শাহের কাছে ইহাদের সাহস ও শক্তির প্রশংসা করলেন। এই জন্য নিজামশাহ মালোজী রাজাকে পূনা ও সুপা পরগণার জাগীরদারী দিয়ে দেয়।

ভোসলেদের বংশ শক্তি সম্পন্ন হল। উমাবাই মালোজী রাজার পত্নী ছিলেন। তিনি ফলটনের নিশ্চালকর ঘরের মেয়ে ছিলেন। এই দম্পতির দুই ছেলে ছিল। বড়ো শহাজী ও দ্বিতীয় শরীফজী। শহাজী যখন পাঁচ বৎসরের তখন মালোজী ইন্দাপুরের যুদ্ধে মারা যান। বিঠোজী ভাইপোদের এবং জাগীরদারীও রক্ষা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি লখুজী যাদবের মেয়ের সঙ্গে

শহাজীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন লখুজী জাদবের মেয়ে জিজাই জাদব কন্যা জিজাবাই সুলক্ষণা কন্যা ছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব লখুজী রাজা স্বীকার করলেন। লখুজী রাজা নিজামশাহের শৌর্য ও পরাক্রমী সরদার ছিলেন তার অনেক সৈন্য সামন্ত ছিল। অনেক জাঁক জমকের সহিত জিজাবাইয়ের বিবাহ সম্পন্ন করলেন। জিজাবাই এখন ভোসলে ঘরের লক্ষী হয়ে রইলেন।

শহাজী রাজা : নিজামশাহ মালোজী রাজার জাগীরদারী শহাজী রাজাকে ফিরিয়ে দেন। শহাজী রাজা অতুল পরাক্রমী ছিলেন। নিজামশাহের দরবারে তার খুব সম্মান ছিল। উত্তরের মুঘল বাদশাহ নিজামশাহের রাজ্য আক্রমণ করে তাকে দমন করার চেষ্টা করেন। বিজাপুরের আদিলশাহ ও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। তখন নিজামশাহী রাজ্য বাঁচানোর জন্য মালিক অম্বর ও শহাজী রাজা দৃঢ়পূর্বক লড়াই করেন। কিন্তু মুঘলের কাছে দুই রাজ্যের সেনা পরাজিত হয়। আহমদনগরের (অহিল্যানগরের) নিকট ভাতওয়াড়ী এই স্থানে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শরীফজী রাজা মারা যান। কিন্তু শহাজী রাজা এই যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। সর্বত্র পরাক্রমী বীররূপে তার নাম যশ হতে লাগল। দরবারে তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হলো। কিন্তু তিনি মালিক অম্বরের চোখের কাঁটা হয়ে দাড়ােলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে অসন্তুষ্টি নির্মাণ হয়, যাহার কারণে শহাজী রাজা নিজাম-শাহী ত্যাগ করে বিজাপুরের আদিলশাহীতে যোগদান করলেন। আদিলশাহ তাঁকে ‘সরলক্ষর’ উপাধী প্রদান করেন। পরবর্তী কালে নিজাম-শাহীতে অনেক ঘটনা ঘটে। উজীর মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। নিজামশাহী দুর্বল হয়ে যায়। তার পুত্র

ফতেখান বড়ো ষড়যন্ত্রকারী ছিল, সে এখন নিজ
মশাহের উজীর হলো। মুঘলের আক্রমণে সংকট
জেগে উঠল। এমন সংকট থেকে উদ্ধার হওয়ার
জন্য নিজামশাহের মাতা শহাজী রাজাকে পুনরায়

ফিরে আসবার জন্য মিনতী করলেন। তখন
শহাজী রাজা আদিলশাহী ছেড়ে নিজামশাহীতে
ফিরে আসেন।



১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- অ) মহারাষ্ট্রের বীর বংশের মধ্যে বেরুলের
..... বংশ পরাক্রমী রূপে বিখ্যাত
হলেন।
(মোরে / ভোসলে / ঘোরপড়ে)
- আ) বাবাজী রাজা ভোসলের মালোজী ও
..... নামে দুই ছেলে ছিল।
(বিঠোজী / শহাজী / শরীফজী)
- ই) নিজামশাহের কর্তব্যনিষ্ঠ
উজীর ছিলেন।
(মলিক অম্বর / ফতেখান / শরীফজী)

২. কি সম্বন্ধ লেখো।

- অ) মালোজীরাজা - বিঠোজীরাজা
- আ) শহাজীরাজা - লঘুজীরাজা ও জাদব
- ই) শহাজীরাজা - শরীফজী
- ঈ) বাবাজীরাজা - বিঠোজীরাজা

৩. উচিত জোড়া মিলাও।

- | | |
|--------------|---------------|
| ‘অ’ দল | ‘ব’ দল |
| অ) সিন্দখেড় | (১) নিম্বালকর |
| আ) ফলটন | (২) ঘোপপড়ে |
| ই) জাওলী | (৩) ভোসলে |
| ঈ) মুখোল | (৪) মোরে |
| | (৫) জাধব |

৪. এক বাক্যে প্রশ্নের উত্তর লেখো।

- অ) ঘৃষেশ্বর মন্দিরের ভাঙ্গা দেওয়াল কে
মেরামত করে ছিলেন ?
- আ) নিজামশাহ মালোজীকে কোন পরগণার
জাগীরদারী দিয়েছিলেন ?
- ই) নিজামশাহীকে বাঁচানোর জন্য কে প্রাণপণে
লড়েছিল ?
- ঈ) আদিলশাহ শহাজী রাজাকে কি উপাধি
দেয় ?
- উ) শহাজী রাজা আদিলশাহী ত্যাগ করে
নিজামশাহীতে কেনো ফিরে এলেন ?

উপক্রম :

মহারাষ্ট্রের মানচিত্র অহিল্যানগর, ফলটন, বেরুল,
পুণে এই স্থানগুলি দেখাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

মারাঠা এই শব্দ ‘বিশিষ্ট জাতির মধ্যের ব্যক্তি’
এই অর্থের নয়। মরাঠী ভাষা বলা ব্যক্তি অথবা
মহারাষ্ট্রিয়ান এই অর্থ বোঝা যায়।



৪. শিবাজী মহারাজের বাল্যকাল



শিবনেৰী কেল্লা, শিবাজী মহারাজের জন্মস্থান

শিবজন্ম : সেই দিন গুলি ছিল খুবই অশান্তির। উত্তর ভারতে মুঘল সম্রাট শাহজাহান দক্ষিণ দিক জয় করার জন্য বিপুল সৈন্য পাঠান। পুণায় শহাজীর জাগীরদারী ছিল। বিজাপুরের আদিলশাহ তা ধংস করেন। শহাজী রাজা অনেক সমস্যাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তার কোথাও শান্তি ছিল না। শহাজী রাজার ভাগ্যে সংকটের দিন এল।

এই পরিস্থিতিতে জিজাবাই গর্ভবতী ছিলেন।

এইরূপ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাকে কোথায় সুরক্ষিত রাখা যায় এই চিন্তা প্রথমে এল। তখন শহাজী রাজার রাজ্যের শিবনেরীর কথা মনে পড়ে যায়। জিজাবাইকে শিবনেরীতে রাখার সিদ্ধান্ত হলো। পুণে জেলার জুম্নরের কাছে মজবুত ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল শিবনেরী। ইহার বড় প্রাচীর এবং মজবুত দ্বার ছিল। দুর্গ বড় ও মজবুত ছিলো। বিজয়রাজ নামে একজন

দুর্গরক্ষক ছিলেন। ইনি ভোসলে পরিবারের আত্মীয় ছিলেন।

জিজাবাইকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি নিলেন। তখন শহাজী রাজা জিজাবাইকে শিবনেরীতে রেখে মুঘল আক্রমণে যাত্রা করলেন।

.....পুনরায় সুদিন এল। ফাল্গুনের তৃতীয়া ১৫৫১ সংবৎ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিবনেরীর নগর খানায় শানাইসহ অন্য বাজনা বেজে উঠল। এই শুভক্ষণে জিজাবাই এক পুত্র সন্তান প্রসব করল। দুর্গ আনন্দে ভরে উঠল। শিশু পুত্রের নামকরণ হলো। শিবনেরী কিলায় জন্ম হওয়ার জন্য বালকের নাম রাখা হলো শিবাজী।

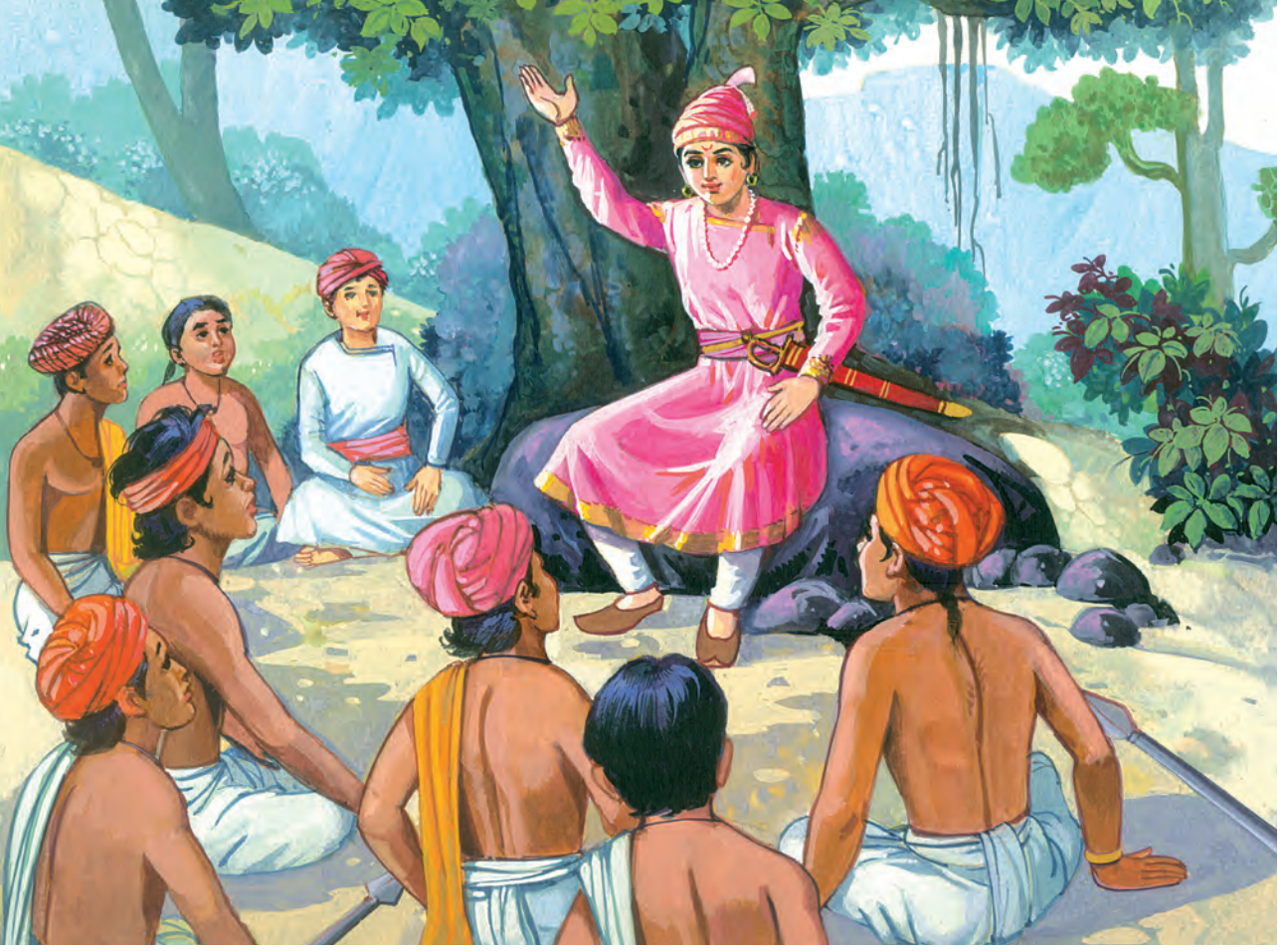
শিবাজী মহারাজের বাল্যকাল : শিবাজী মহারাজের জীবনের প্রথম ছয় বছর বড় সমস্যার

মধ্যে কাটে। এত অশান্তির মধ্যে থেকেও জিজাবাই শিবাজী মহারাজকে খুব ভালো শিক্ষা দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দেওয়া, শিবাজী মহারাজকে কাছে নিয়ে ঈশ্বর বন্দনাদি করা, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অভিমন্যুর কাহিনী শুনাতে। সাধু জ্ঞানেশ্বর নামদেব, একনাথ রচিত অভঙ্গ পদ গেয়ে শুনাতে। শিবাজী মহারাজেরও বীর পুরুষদের কাহিনী এবং সাধু সন্তদের জীবন চরিত্র শুনতে ভালো লাগত। তাঁর মনে হতো সেও বড়ো হয়ে বীর পুরুষদের মতো পরাক্রমী এবং সাধু সন্তদের শ্রদ্ধা করবে।

গরিব মাবলদের ছেলে মেয়েরা শিবাজী মহারাজের সঙ্গে খেলতে আসত। শিবাজী মহারাজও কখনও-কখনও তাদের কুটিরে যেতেন। তাদের রুটি-চাটনী আনন্দ সহকারে খেতেন। আনন্দের মধ্যে ওদের সঙ্গে হেসে



বীরমাতা জিজাবাই শিবরায়কে গল্প শোনাচ্ছেন



বাল্য বন্ধুদের সঙ্গে শিবরায়

খেলে দিন কেটে যেতে লাগল। মাবল শিশুরা পাখীর মত চঞ্চল ছিল। তারা টিয়া, কোকিল ও বাঘের ডাক হুবহু নকল করতে পারত। মাটি দিয়ে হাতী, ঘোড়া বানানো মাটির দুর্গ ইত্যাদি বানানো তাদের শখ ছিল। কানা মাছি খেলা, ছোটো বলের বিভিন্ন খেলা তাহাদের প্রিয় ছিল। শিবাজী মহারাজও তাদের সঙ্গে ঐ খেলা খেলতেন। শিবাজী মহারাজ ওদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন।

শহাজী রাজা মুঘল বাদশাহের রাজত্বে : শহাজীরাজা নিজামশাহীতে ফিরে এলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর ভালো লাগল না, কারণ নিজামশাহ

খুব কুটনীতি প্রকৃতির ছিলেন। নিজামশাহ পরের বুদ্ধিতে চলার কারণে দরবারে ষড়যন্ত্র এবং হিংসা বেড়ে যায়। নিজামশাহের আদেশে লখুজীরাও জাদবকে রাজ দরবারে হত্যা করা হলো। এই ঘটনায় ক্রোধান্বিত হয়ে শহাজী রাজা নিজামশাহকে ত্যাগ করলেন এবং মুঘল বাদশাহের সহিত পুনরায় যোগদান করলেন। মুঘল বাদশাহ শাহজাহান শহাজীকে সরদারের পদে নিযুক্ত করলেন। তখন উজীর ফতেহখাঁন মুঘলের সঙ্গে গুপ্তভাবে মিলিতে হয়ে নিজামশাহকে হত্যা করেন। নিজামশাহী হাহাকারে ভরে উঠল। এটা স্পষ্ট ছিল যে ফতেহখাঁন বিশ্বাসঘাতকতা করে

নিজামশাহর সত্তা মুঘলদেরকে দিয়ে দেবে, শুধু তাহাই নয় পরিবর্তে শহাজী রাজার অজান্তে পুরস্কার স্বরূপ শহাজী রাজার অধীনস্থ রাজ্য ফতেহখানকে মুঘলেরা দিয়ে দিল। এখন শহাজী রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে মুঘলদের পক্ষ ছেড়ে দিয়ে নিজ সামর্থ্যের জোরে মুঘলদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার নিশ্চয় করলেন।

নতুন নিজামশাহীর স্থাপনা : উজীর ফতেহখান ও মুঘল বাদশাহকে মাত দেওয়ার জন্য শহাজীরাজা নিজামশাহের বংশের এক বংশধরকে খুঁজে বের করলেন। এবং জুন্নরের নিকট পেমগিরী দুর্গে নিজামশাহ বলে নিযুক্ত করলেন।

এই ভাবে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য গোদাবরী থেকে নীরা নদী পর্যন্ত সকল প্রদেশ এই রাজ্যের মধ্যে ছিল। এই রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য শহাজী রাজা প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই কাজের জন্য আদিলশাহ তাঁকে প্রথমে সাহায্য করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে দুষ্ট ও চতুর মুঘল বাদশাহ শাহজহান দক্ষিণ প্রদেশে এসে শহাজীরাজার উপর আক্রমণ করেন এবং আদিলশাহকে ধমকী দেন। আদিলশাহ ভয় পেয়ে শহাজী রাজার বিরুদ্ধে মুঘলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সন্ধি করেন। তখন মুঘল ও আদিলশাহ দুইজন মিলে সংযুক্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে শহাজী রাজা ছাপামার যুদ্ধনীতি শুরু করলেন। কিন্তু একা শহাজী রাজা কত দিন লড়বেন? তাঁর শক্তি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে পারল না। তখন অসহায় হয়ে মুঘলের সঙ্গে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি করলেন। শহাজীরাজার সময় অনুকূল ছিল

না। এই জন্য স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনার কাজ পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু শহাজীর সাহস ও বীরত্ব দেখে মারাঠাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠল। শিবাজী মহারাজের স্বরাজ্য স্থাপনার কাজে মারাঠাদের এই আত্মবিশ্বাস উপযোগী হয়েছিল।

জিজাবাই ও শিবাজী মহারাজ কর্ণাটকে : শহাজীরাজা যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার পর নিজাম-শাহীর প্রদেশগুলিকে মুঘল ও আদিলশাহ দুজনে মিলে ভাগ করে নিলেন। শহাজীর পুণা ও সুপার জাগীর আদিলশাহের রাজ্যে মিলিত হয়েছিল। তখন আদিলশাহ সেই জাগীরদারী শহাজী রাজাকে স্বইচ্ছায় দান করলেন। এবার শহাজী রাজা আদিলশাহের সেবক রূপে কাজ করতে লাগলেন। তখন আদিলশাহ পুণা থেকে দূরে কর্ণাটক প্রদেশ জয় করার জন্য পাঠালেন। শহাজী রাজা কর্ণাটক যাওয়ার কিছুকাল পরে জিজাবাই এবং শিবাজী মহারাজ তাঁর কাছে গেলেন।

শিবাজী রাজার বাল্যকাল মহারাষ্ট্রে খুব সংকটের মধ্যে কাটছিল। আজ এই দুর্গে কাল ওই দুর্গে এইভাবে জিজামা ও শিবা খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। ঐ সময় পিতা শহাজীর পরাক্রমের কাহিনী শুনতেন। কর্ণাটকে আসার পর মাতা-পুত্র একটু স্বস্তি বোধ করলেন। কর্ণাটকে বহু পরাক্রমী রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। তখন আদিলশাহ খুশী হয়ে শহাজীকে ব্যাঙ্গলোরের জাগীরদারী পুরস্কার স্বরূপ দিলেন। এখন শহাজী রাজা ব্যাঙ্গলোরকে প্রধান কেন্দ্রস্থান করলেন। এখন তিনি একজন রাজার মত দরবার শুরু করলেন এবং আনন্দমনে শাসন ব্যবস্থা চালাতে লাগলেন।

১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- অ) শিবাজী মহারাজের জন্ম দুর্গে হয়েছিল।
(পুরন্দর / শিবনৈরী / রায়গড়)
আ) আদিলশাহ শহাজীকে প্রদেশে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।
(কর্ণাটক / খানদেশ / কোকণ)

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর এক বাক্যে লেখো।

- অ) জিজামাতার উপদেশে শিবরায়ের মনে কি-কি চিন্তা এসেছিল?
আ) শিবাজী মহারাজ মাবল ছেলেদের সঙ্গে কি-কি খেলা করতেন?

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) জিজামাতা শিবাজী মহারাজকে কাদের গল্প শোনাতেন?
আ) শহাজী রাজা নিজামশাহের বংশের ছেলেকে নিজামশাহ বলে কেনো ঘোষণা করলেন?

উপক্রম :

- অ) শিবনৈরী দুর্গ দর্শন (ভ্রমণ) করো। সেখানে শিব জন্মের স্থান দেখো ও তথ্য সংগ্রহ করো।
আ) তোমরা যে পারম্পরিক খেলা করো তার নাম লেখো। একটা খেলার বিষয়ে ১০ পংক্তি লেখো।



শিবনৈরী দুর্গ - মহাদরজা

৫. শিবরায়ের শিক্ষা

শিবরায়ের শিক্ষার প্রারম্ভ : শহাজী রাজা নিজেই সংস্কৃতের বড় পন্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের বেঙ্গলুরের দরবারে অনেক ভাষার পন্ডিত ও গুণীজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেখানে শিবরায়ের জন্য তিনি বিখ্যাত শিক্ষকের ব্যবস্থা করে ছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সেই তাঁর শিক্ষার আরম্ভ হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিবরায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যান। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত কথা তিনি নিজেই পড়তে পারতেন। শহাজীরাজা শিবরায়ের যুদ্ধকলায় নিপুণ করার জন্য কিছু শিক্ষকগণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা শিবরায়কে ঘোড়া চড়া,

কুস্তি খেলা, লাঠি ঘোরানো, তরবারবাজী ইত্যাদি বিদ্যায় নিপুণ করতে লাগলেন। এইভাবে বয়সের বারো বছরেই তিনি বিবিধ বিদ্যায় ও কলায় পরিচিত হয়ে উঠলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই আদিলশাহ শহাজী-রাজাকে নায়কার রাজ্য জেতবার অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ অভিযানে যাওয়ার পূর্বে শহাজীরাজা জিজাউ ও শিবরায়কে পুনের জাগিরে পাঠিয়ে দিলেন সেই সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পায়েহাঁটা সৈনিক, কিছু ধন-সম্পত্তি, রাজ পতাকা ও বিশ্বাসী প্রধান, শুরবীর সৈনিক এবং বিখ্যাত শিক্ষকগণকে পাঠালেন।



শহাজীরাজার মার্গদর্শনে শিবরায়ের শিক্ষা

পুণার পরিবর্তন : জিজামাতা ও শিবরায় পুণায় আসলেন। ছোটবেলার কথা শিবরায়ের মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় তিনি এই মাটিতে খেলা করেছিলেন। সাহদ্রির উটুঁ-উটুঁ পাহাড় তিনি দেখতে পেলেন। শিবরায়ের খুব আনন্দ হলো। তখনকার সময়ে পুনা এখনকার মত এত বড় ছিল না। শহাজীরাজার শত্রুরা এই সুন্দর পুনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। গ্রামের জিনিসপত্র ক্ষয়ক্ষতি করেছিলেন। ঘরবাড়ি নষ্ট করেছিলেন। মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। শত্রুর ভয়ে লোকজন গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেছিল। চাষের জমি মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল। পুনার গ্রাম জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের উপদ্রব বেড়ে ছিল। এমন দুর্দশা পুনার হয়েছিল।

জিজামাতা ও শিবরায় পুণায় থাকতে লাগলেন। আশে-পাশের লোকজন এটা বুঝতে পারলেন এবং তাদের জন্য ইহা একটা খুশির ব্যাপার। জিজামাতা সকলকে কাছে ডেকে সাহস দিলেন। লোকজন আবার পুনে এসে থাকতে শুরু করলো। জমি চাষ করা শুরু করল। জিজামাতা জীর্ণ মন্দিরগুলি ঠিক করে নিলেন। মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যায় পূজা হতে লাগল। গ্রামগায় লোকজন বেশি হতে লাগল। এইভাবে পুনার রূপ পরিবর্তন হলো।

দাদাজী কোন্ডদেবের কার্য : জিজাউ এবং শিবরায় কর্ণাটকে থাকাকালীন পুনের রাজ্য ব্যবস্থা দাদাজী কোন্ডদেব সেখানে দেখাশোনা করতেন। দাদাজী কোন্ডদেব কোন্ডানার সুভেদার ছিলেন। তিনি খুব বিশ্বাসী স্বামিভক্ত সেবক ছিলেন। রাজ্য কারবারে খুব সতর্ক ও ন্যায়প্রিয় ছিলেন। তাহার অনুশাসন কঠোর ছিল, এবং

খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। তখন শহাজী রাওয়ের আদেশ অনুসারে একটি বড় মহল তৈরী করা হয়েছিল। তাহার নাম লালমহল। কৃষকদের ফসল ফলানোর জন্য কয়েক বছর জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। কৃষকদের এই সুযোগের জন্যে তাহারা মনোযোগ দিয়ে জমি করে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি করেছিলেন। ফসল ভালো হওয়ার ফলে নেকড়ে বাঘে কৃষকদের অনেক অত্যাচার করতে লাগল। এই অত্যাচার দেখে নেকড়ে বাঘ মারবার জন্য পুরুষ্কার ঘোষণা করা হলো। যাহার ফলে অনেক নেকড়ে বাঘ মারা পড়ে ছিল। সেই সময়ে চোরের উৎপাত ও অনেক বেড়েছিল। চোর দমনের জন্য কৃষকদের দল তৈরী করে পাহারায় লাগিয়ে ছিল। এই ভাবে চোর দমন হলো। জমির ফলন অনুসারে খাজনা লাগাতে লাগলেন সেই কারণে কৃষকরা ও আনন্দিত ছিলেন। দাদাজী কোন্ডদেব কৃষি ও খাজনা বিষয়ে সুধারনা অতি মহত্বপূর্ণ ছিল।

শিবরায়ের শিক্ষা : শিবরায় পুনে জাগিরে এসেছিল, তবু ও জিজামাতার দেখাশোনার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু ছিল। শহাজীরাজ ও বেঙ্গলুর থেকে আসার সময় বিখ্যাত শিক্ষকদের পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের কাছ থেকে শিবরায় অনেক শাস্ত্র বিদ্যা ও ভাষা শিখলেন।

উত্তম রাজ্য পরিচালনা কিভাবে করবে, শত্রুর সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করবে, কীলা কিভাবে বাঁধবে, ঘোড়া ও হাতীর পরীক্ষা কি করে নিতে হবে, শত্রুর দুর্গম পথ থেকে কিভাবে ছাড়া পাবে ইত্যাদি অনেক বিদ্যা শিবরায় জেনেছিলেন শিবরায়ের শিক্ষার প্রগতি দেখে জিজামাতা খুব আনন্দিত হয়ে ছিলেন।

বীরমাতা জিজাবাই দ্বারা শিবাজীকে উপদেশ :

জিজামাতা সামান্য মহিলা ছিলেন না। লখুজীরাও জাধবের মত শক্তিশালী ও সাহসী সরদারের কন্যা ছিলেন। এবং শহাজী রাজার মত পরাক্রমী পুরুষের পত্নী ছিলেন। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির শিক্ষা জিজামাতা ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলেন। জাধব ও ভোসলে এই দুই প্রসিদ্ধ বংশের যুদ্ধনীতি তার কাছে একত্রে সংঘটিত হয়েছিল। মারাঠা সরদারেরা খুব পরাক্রমী ছিলেন। কিন্তু সুলতানের দরবারে তাদের কোন প্রশংসা হত না। তার জন্য জিজামাতার খুব খারাপ লাগত। নিজামশাহের দরবারে তার পিতাকে হত্যা করেন। জিজামাতা সেই দুঃখ সহ্য করলেন। জিজামাতা নিশ্চয় করেছিলেন যে তাঁর শিবা এইরূপ পরের চাকরি কখনো করবে না। সে নিজেই লোকের জন্য রাজ্য অর্থাৎ স্বরাজ্য স্থাপন করবে। এই নিশ্চয় করেই তিনি শিবরায় কে শিক্ষা দিতেন।

মাবল প্রদেশের লোকদের মাবল বলা হত। মাবলেরা খুব বিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও চতুর ছিল। তাঁরা সহজে ভেঙে পড়তো না। কিন্তু সুলতানের অত্যাচারে তাঁরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের সৈন্যেরা গ্রামগঞ্জ লুটপাট করতে আরম্ভ করল। এইভাবে তো প্রজা সকল বেহাল হয়ে যাবে। তাঁরা তো অসহায় হয়ে যাবে। এই দীন দরিদ্র লোকের জন্য আমার কিছু করার দরকার, শিবরায় ইহা ভাবতেন।

বাড়ি ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে শিবরায় পরামর্শ করতেন। জিজামাতা বলতেন “পুত্র শিবা, ভোসলেদের পূর্ব পুরুষ শ্রীরাম চন্দ্রের বংশের ছিলেন। তিনি দুষ্ট রাবণকে মেরে প্রজাদের সুখী করেছিলেন। জাধবদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ



বীরমাতা জিজাবাই

ছিলেন। তিনি কংশকে বধ করে প্রজাদের সুখী করেছিলেন। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমিও তো দুষ্টদের দমন করে গরিবদের রক্ষাকর্তা হতে পারো।”

মায়ের এইরূপ উপদেশ পেয়ে শিবাজীর মন উৎসাহে ভরে যেত। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন এই বীর পুরুষদের কথা সবসময় মনে পড়ত। এই বীরপুরুষদের শিবরায় সব সময় ধ্যানে, মনে ও স্বপ্নে দেখতে পেতেন। এই বীরেরা যেমন অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন তেমনি আমাদের ও করা দরকার। তাঁরা যেমন দুষ্টদের সংহার করেছেন তেমন আমরাও করবো।

তাঁরা যেমন প্রজাদের সুখী করেছেন তেমন আমাদের ও করা দরকার। আমরাও সাহসী, ন্যায় পরায়ন, বলশালী হওয়া দরকার এইরূপ চিন্তা শিবরায় সবসময় করতেন।

শিবরায়ের নুতন শাসন : পুনার জাগিরদারীতে এখন শিবরায়ের নুতন শাসন শুরু হল। এই কাজের জন্য শহাজী রাজা পূর্বেই বন্দোবস্ত করে ছিলেন। তিনি শিবরায়কে বেঙ্গলুর থেকে পুনায় পাঠানোর সময় সামরাজ নীলকণ্ঠ পেশাবে, বালকৃষ্ণ হনুমন্তে মুজুমদার, মাণকোজি দহাতোন্ডে সরনোবত, রঘুনাথ বল্লাল সবনিস, সোনোপন্ত ডবীর এই সরদারগণ তাঁহার সঙ্গে দিয়েছিলেন। যেন সবাই স্বাধীন রাজার সরদার। শিবরায় যেন নিজের রাজকাজ সঠিক ভাবে করতে পারে এই কারণে শহাজী রাজা সরদার গণকে পুনাতে পাঠালেন। তাঁদের সাহায্যে শিবরায় জাগিরের

কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য দিতে লাগলেন। প্রজাদের উপর অন্যায় হলে স্বাস্থি দিতে লাগলেন। শহাজী রাজার জাগিরের কায়াকল্প পরিবর্তন হতে লাগল। যেন ভবিষ্যতের মারাঠা স্বরাজ্যের সূর্যের উদয় হল !

শিবরায়ের বিবাহ : সেই সময় বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল। তখন জিজামাতা বললেন, “এখন শিবাজীর বিবাহ সংস্কার করতে হবে।” তার জন্য কন্যা খুঁজতে শুরু হল। একটা যোগ্য কন্যা তাঁহাদের পছন্দ হল। তাঁর নাম “সইবাই”। ফল্টনের নাইক নিম্বাক্কর বংশের মেয়ে। পুনার লালমহলে এই বিবাহ খুব ধুম-ধামের সহিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

অ) শহাজী রাজা ভাষার বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন।

(সংস্কৃত / কন্নড় / তামিল)

আ) মাবলের লোকেদের বলে।

(কৃষক / সৈনিক / মাবল)

২. এক বাক্যে উত্তর লেখ।

অ) শিবরায়ের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের নিযুক্ত কে এবং কোথায় করেছিল ?

আ) শিবরায়কে শিক্ষকগণ কোন-কোন শিক্ষা শেখাতে শুরু করেছিলেন ?

ই) দাদাজী কোন্ডদেব কৃষকদের খাজনা কেন মুক্ত করেছিলেন ?

৩. দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

অ) পুনার রূপ কেমন করে পরিবর্তন হয়েছিল ?

আ) শিবরায় কি-কি বিদ্যায় নিপুণ হয়ে ছিলেন ?

ই) জিজামাতা কি নিশ্চয় করেছিলেন ?

উপক্রম :

অ) জিজামাতা ও শিবাজীর মধ্যে কথোপকথন অভিনয় কর।

আ) বীরমাতা জিজাবাইয়ের চরিত্র পঠন কর।



৬. স্বরাজ্য স্থাপনের প্রতিজ্ঞা

রায়রেশ্বরের দেবালয় : পুনর নৈঋত দিকে রায়রেশ্বরের দেবালয় একটি রমণীয় স্থান ছিল। সেখানে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। শিবরায় ও আশেপাশের কিছু মাবল ছেলেরা বিচার বিনিময়ের জন্য সেখানে একত্রিত হয়েছিল। ওই গভীর বনের মধ্যে অবস্থিত রায়রেশ্বরের দেবালয় শিবরায় ও মাবল ছেলেরা কি এমন পরামর্শ করতে ছিল। ভগবান শিবের নিকট কি বর প্রার্থনা করছিল ?

বালক শিবাজীর তেজস্বী বাণী : শিবরায় তখন বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু তাঁর মনে বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। মনে-মনে তিনি একটা উপায় ঠিক করলেন। শিবমন্দিরে একত্রিত সাথীদের বড় উৎসাহ, বিশ্বাস এবং আবেগের সাথে বললেন, “সাথীগণ, আজ আমি তোমাদের নিকট আমার মনের একটা কথা বলব কি? আমার পিতা শহাজী রাজা বিজাপুরের সরদার, তিনি আমাদের এখানের জাগীরদারী অধিকার দিয়েছেন। সবকিছু ঠিকমতো চলছে, কিন্তু সাথীগণ ইহাতে আমি একেবারেই খুশি নেই। সুলতানের জাগীরদারিতে আমরা কেন সন্তুষ্ট থাকব? অন্যের হাতে আমরা জল পান করবো কেন? আমাদের চারিদিকে অনেক রাজ্য আছে। তাদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে। এই যুদ্ধে আমাদের লোকের বৃথা মৃত্যু হচ্ছে। অনেক পরিবার গৃহহীন হচ্ছে। আমাদের প্রদেশ ধ্বংস হচ্ছে। এই সব সহ্য করে আমরা হাতে কি পাচ্ছি? পরাধীনতা! আমরা আর কতকাল সহ্য করবো? পরের জন্য আমরা আর কতকাল অকারণে মরবো? বল, তোমরাই

বল! রাজত্বের লোভে আমরা কি এইভাবে চলতে দেবো?”

শিবরায় আবেগের সহিত বলতে ছিল। তার চেহারা রেগে লাল হয়ে উঠেছিল। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তিনি সকল যুব সাথীগণের দিকে দেখলেন। রায়রেশ্বরের গহীন অঞ্চলে একত্রিত সকল যুব মাবলগণ শিবরায়ের কথায় থমকে গেল। তারা নুতন দৃষ্টিকোণ পেল। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, “বল বালক রাজা, তোমার অন্তরের কথা আমাদের বলো। তুমি যাহা বলবে তাহা করার জন্য আমরা একপায়ে রাজি আছি।” “হাঁ রাজা তুমি যাহা বলবে আমরা তাহা করবোই! আমরা প্রাণ ও দিব!” সেই সকল তেজস্বী তরুণ এক সঙ্গে বলল।

স্বরাজ্যের প্রতিজ্ঞা : মাবল ছেলেদের এই কথায় শিবরায় স্মৃতিতে ভরে গেল। সকলের দিকে আনন্দের সহিত দেখল ও বলল, “সাথীগণ, আমাদের লক্ষ্যনিশ্চিত রইল। আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য সকলে লড়াই করব, সকলে চেষ্টা করব, সকলে প্রাণ অর্পণ করতেও প্রস্তুত থাকবো। আমাদের এই উদ্দেশ্য অর্থাৎ ‘হিন্দবী স্বরাজ্য’! তোমার, আমার, সকলের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করতে হবে। পরের গোলামগিরি আর চলবেনা। ওঠো, এই রায়রেশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে স্বরাজ্য স্থাপনের জন্য এখন আমরা আমাদের সর্বস্ব বিসর্জন করব।

সম্পূর্ণ মন্দিরে যেন শিবরায়ের শব্দ গুঞ্জে উঠলো। “হিন্দবী স্বরাজ্যের রূপে এই রাজ্য



স্বরাজ্য ছাপানের প্রতিজ্ঞা।

হটক, এই ঈশ্বরের মনের ইচ্ছা। এসো ঈশ্বরের মনের বাসনা আমরা পূরণ করি।” “শেষে শিবরায় এই নিশ্চয় করলেন।”

স্বরাজ্য স্থাপনের প্রতিজ্ঞা করে সকল মাবলগণ রায়রেশ্বর দেবালয় থেকে বাইরে আসলো। শিবরায়ের মনে উত্তেজনা আসলো। তিনি পুনে এসেই শীঘ্র লালমহল মাতাম্বীর নিকটে গেলেন। প্রত্যেক ঘটনার বিবরণ তিনি জিজামাতাকে বললেন। জিজামাতা ও বিষয়টাকে ধন্য বলে মনে করলেন। আমি যাহা মনে ধারণা করেছিলাম, বালক রাজা নিশ্চয়ই তাহা পূরণ করবে। এই আশা, এমন বিশ্বাস তাহার হতে লাগলো।

মাবল প্রান্তে মাবলদের সংঘর্ষন : শিবরায় নতুন কাজে মন দিলেন। মাবলদেরকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্র চালানো, ঘোড়ায় চড়া, গিরিপথ, উপত্যাকা, ঘাট, গুপ্ত পথের খোঁজ ইত্যাদি প্রতিদিনের কাজ হয়ে দাঁড়ালো। শিবরায় সত্যই মাবলদের মন জিতেছিল। মাবল যুবকেরা শিবরায়ের জন্য পাগল হয়ে উঠত। তারা মনে করত বাঁচতে হলে শিবরায়ের জন্য এবং মরতে হলেও শিবরায়ের জন্যই। তখন শিবরায়ের উৎসাহ বেড়ে গেল, যেমন সমুদ্রে জোয়ার আসে তেমন। শিবরায় ও পুনের আশেপাশের সকল কেছা, গড়কেছা নিজের সাথী গানের সঙ্গে সুস্বন্দ্র নজরে দেখে নিলেন। গুপ্তপথ, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও শত্রুসৈন্য বিষয়ে সঠিক খবর জেনে নিলেন।

মাবল প্রদেশে সাথী সঙ্গ : বারো মাবল প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে আলাদা-আলাদা দেশমুখ অধিকারী নিযুক্ত ছিল। তাদের নিজের পদের উপর অত্যন্ত লোভ ছিল। পদের জন্য তাদের

মধ্যে ঝগড়া হতে থাকত। এই ঝগড়ায় অকারণে মারাঠা শক্তির ক্ষতি হতো। একথা শিবরায় জানতে পারলেন। এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এটা তিনি নির্ণয় করলেন। শিবরায় দেশমুখ দের গ্রামে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের বুঝাতে শুরু করলেন। স্বরাজ্যের কথা অনেকে বুঝতে পারল। আবার কেহ বুঝতে চাইল না। তাদেরও সঠিক পথে আনলেন। এইভাবে তিনি মারাঠাদের আন্তরিক ঝগড়া মেটালেন সকলে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগলো। মাবল প্রদেশের বুধধররায়ও মরল, হৈবতরায়ও শিলমকর, বাজি পাসলকর, বিঠোজী শিতোলে, জেধে, পায়গুড়ে, বান্দল ইত্যাদি দেশমুখ বান্ধব শিবরায়ের কথামত চলতে লাগলো। মাবল প্রদেশে স্বরাজ্যের ঢেউ শুরু হয়ে গেল।

শিবরায়ের রাজমুদ্রা : শিবরায়ের নামে রাজ্যের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। শহাজীরাজা শিবরায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাজমুদ্রা তৈরি করলেন। সেই রাজমুদ্রা এই রূপ -

“প্রতিপাচন্দ্র লেখেও বর্ধিধুর্বিষ্ববন্দিতা।।

শাহসুনো: শিব সৈষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে।।”



রাজমুদ্রা

অর্থ - প্রতিপদে চন্দ্রকলার অনুরূপ বৃদ্ধি হয় এবং সম্পূর্ণ বিশ্বে পূজনীয় হয়, এমন শহাজী রাজার পুত্র শিবাজি রাজার এই রাজমুদ্রা লোক কল্যাণের জন্যই। এইরূপ রাজমুদ্রা অর্থাৎ স্বরাজ্যের শুভলক্ষণ।

ওই সময়ে অধিকাংশ রাজমুদ্রা ফারশি ভাষায় মুদ্রিত হত, কিন্তু শিবরায়ের মুদ্রা সংস্কৃত ভাষায়

ছিল। স্বরাজ্যের জন্য স্বভাষা হবে, স্বধর্ম হবে। সেই সঙ্গে অন্য ধর্মের যেন অনাদর না হয়। তাহা লক্ষ রাখতে হবে। শিবরায় কাজকর্ম জনকল্যাণের জন্যই শুরু করেছেন তাহা সকল মাবলগণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারল।

অনুশীলনী

১. শূন্য স্থান পূর্ণ কর।

- অ) পুনার নৈঋত দিকে..... মন্দির খুব সুন্দর স্থান ছিল।
আ) মাবল প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে কিছু..... অধিকারী নিযুক্ত ছিল।
ই) শহাজী রাজা শিবরায়ের জন্যে স্বতন্ত্র..... তৈরী করলেন।

- ঈ) শিবরায় কিসের ব্যবস্থা করার জন্য নির্ণয় নিলেন ?

৩. দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখ।

- অ) শিবরায়ের জীবনে কি উদ্দেশ্য ছিল ?
আ) শিবরায় কি নিত্যকর্ম শুরু করেছিলেন ?

২. এক বাক্যে উত্তর লেখ।

- অ) রায়রেশ্বরের মন্দিরে শিবরায় শেষ সিদ্ধান্তে কি বলেছিলেন ?
আ) জিজামাতা শিবাজীর উপর কি বিশ্বাস রাখতে লাগলেন ?
ই) শিবরায় শত্রুদের কোন বিষয়ে সঠিক খবর জেনে নিলেন ?

উপক্রম :

শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে স্বরাজ্য স্থাপনের প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্কন কর।



৭. স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা

রায়রেশ্বরের মন্দিরে শিবাজী মহারাজ নিজ সাথীদের নিয়ে স্বরাজ্য স্থাপনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটা কত বড় কঠিন কাজ! দিল্লীর মুঘল বাদশাহ, বিজাপুরের আদিলশাহ সুলতান, গোয়ার পুর্তগিজ এবং জঞ্জিরের সিদ্দি এই রকম চারটি শাসন ঐসময় মহারাষ্ট্রে চলত। এই শাসকবৃন্দ খুব শক্তিশালী ছিল। এদেরকে অমান্য করার সাহস কারো ছিল না। এই রকম বিকট পরিস্থিতিতে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছিলেন। কোথায় শত্রুদের অপার সৈন্যশক্তি আর কোথায় শিবাজী মহারাজের বন্ধুদের অল্প সামান্য শক্তি কিন্তু শিবাজী মহারাজের প্রতিজ্ঞা অটল থাকার কারণে শক্তির সঞ্চার হলো।

তোরণগড় : শিবাজী মহারাজের কাছে পুণে, সুপে, চাকন এবং ইন্দাপুর এই পরগণার

জাগীর ছিল। জাগীরদারির দুর্গ বিজাপুর দরবারের অধিকারে ছিল। দুর্গবিদ্যা কেমন স্বরাজ্য! যার দুর্গ তার রাজ্য! দুর্গ অধিকারে থাকলে তার আসে পাসের প্রদেশের উপর শাসন চলে। পর্বতীয় দুর্গ রাজ্যের মুখ্য আধার। শিবাজী মহারাজ নিশ্চয় করলেন যে এই রকম একটা মজবুত দুর্গ হস্ত-গত করার প্রয়োজন তোরণ দুর্গের উপর শিবাজী মহারাজের নজর ছিল। পুণার নৈঋত দিকে চৌষটি কিলোমিটার দূরে কাগদ নামক পার্বত্য উপাত্যাকার উপর এই দুর্গ। এই দুর্গের উপর দুইটি মজবুত নিরাপদ চৌকি ছিল। একটার নাম ঝুঞ্জার চৌকি, অন্যটি বুখলা চৌকি। নিরাপদ চৌকি অর্থাৎ দুর্গে চড়ার জন্য প্রাকৃতিক ভাবে সমতল ভাগের তটবন্ধ। ঝুঞ্জার চৌকি নাম অনুসারে আক্রমক।



তোরণগড় (ঝুঞ্জার চৌকি)

দুর্গ থেকে নামবার জন্য একটাই পথ্য সেটা হলো এই ঝুঞ্জার চৌকি দিয়ে। এই পথ অতি বিকট সে পথ দিয়ে চলার সময় একটু বেসামাল হলে নীচে খাইতে পড়বে ! মহারাজের মজবুত দুর্গের মধ্যে তোরণদুর্গের গণনা করা হয়। এখানে তোরণজাই দেবীর মন্দির আছে সেই দেবীর নাম অনুসারে এই দুর্গের নাম ‘তোরণা’ পড়লো। এত বড় দুর্গ ! কিন্তু আদিলশাহের এই দুর্গের দিকে বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না। দুর্গে পাহারাদার এবং গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। শিবাজী মহারাজ এটাই চাচ্ছিলেন, তোরণা জয় করে স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের তিনি মনস্থ করলেন।

স্বরাজ্যের সময় হলো : কিছু মাবল বাহিনী নিয়ে শিবাজী মহারাজ কানদ ঘাটিতে হাজির হলেন। সকল মাবলদের নিয়ে সিংহের মতো সাহসে এবং হরিণের গতিতে দ্রুত তোরণদুর্গে চড়ে গেলেন। মাবলেরা দ্রুত সেই জায়গা দখল করে নিলো। তানাজী মালুসরে এই বীর দরজায় মারাঠাদের পতাকা লাগালেন। শিবাজী মহারাজের একজন নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী সহকারী যাসাজী কান্ধকে চৌকির পাহারায় বসানো হলো। দুর্গ দখল হলো। সকলে শিবাজী রায়ের জয়ধ্বনি করলো। হিন্দবী স্বরাজ্যের উত্থান হলো। ঢাক ঢোলের এবং সিন্ধের শব্দে সহ্যাদ্রী ঘাটি মুখরিত হয়ে উঠলো। শিবাজী মহারাজ এই দুর্গের নাম ‘প্রচল্লগড়’ রাখলেন।

ভবানী মায়ের আশীর্বাদ : তোরণদুর্গে শিবাজী মহারাজের শাসন শুরু হলো। তিনি সুস্থ ভাবে দুর্গ নিরীক্ষণ করলেন। দুর্গে মরাঠা কেল্লাদার, ব্রাহ্মণ সবনিস, প্রভু কারখানীস ইত্যাদি নিযুক্ত হলেন।

মাবলে, কোলি, রামোশী, মহার ইত্যাদি জাতির বীরদের ভর্তি করলেন। স্বরাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ কোনো প্রকারের ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য ! কাজ শুরু হতেই চারটি পাত্র ভর্তি টাকা পাওয়া গেল। সকলের মনে আনন্দ হলো। সকলে বলতে লাগল, “মা ভবানী শিবাজী মহারাজের উপর সন্তুষ্ট হয়ে এই ধন দিয়েছেন।” কেহই টাকায় হাত দেয়নি। স্বরাজ্যের ধন ! তারা টাকার চারটি পাত্র শিবাজী মহারাজের কাছে এনেদিল। স্বরাজ্যের জন্য হঠাৎ এই টাকা পেয়ে। শিবাজী মহারাজের ভীষণ আনন্দ হলো। এই ধন স্বরাজ্যের কাজে আসবে। শিবাজী মহারাজ মনে-মনে ভাবলেন, আমাদের কর্মে মা ভবানীর আশীর্বাদ আছে।

এই ধন স্বরাজ্যের কাজে এলো। কিছু ধন দিয়ে শিবাজী মহারাজ অস্ত্র কিনলেন। গোলা বারুদ জমা করলেন। বাকি টাকা দিয়ে একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মনস্থ করলেন। উদ্দেশ্যটা হলো তোরণ থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে মুরুম্বদেবের এক পর্বত আছে। শিবাজী মহারাজ সেটা দেখে রেখেছিলেন। পাহাড়টি খুব উঁচু ও দুর্গম ছিল। আদিলশাহ এই পাহাড়ের উপর এক দুর্গ অপূর্ণ রেখেছিল। এই দুর্গের পাহারা কম হয়ে গিয়েছিল। তখন স্বরাজ্যের রাজধানীর জন্য এই দুর্গ জয়ের কথা শিবাজী মহারাজ মনস্থ করলেন।

স্বরাজ্যের প্রথম রাজধানী : একদিন শিবাজী মহারাজ কিছু সাথীদের নিয়ে দুর্গ দখল করলেন। তোরণের প্রাপ্ত ধনের কিছু টাকা মুরুম্বদেবের মেরামতের জন্য ব্যয় করলেন। শিবাজী মহারাজ এই দুর্গের নাম রাখলেন “রাজগড়”। গড়ে পাথরের নকশা করলেন। কামার, সুতার,

রাজমিস্ত্রী, মজুর সকলে কাজে লেগে গেলো। রাজবাড়ির রাজমহলে, অন্দর মহল এবং রাজগদি তৈরী হলো। রাজগড় স্বরাজ্যের প্রথম রাজধানী হলো।

স্বরাজ্য বিস্তার : স্বরাজ্যের বিস্তার শুরু হলো। বার মাবলেরা সম্পূর্ণ দুর্গ একে একে অধিকার করলেন। তাদের মধ্যে আনন্দভরে উঠলো। গ্রাম গঞ্জের পাটিল, দেশমুখেরা শিবাজী মহারাজের সম্মানার্থে আসতে লাগলো। কিন্তু চাউলে যেমন পাথর থাকে তদ্রূপ মাবলদের মধ্যে কিছু দুষ্ট লোক ছিল। শিবাজী মহারাজের উন্নতি দেখে তাদের হিংসা হতে লাগলো। শিরবলের আদিলশাহী থানাদারের নিকট শিবাজী মহারাজের বিরুদ্ধ অভিযোগ জানালো। থানাদার বিজাপুরে যাঁড় সওয়ার পাঠিয়ে শিবাজী মহারাজের বিদ্রোহের কথা আদিলশাহকে জানালেন।

শিবাজী মহারাজের চাতুর্য : আদিলশাহ অবাক হলেন। তিনি শহাজিকে প্রশ্ন করলেন। শহাজী খুব সমস্যায় পড়লেন কিন্তু তিনি কোনো প্রকারে উপায় বের করলেন। জাগীরদারীর সুরক্ষার জন্য নিজের কাছে একটাও দুর্গ ছিলো না। এই জন্য হয়তো শিবাজী মহারাজ দুর্গ দখল করেছেন, এইরূপ শহাজী রাজা আদিলশাহকে জানালেন। শিবাজী মহারাজ আদিলশাহের নিকট দূত পাঠালেন। “জাগীরদারীর কাজ সুচারুভাবে চালানোর জন্য আমি দুর্গ দখল করেছি। আদিলশাহের হিতের জন্য আমি দুর্গ নিয়েছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই।” এই রূপ চাতুর্য পূর্ণ উত্তর শিবাজী মহারাজ পাঠালেন। কোভানা এবং পুরন্দর দুইটি দুর্গ মহত্বপূর্ণ ছিল, এই দুটি শিবাজী মহারাজ কৌশলে দখল করলেন। স্বরাজ্যের দ্রুত বিস্তার শুরু হলো।



রাজগড়-পালীদ্বার

১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

- অ) শিবাজী মহারাজের নিকট পুনে, চাকন ও এই পরগণার জাগীর ছিল।
(ইন্দাপুর / সাসবড় / বেলেহ)
- আ) শিবাজী মহারাজ দুর্গ জয় করে পতাকা উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
(সিংহগড় / শিবনৈরী / তোরণ)
- ই) স্বরাজ্যের প্রথম রাজধানী হয়েছিল।
(রাজগড় / রায়গড় / প্রতাপগড়)

- আ) শিবাজী মহারাজ তোরণদুর্গে কোন কোন অধিকারী নিযুক্ত করলেন ?
- ই) শিবাজী মহারাজ আদিলশাহকে কি উত্তর পাঠিয়ে ছিলেন ?

৩. কারণ লেখ।

- অ) স্বরাজ্য বিস্তারের জন্য শিবাজী মহারাজ তোরণগড় নির্বাচিত করলেন।
- আ) তোরণগড়ে প্রাপ্ত ধনের কলস শ্রমিকেরা শিবরায়কে এনে দিল।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর এক বাক্যে লেখ।

- অ) মহারাষ্ট্রে কোন চারটি শাসকের শাসন চলত ?

উপক্রম :

শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে তোমাদের পরিসরে দুর্গ ভ্রমণের আয়োজন করো।



৮. স্থানীয় শত্রু নিয়ন্ত্রণ

প্রভুত্ব অর্জন : শিবরায়ের চারিপাশে বারো মাওলের মাওলগন একত্রিত হয়েছিল। শিবরায় যা বলতেন এরা তাই করতো। মনে করতো, “স্বরাজ্যের জন্য বাঁচব, স্বরাজ্যের জন্য মরব।” এরা বড় সৎ ও সরল প্রকৃতির ছিল। শিবরায় তাদের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। কিন্তু এমনও অনেক লোক ছিল, যারা শিবরায়ের এই মহান কার্যের জন্য মনে মনে ঈর্ষ্যা করতো। এদের কে নিয়ন্ত্রণ করা শিবরায়ের জন্য আবশ্যিক হয়ে দাড়ালো।

খন্ডোজি ও বাজিঘোরপড়ে নামক মারাঠী সর্দার আদিলশাহের চাকরী করতো। আদিলশাহ এদেরকে শিবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। কোন্ডানা প্রদেশে এরা বড় অরাজকতার সৃষ্টি করল। কিন্তু শিবরায় তাদের কে কঠোর হস্তে দমন করে তাড়িয়ে দিলেন।

তদ্রূপ ফলটনের বজাজী নাইক নিম্বাডকর শিবরায়ের শ্যালক ছিলো। তার বিরুদ্ধেও শিবরায়কে লড়তে হয়ে ছিল। তবুও পরবর্তীকালে নিম্বাডকর ঘরানার লোকেরা শিবরায়ের সঙ্গেই ছিল।

শিবরায়ের এক নিকটতম আত্মীয় সম্ভাজী মোহিতে শিবরায়ের সুপে পরগনায় ছিল। সেও শিবরায়ের বিরুদ্ধে এড়যন্ত্র করেছিল। শিবরায় সুপেপ্রান্তে গিয়ে তাকে বন্দি করে কর্নাটকে পাঠিয়েছিলেন। কর্তব্য পালনের সামনে শিবরায় আত্মীয়তাকে মানতেন না।

জাওলীর চন্দ্রাও মোরে : শিবরায়ের মহানতা সম্পূর্ণ মাওলগণ স্বীকার করে নিয়ে ছিল। তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। তিনি প্রজাদের রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুলোকের মনে এটা ভালো লাগেনি। তাদের মধ্যে একজন জাওলীর মোরে। সে জাওলীর জাগীরদার ছিলো। তার জাগীরদারী ছিলো রায়গড় থেকে কোয়না ঘাটি পর্যন্ত। সে বিজাপুরের আদিলশাহের জাগীরদার ছিলো। আদিলশাহ তাকে ‘চন্দ্রাও’ উপাধি দিয়েছিলো। জাওলী প্রান্ত খুব ঘন জঙ্গলে ভরা ছিলো। দিনের বেলাতেও সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতো না। এখানে বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, ভাল্লুক প্রভৃতি জঙ্গলী প্রাণী বাস করতো। বাঘ এতো বেশী, মনে হতো যেন ব্যাঘ্রজালে ঘেরা। সেজন্য মোরের রাজ্যে কেউ প্রবেশকরার সাহস করতো না। কিন্তু সাহসিকতা দেখিয়ে ছিলেন শিবরায়।

তার কারণ এরূপ ১৬৪৫ সালে দৌলতরাও মোরের মৃত্যু হয়। তার প্রতিনিধিদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। শিবরায় তখন যশবন্তরাও মোরেকে সহায়তা করেন। তাঁর সাহায্যে যশবন্তরাও জাওলীর গদীতে ‘চন্দ্রাও’ হয়ে বসলো। সেই সময় যশবন্তরাও শিবরায়কে রাজকর দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য কথা দিয়ে ছিল। কিন্তু সিংহাসনে উপবেশনের পর সবকিছু ভুলে গেলো। কে শিবাজী! কিসের প্রতিজ্ঞা! এই ভাবে শিবরায়কে অগ্রাহ্য করে তাকে তুচ্ছ মনে করে সেচ্ছাচারী হয়ে উঠলো। রাজ্যে চড়াই করে

প্রজাদেরকে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে লাগলো। এইজন্য শিবরায় যশবন্তরাও কে দমন করতে উদ্যত হলেন। যাতে স্বরাজ্যে কোনো প্রকার বিঘ্ন না ঘটে।

বিদ্রোহ করলে মরবে: প্রথমে শিবরায় যশবন্তরাও কে একটি কড়া পত্র লিখলেন। “আপনি স্বয়ং নিজেকে রাজা বলছেন, রাজাতো আমি। ভগবান শিবশম্ভু আমাকে রাজ্য দিয়েছেন। এজন্য নিজেকে রাজা বলবেন না।” যশবন্তরাও মোরে উদ্ভল হয়ে উত্তর দিল, “আপনি কাল রাজা হয়েছেন। কে আপনাকে রাজ্য দিয়েছে? জাওলী আমি পেয়েছি। শ্রীর কৃপায় আদিলশাহ আমাকে ছত্রচামর ও সিংহাসন সহ রাজা উপাধি প্রদান করেছেন। এখানে নাক গলাতে এলেই আপনার পরিণাম বড় ভয়ানক হবে।”

শিবরায় উল্টা জবাব দিলেন, “জাওলী

ছেড়ে, রাজা উপাধি ও ছত্রচামর ফেলে রুমালে হাত বেঁধে আমার সেবক রূপে সাক্ষাৎ কর। এর পরও যদি দৌরাভ্য দেখাও তবে সুনিশ্চিত মরবে।”

জাওলীর চারিপাশে ঘন বন ছিল। রায়রীর দুর্গ অধিকার করাও কঠিন কাজ ছিল। মোরের নিকট সৈন্যও ছিল অনেক। জাওলী জয় করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে শিবরায় জাওলী আক্রমণ করলেন। প্রায় এক মাস যাবত যশবন্তরাও যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধে যশবন্তরাওএর অনেক সৈন্য মারা যায়। অবশেষে সে ছেলেদের নিয়ে রায়রী দুর্গে পলায়ন করে। জাওলী জয় করে শিবরায় রায়রী দুর্গ ঘেরা বন্ধি করেন। এখানেও যশবন্তরাও তিন মাস যাবৎ শিবরায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে আত্ম সমর্পণ করে।



রায়গড় দুর্গ

রায়গড়ের দুর্গ : জাওলী বিজয় অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ছিল। এই বিজয়ের কারণে শিবরায়ের স্বরাজ্য দ্বিগুন হল। যশবন্তরাও এর সৈন্যগণ শিবরায়ের সঙ্গে যোগ দিল। রায়রীর বিশাল দুর্গ স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। এই দুর্গ দেখে শিবরায়

ধন্য হলেন। তিনি এই দুর্গের নাম দিলেন ‘রায়গড়’। তারপর তিনি নিকটস্থ ছোট পাহাড়ের উপর আরএকটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করলেন যার নাম রাখলেন ‘প্রতাপগড়’।



১. ভুল জোড়া কোনটি তা বলো।

- অ) পলটন - নিম্নালকর
- আ) জাওলী - মোরে
- ই) সুপে - জাধব

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর এক বাক্যে লেখো।

- অ) জাওলীর মোরেকে আদিলশাহ কি উপাধি দিয়েছিলেন ?
- আ) জাওলীবিজয় খুব মহত্বপূর্ণ কেন ছিল ?

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) জাওলীর মোরের রাজ্যে কেউ যেতো না কেন ?
- আ) শিবরায় যশবন্তরাওকে যে পত্র পাঠিয়ে ছিলেন-তাতে কি কি লেখা ছিল ?

উপক্রম :

- অ) রায়গড়ের ছবি সংগ্রহ করো।
- আ) দীপাবলীর ছুটিতে তোমার বন্ধুদের নিয়ে রায়গড়ের প্রতিকৃতি তৈরী করো।



৯. প্রতাপগড়ের পরাক্রম

আদিলশাহী আতঙ্কিত : বিজাপুরের রাজ দরবারের কথা। শিবরায়ের চালচলনের কথা শুনে আদিলশাহী দরবার চিন্তায় পড়ল। সম্পূর্ণ সর্দার গণ রাজদরবারে একত্রিত হল। তারা প্রত্যেকেই এক একজন মহাপ্রতাপশালী বীর ছিল। আদিলশাহীর কাজকর্ম দেখাশোনা করত। যে বড় বেগম সেও দরবারে স্বয়ং উপস্থিত ছিল। সবার একই প্রশ্ন শিবাজীকে কি ভাবে পরাজিত করা যায়।

বড় বেগম নিজে সর্দারদের কাছে প্রশ্ন করল, “বল শিবাজীকে পরাস্ত্র করতে কে তৈরী আছে?”

দরবার নিস্তন্ধ - নির্বাক, সবাই নিজ নিজ স্থানে চুপ চাপ বসে রইল। শিবরায়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস কার আছে? একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন অবস্থায় ভীমকায় এক সর্দার মাথা নিচুকরে ছেলাম ঠুকে সামনে এলো। তার নাম আফজল খান।

খান প্রণ করল : পানদানি থেকে পানের খিলি হাতে নিয়ে আফজলখান বলল, “শিবাজী? কোথাকার শিবাজী? তাকে আমি জীবিত ধরে আনব। যদি তা না হয়, তবে মেরে তার লাশ অবশ্যই আনব।”

আফজল খান বিজাপুরের ভারী ভক্কম শক্তিশালী সর্দার ছিল। লোহার শক্ত শ্যবল বাঁকা করে ফেলত। ভাল মন্দ যে ভাবেই হোক না কেন নিজের কাজ সমাধান করতে সুদক্ষ ছিল। এরূপে আফজল খান প্রত্যক্ষ দরবারে

শিবরায়কে জীবিত কিংবা মরা অবস্থায় ধরে আনার প্রতিজ্ঞা করল। সম্পূর্ণ দরবার আনন্দে ভরে উঠল। উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তির মনে হল শিবাজী ভোসলে এখন কি রূপে বেঁচে থাকবে? কিছুদিনের মধ্যেই শিবাজী হয়তো শিকলে বাঁধা অবস্থায় বিজাপুর দরবারে আসবে নতুবা তার কাটা মুন্ড দরবারে পেশ হবে।

আফজল খান বড় গর্ব ও অহংকারের সহিত বিজাপুরের বাহিরে এলো। সঙ্গে বিশাল সৈন্য বাহিনী ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল। সে ক্রমাগত ১২ বছর বাইপ্রান্তের সুবেদার ছিল। তার জন্য ওই এলাকার সবকিছু সে ভালভাবেই জানত। বড় অহংকারের সঙ্গে সে মহারাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

স্বরাজ্যের সংকট : সেই সময় শিবরায় রায়গড়ে ছিলেন। আফজাল খান আসছে এই খবর তিনি পেয়ে ছিলেন। স্বরাজ্যে ভীষণ বিপদ আসছে জেনেও তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। শিবরায় জানতেন যে আফজল খান বড় কপট ব্যক্তি, তার সৈন্যও অনেক। তাঁর রাজ্য ছোট, সৈন্যও কম। খোলা মাঠে খানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারাই তার সঙ্গে লড়তে হবে। তিনি জিজামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রতাপগড়ের দিকে রওয়ানা হলেন।

আফজল খানের হলচাতুরী : শিবরায় প্রতাপগড়ে পৌঁছলেন, এই খবর শুনে আফজল খান খুব রেগে গেলো। কারণ সে জানতো

প্রতাপগড় আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নয়। এই দুর্গটি চারিদিকে নিবিড় অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের উপর ছিল। রাস্তায় কামান যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। তা ছাড়া ওই স্থান জঙ্গলী জানোয়ারে ভরা ছিল।

শিবরায় যাতে প্রতাপগড় ছেড়ে নীচে আসে। সেই উদ্দেশ্যে আফজল খান ছলচাতুরী শুরু করল। তুলজাপুর, পান্ডারপুর প্রভৃতি দেবস্থানে উপদ্রব করতে লাগল। প্রজাদের ভীষণ কষ্ট দিতে লাগল। সে মনে করলো, এই খরব শুনে শিবরায় প্রতাপগড় ছেড়ে নীচে নেমে আসবে। এরূপ খানের ছলনা ছিল। শিবরায় খানের চালাকি বুঝে প্রতাপগড় ত্যাগ করেন নি। সে তখন অন্য একটি স্নেহপূর্ণ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করল। খবর পাঠাল, “তুমি আমার পুত্রের সমান, আমার সঙ্গে দেখা কর। আমাদের দুর্গ গুলি ফিরিয়ে দাও, আমি তোমাকে আদিলশাহের পক্ষ থেকে সর্দারের পদে নিযুক্ত করে দিব।”

শেরের শওয়া শের : শিবরায় বুঝে ছিলেন যে খান তাঁর সঙ্গে ছলনা করছে। এই মনস্থ করে খবর পাঠালেন, “খান সাহেব আমি আপনার দুর্গ নিয়েছি, আমি অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন। দয়া করে আপনি সাক্ষাৎ করার জন্য প্রতাপগড়ের নীচের দিকে আসুন, ওখানে আসতে আমি ভয় পাচ্ছি।”

শিবরায়ের এই কথা শুনে খান খুব হাসলো। বা! বহুত খুশ। নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে এই কথা বলল। তার মনে হল, আমার কাছে শিবাজীর বীরত্ব কিছুই নয়। আমার ভয়ে ভীত হয়েছে। আমার সঙ্গে সে কি যুদ্ধ করবে, আমি নিজে গিয়েই শিবাজীকে মেরে ফেলব। তাই প্রতাপগড়ের নীচে শিবরায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আফজল খান তৈরী হল।

সাক্ষাৎকারের সিদ্ধান্ত : প্রতাপগড়ের নীচের দিকে মাঁচার উপর সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট করা



প্রতাপগড় দুর্গ



হল। দিন, তারিখ ও সময়ের নির্ণয় করা হ'লো। সাক্ষাৎ করার সময় উভয় পক্ষের একজন করে অঙ্গরক্ষক দূরে নির্ধারিত স্থানে থাকবে। মহারাজ খানের জন্য প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করিয়ে নিলেন। সাক্ষাৎ করার জন্য সুন্দর সামিয়ানা টাঙ্গানো হলো।

শিবরায় খুব সাবধানে থাকতে লাগলেন। তিনি সৈন্যদের ছোট-ছোট দলে বিভাজন করে দিলেন। বনের মধ্যে কে কোথায় লুকিয়ে থাকবে, কে-কি করবে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। খুব সশস্ত্র বন্দোবস্ত করে দিলেন। কয়েক জন উপদেষ্টা শিবরায়কে বললেন, আফজল খান কপট ব্যক্তি। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। কিন্তু শিবরায় খানের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত করলেন।

সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি : সাক্ষাতের দিন আগত। শিবরায় সকালে উঠে মা ভবানী কে দর্শন করলেন। একটু পরেই তিনি পোশাক পরা শুরু করলেন। পরনে তিনি লোহার জালিদার জামা পরলেন। জালিদার টুপি পরে পাগড়ি বাঁধলেন। বামহাতের আঙ্গুলে বাঘ নখ পরলেন। ওই হাতেই কজিতে ছুরি লুকিয়ে রাখলেন, সঙ্গে গুপ্তি নিলেন। খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এই ভাবে তিনি সজ্জিত হলেন। বাইরে সর্দারগণ অপেক্ষা করে বসে ছিল। শিবরায়

তাদের বললেন, “বন্ধুগণ নিজেদের কাজ ঠিক সময় মত করবে। মা ভবানী আমাদের অবশ্যই বিজয়ী করবেন। কিন্তু যদি কোন অনুচিত ঘটে, তার জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হবে না। সম্রাজীকে রাজ সিংহাসনে বসাবে। জিজামাতার আদেশ পালন করবে। স্বরাজ্যের বিস্তার করবে। প্রজাদের সুখী রাখবে। আমরা এখন আসি। শিবরায় চললেন, সাথে উকিল পন্তজী গোপিনাথ, জিবাজী মহালা, সম্রাজী কাওজী, যেসাজী কংক, কৃষ্ণজী গায়কবাড়, সিদ্ধি ইব্রাহিম ইত্যাদি দশকজন অঙ্গ রক্ষক নিয়েছিলেন।

খান শিবরায়ের আগেই সামিয়ানায় এসে বসেছিল। তার পাশে বড় সৈয়াদ নামে সর্দার তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। সৈয়াদ তলোয়ার চালাতে নিপুণ ছিলো। শিবরায় সামিয়ানার দরজার কাছে এলেন। বড় সৈয়াদকে দেখেই তিনি থেমে গেলেন। খান মহারাজের উকিলকে জিজ্ঞেস করল, “শিবাজী ভিতরে আসছে না কেন?” উকিল বললেন, “শিবরায় বড় সৈয়াদকে ভয় পান, ওকে দূরে রাখুন।” এই কথা শুনে খান সৈয়াদকে দূরে দাঁড়াতে ইশারা করল। সৈয়াদ দূরে গিয়ে দাঁড়াল। খান উঠে বলল, “আসুন রাজা, আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করুন।”



শিবরায় ও আফজল খানের সাক্ষাৎ

আফজল খানের সঙ্গে হাতাহাতি : শিবরায় অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হলেন। খান সাহেব শিবরায়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করল। দীর্ঘকায় খানের তুলনায় শিবরায় বেঁটে ছিলেন। খানের বুক অবধি তার মাথা ছিলো। শিবরায়কে মেরে ফেলার জন্য খান শিবরায়ের গলা বগলে চেষ্টা ধরে ডানহাত দিয়ে তাঁর কোঁখে ছুরির আঘাত করলো। শিবরায়ের শরীরের অঙ্গরক্ষক ফেটে যায়। কিন্তু তার নীচে কবচ থাকার জন্য শিবরায় বেঁচে যান। খানের পরিকল্পনা বুঝে বিদ্যুৎ বেগে খানের বামবগল থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিবরায় খানের পেটের মধ্যে বাঘনখ ঢুকিয়ে দিলেন। ডানহাত দিয়ে বামহাতের কজি থেকে বিচবা (এক প্রকারের চাকু) বের করে সহসা খানের পেটে ঢুকিয়ে দিলেন। খানের অস্ত্র বেরিয়ে পড়ল। আফজল খান ধরাশায় হয়ে গেল। ইতিমধ্যে খানের উকিল কৃষ্ণজী

ভাস্কর অগ্রসর হয়ে শিবরায়কে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। কিন্তু শিবরায় তাকে গুপ্তির এক আঘাতে মেরে ফেললেন। চিৎকার শুনে বড় সৈয়াদ সামিয়ানার মধ্যে প্রবেশ করে শিবরায়ের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হল। সহসা জিবাজী মহালা দৌড়ে এসে সামনে দাড়িয়ে বড় সৈয়াদের আঘাত নিজের শরীরের উপর নিয়ে অতি শীঘ্র তাকে এক আঘাতেই ধরাশায় করলেন। “ছিল জিবা তাই বাঁচলো শিবা।” এই প্রবাদ সর্বত্র প্রচার হল।

খান সৈন্যদের দুর্দশা : বিজয়ী শিবরায় দুর্গে পৌঁছলেন। সঙ্কেতের জন্য কামান দাগা হল। কামানের আওয়াজ শোনা মাত্রই শিবরায়ের লুকান সৈন্যগণ খানের সৈন্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। খানের অসতর্ক সৈন্যগণ পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। শিবরায়ের মারাঠা

সৈন্যগণ পশ্চাৎ ধাবন করে তাদেরকে মেরে ফেলল। খানের পুত্র ফাজলখান কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বিজাপুরে পৌঁছল। তার মুখে খবর শুনে বিজাপুরে হাহাকার পড়ে গেল।

বিজাপুরের সর্বাধিপক্ষী বলশালী সর্দারকে শিবরায় দেখতে না দেখতেই মেরে ফেললেন। তার জন্য শিবরায়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর পরাক্রমের দামাদা সহ্যাদী পাহাড়ের কোনায়-কোনায় বেজে উঠল।

অনুশীলনী

১. নীচের অক্ষরগুলি দিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।

- অ) তা প গ প্র ড
আ) বা শি জী রা জ হা ম
ই) খা আ জ ন ল ফ

৪. কারণ লেখো।

- অ) শিবরায় প্রতাপগড়ে চলে গেছে শুনতেই
আফজল খান রেগে গেল।
আ) বিজাপুরে হাহাকার পড়ে গেল।

২. নীচের প্রশ্ন গুলির এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) আফজল খান কি প্রণ করেছিল ?
আ) স্নেহপূর্ণ ছলনা করে আফজল খান
শিবরায়কে কি খবর পাঠিয়ে ছিল ?

উপক্রম :

ইতিহাসের প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করো। যেমন -
“ছিল জিবা তাই বাঁচলো শিবা।”

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) যুক্তি ও বুদ্ধির জোরে আফজল খানের সঙ্গে
শিবরায় কেন লড়তে চেয়ে ছিলেন ?
আ) আফজল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার
সময় শিবরায় তাঁর সর্দারদের কি বলে
ছিলেন ?



১০. খিভ প্রান্তে গিরিপথের লড়াই

পান্হালগড় দখলে আদিলশাহের ক্রোধ :

আফজল খাঁর মৃত্যুতে বিজাপুরে হাহাকার রব উঠল। এর পর অতিশীঘ্র শিবাজী পান্হালগড়ের বিজাপুরের দুর্গ শিবাজী মহারাজ যুদ্ধে অধিকার করলেন। ইহাতে আদিলশাহ ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ভাবনায় খাওয়া দাওয়ায় মন ছিল না। শিবাজী মহারাজকে দমন করার জন্য তিনি সিদ্দিজৌহার নামক একজন সর্দারকে পাঠালেন। বিপুল সৈন্য সহ সিদ্দিজৌহার চললেন। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফাজল খাঁ সঙ্গে চললেন।

পান্হালগড় ঘেরাও : সিদ্দিজৌহার পরাক্রম-শালী যোদ্ধা এবং হিংস্র ছিল। তার অনুশাসন কড়া ছিল। সে পান্হাল দুর্গের চারিদিকে ঘিরে ফেলল। শিবাজী মহারাজকে দুর্গের মধ্যে আটক করলো। বর্ষা কাল নিকট ছিল। বৃষ্টি শুরু হলে দুর্গের ঘেরা সিদ্দিজৌহার উঠিয়ে নেবে, শিবাজী মহারাজ এটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হতেই দুর্গের খাদ্য পদার্থ কম হতে লাগল। এখন উপায় কি? শিবাজী মহারাজ তখন শক্তির দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা উদ্ধার হওয়ার মনস্থ করলেন। “শীঘ্রই দুর্গ আপনার হাতে সমর্পণ করছি,” তিনি সিদ্দিজৌহার কে সংবাদ পাঠালেন। সিদ্দি আনন্দিত হয়ে সেটা মেনে নিল। ঘেরাও এর কাজে দীর্ঘ দিন যাবত ব্যস্ত থাকায় সিদ্দির সৈন্যগণ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। শিবাজী মহারাজ বশ্যতা স্বীকার করেছেন, এই খবরে তারা আনন্দিত হল। তারা খাওয়া দাওয়া, গান বাজনায় মেতে উঠলো।

শিবাজী মহারাজ ঘেরাও এর বাইরে :

শিবাজী মহারাজ ঘেরাও এর বাইরে আসার জন্য এক যুক্তি বের করলেন।

তিনি দুইটি পালকী সজ্জ করলেন। একটিতে শিবাজী মহারাজ কঠিন পথে বাইরে আসবেন এবং দ্বিতীয় টিতে মহারাজের বেশ ধারণ করা ব্যক্তি রাজদরবার দিয়ে বাইরে আসবেন। দ্বিতীয় পালকী শত্রুরা সহজেই দেখতে পাওয়ার কারণে সে সহজেই ধরা পড়বে এবং শিবাজী মহারাজ ধরা পড়েছে এই খবর শুনে তারা আনন্দ করবে। এর মধ্যে শিবাজী মহারাজ অন্য পথে বাইরে বেরিয়ে আসবেন এই রকম যুক্তি ছিল। এই কাজের জন্য এক বাহাদুর যুবক রাজী হলো। যুবককে দেখতে শিবাজী মহারাজের মতো ছিল। তার নাম ও শিবাজী ছিলো। সে শিবাজী মহারাজের মতো বেশ ভূষা করতো। সে খুব সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছিল।

নিয়োজিত ভাবে মহারাজের রূপ ধারণ করে ছোটো দরজা দিয়ে পালকী রাজদরবারের বাইরে এলো। রাত্রের সময় ছিল। মুঘলধারায় বৃষ্টি পড়ছিল, তবুও কিছু শত্রুসৈন্য পাহারায় ছিল। তারা এই পালকী ধরলো। শিবাজী-রাজাই ধরা পড়েছে! এই ভেবে তারা পালকী সিদ্দি জৌহরের ছাউনিতে নিয়ে গেল। সেখানে আনন্দ উৎসব শুরু হলো এমন সময় শিবাজী মহারাজ অন্য পথে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে বাজীপ্রভু দেশপান্ডে ও তাঁর বাছাই করা কিছু সৈন্য এবং বান্দল দেশমুখের সৈন্যও ছিল। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে শিবা

কাশিদের আসল রূপটি সামনে এলো। সিদ্দি জৌহার তখন ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে মৃত্যু দণ্ড দিলো। শিবাজী মহারাজের জন্য, স্বরাজ্যের জন্য শিবা কাশিদ আত্মবলিদান করলেন। তিনি অমর হয়ে গেলেন।

শিবাজী মহারাজ চোখে ধূলা দিয়ে পালিয়ে গেছেন জেনে সিদ্দি ক্রোধান্বিত হলো। সে নিজ সরদার সিদ্দি মসউদকে অতিশীঘ্র শিবাজী মহারাজের পিছু লাগালো। সিদ্দি মসউদ দ্রুত বেগে শিবাজী মহারাজের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সূর্যোদয় হতেই পাংচরপানী ঝরনার নিকট দেখা পেল। শিবাজী মহারাজ বড় সমস্যায় পড়লেন। তিনি কোনো রকমে ঘোড়খিন্ত গিরি পথ পার করলেন।

বাজীপ্রভুর দৃঢ় কর্তব্য পরায়ণতা : ক্রোধান্বিত জৌহারের সৈন্যেরা তির গতিতে গিরি পথে অগ্রসর হতে লাগলো। শিবাজী মহারাজ ভাবলেন, বিশালগড়ে পৌঁছানো এখন কঠিন। তিনি বাজীপ্রভু কে বললেন, “বাজী এখন সময় বিপদজনক। পার্বত্য চড়াই। পিছনে শত্রু। গড়ে পৌঁছানো অসম্ভব। এসো, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি।!” বাজীপ্রভু শিবাজী মহারাজের মনোভাব বুঝতে পারল। ক্রুদ্ধ শত্রু সেনা গিরি পথে প্রায় পৌঁছে গেছে। শিবাজী মহারাজের জীবন ভীষণ বিপদগ্রস্ত। সম্পূর্ণ স্বরাজ্য বিপদগ্রস্ত। তখন বাজীপ্রভু শিবাজী মহারাজকে বললেন, “মহারাজ, আপনি কিছু সেনা নিয়েশীঘ্র বিশালগড়ের দিকে যান। বাকী সৈন্য নিয়ে আমি খিন্ত দ্বারে অপেক্ষা করি। মহারাজ, আমি মরবো কিন্তু শত্রু সেনাদের খিন্ত গিরি পথ চড়তে দেবোনা। এক বাজী মারা গেলে অন্য বাজী আসবে কিন্তু স্বরাজ্যের জন্য

শিবাজী মহারাজের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের তুলনায় শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশী। যুদ্ধে আমরা টিকব না। আপনি দেৱী না করে রওনা করেন। শত্রুদের আমরা এই খিন্তেই থামিয়ে রাখবো। আপনি গড়ে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা শত্রুদের অগ্রসর হতে দেবো না। আপনি নিশ্চিত হয়ে রওনা করেন।” বাজীপ্রভুর স্বামী ভক্তি দেখে শিবাজী মহারাজের হৃদয় ভরে উঠলো। বাজীপ্রভুর মতো স্বামী ভক্তকে বিপদে ঠেলে দিতে শিবাজী মহারাজের মন চাইছে না কিন্তু স্বরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁকে পূর্ণ করতে হবে। এই জন্য তিনি নিজের মন কে শান্ত করলেন। বাজীপ্রভুকে আলিঙ্গন করে বললেন, “আমরা গড়ে চললাম। সেখানে পৌঁছাতেই কামানের আওয়াজ হবে। তখন খিন্ত ছেড়ে চলে এসো।

বাজীপ্রভু শত্রুকে থামালেন : বাজীপ্রভু কে খিন্তে রেখে শিবাজী মহারাজ বিশালগড়ের দিকে রওনা হলেন। বাজী শিবাজী মহারাজকে পিছন থেকে প্রণাম করলেন। তিনি তরবারি হাতে নিয়ে খিন্তের মুখে এসে দাড়ালেন। তিনি মাবল সৈন্যদের নানা ভাগে বিভক্ত করলেন। মাবলেরা তৈরি হয়ে রইলো। খিন্তের মুখে মাবল দের শক্তিশালী ঘেরা তৈরি হলো। ইতিমধ্যে শত্রুদের যুদ্ধ গর্জনা শোনা গেলো। শত্রু খিন্তের নীচে পৌঁজে গেলো। বাজী মাবলদের বললেন, “বাহাদুর সৈন্যগণ, সাবধান! জীবন চলে গেলেও স্থান ছাড়বেনা। শত্রুদেরকে খিন্ত চড়তে দেবে না।” বাজীপ্রভু এবং তাঁর মাবলেরা খিন্তের মুখে রুখে দাড়ালেন। খিন্তের পথটি বিকট, আঁকা বাঁকা ছিল। একসঙ্গে তিন চার ব্যক্তি কোনো রকমে উপরে চড়তে পারত।



যোরথিঙে শিবাজী মহারাজ ও বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডে

ওদিকে শিবাজী মহারাজ বিশালগড়ের দিকে বায়বেগে ছুটছিলেন। বিশালগড়ের পথ এখনো দূরে। গড়ে পৌঁছাতে শিবাজী মহারাজের দেড় দু ঘন্টা সময় লেগে যাবে। ততটা সময় যদি বাজীপ্রভু শত্রুদের থামাতে পারেন, তাহলেই শিবাজী মহারাজের কার্য সফল হবে।

খিন্ডে যুদ্ধ : এদিকে খিন্ডে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। শত্রু খিন্ড চড়তে লাগলো। শত্রুদের প্রথম দল খিন্ডের মুখে পৌঁছে গেলো। মাবলেরা শত্রুর উপর পাথরের বর্ষণ শুরু করলো। পাথর বর্ষণে মাবলেরা নিপুন ছিলো। শিবাজী মহারাজের মাবলেরা অনেক শত্রুদের প্রাণ নিল। অনেকের মাথা ফাটলো। প্রথম দল অসহ্য হয়ে গেলো। তারা পিছুপা হলো। দ্বিতীয় দল সাবধানে খিন্ড চড়তে লাগলো। বাজীপ্রভু হুঙ্কার দিলেন, “মারো, কাটো।” মাবল দের মধ্যে স্ফুরণ জাগলো। “হর হর মহাদেব” এই রূপ সিংহনাদ করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পাথর বর্ষণ আরম্ভ করলেন। শত্রু ধড়া ধড় আহত হয়ে পড়তে লাগলো। বাজী মগ্ন হয়ে গর্জনা করলেন, “শাব্বাশ বন্ধুগণ! মারো আরো জোরে পাথর বর্ষণ করো, মারো শত্রুদের। জোরদার প্রহার চালাও!” শাব্বাশ! দ্বিতীয় দলটিও গেলো।

ওদিকে শিবাজী মহারাজ বিদ্যুত গতিতে বিশাল গড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। পদদেশ নিকটে আসতে ছিল। প্রত্যেকটি সময় বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশাল গড়ের পদদেশে শত্রুদের ঘেরা ছিল। শিবাজী মহারাজ নিজ কিছু সাথীদার সহ শত্রুদের উপর হামলা করলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন। তিনি নিজ মাবল দের সহ শত্রু ঘেরাও ভেদ করে বিশাল গড়ের

দিকে অগ্রগতি হলেন।

বাজীপ্রভুর পরাক্রম : এদিকে ঘোড়খিন্ডে ঘোরতর যুদ্ধ এখনও শুরু। সিদ্দি মসাউদ চটে ছিলেন। তৃতীয় দলটি খিন্ডে চড়তে লাগলো। মরাঠাগণ বিরত্নের পরিচয় দিয়ে ছিলেন। শত্রুরা বাজীপ্রভুকে আক্রমণ করলো। বাজীপ্রভুকে ঘিরে ফেলল। বাজীপ্রভু প্রাণপনে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর শরীর ক্ষত করতে লাগলেন। তাঁর শরীর ক্ষত বিক্ষত হলো। তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। শরীর থেকে রক্ত বইতে লাগলো তবু তিনি খিন্ডের মুখ ছাড়েননি। তিনি গর্জনা করে মাবলদেরকে নির্দেশ দিলেন। মাবলেরা শত্রুর উপরে তীব্র প্রহার করলো। শত্রু পিছু পা হলো। বাজীপ্রভু ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন তথাপিও তিনি মাবলদেরকে যুদ্ধ শুরু রাখতে বললেন। তাঁর সম্পূর্ণ লক্ষ্য কামানের আওয়াজের দিকে ছিলো।

সেই পাবনখিন্ড : ইতি মধ্যে কামান গর্জে উঠলো। কামানের আওয়াজে ভূপাতিত বাজী-প্রভুর কানে গেলো। “মহারাজ গড়ে পৌঁছালেন। আমি আমার কর্তব্য পূর্ণ করেছি। এখন আমি শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করি।” এই বলে সেই স্বামীভক্ত বাজীপ্রভু প্রাণ ত্যাগ করলেন। এই বার্তা বিশালগড়ে শিবাজী মহারাজের কানে পৌঁছাতেই তিনি দুঃখ করে বললেন, “বাজী-প্রভু দেশপাণ্ডে স্বরাজ্যের জন্য আত্মবলিদান করলেন, বান্দলের লোকেরা এই যুদ্ধটাকে সফল করলো!” বাজীপ্রভুর মত দেশ ভক্তের কারণে স্বরাজ্যের অগ্রগতি হলো। সেই স্বামী নিষ্ঠদের রক্তে ঘোড়খিন্ড পবিত্র হলো। ‘পাবন খিন্ড’ নামে এই ঘোড়খিন্ড ইতিহাসে অমর হয়ে গেলো। ধন্য হে বীর! ধন্য হে বাজীপ্রভু!



১. শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

- অ) সিদ্দিজৌহার গড়ে ঘেরাও করেছিলেন।
 আ) বাজীপ্রভুর দেখিয়া শিবাজীরাজার হৃদয় ভরে উঠল।
 ই) ঘোড়খিন্ড এই নামে ইতিহাসে অমর হলো।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর এক বাক্যে লেখো।

- অ) শিবাজী মহারাজ পান্হালগড়, ঘেরাও থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য সিদ্দিকে কি খবর পাঠিয়েছিলেন?
 আ) সিদ্দিজৌহার কেনো রাগান্বিত হল?
 ই) বিশাল গড়ে যাওয়ার পূর্বে শিবাজী মহারাজ বাজীপ্রভুকে কি বলে ছিলেন?

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) পান্হালগড়, থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শিবাজী মহারাজ কি পরিকল্পনা করেছিলেন?

- আ) বাজীপ্রভু শত্রুকে ঘোড়খিন্ডে থামানোর জন্য কি যুক্তি করে ছিলেন?

৪. কারণ লেখো।

- অ) আদিলশাহ ভয়ংকর ক্রোধিত হলেন।
 আ) শিবাজী মহারাজের সেবা করে, শিবাকাশিদ অমর হলেন।
 ই) পাবন খিন্ড ইতিহাসে অমর হয়ে ছিল।

৫. কে?... তার নাম লেখো।

- অ) শুরবীর কিন্তু কুটনীতিক ছিলেন -
 আ) ঘোড়খিন্ডে প্রাণপনে লড়াই করলেন -
 ই) ঘেরাও থেকে বাহিরে এলেন -

উপক্রম :

শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে শিবাজী মহারাজের সেবারত, স্বামীনিষ্ঠ সেবকদের জানকারী নাও।



১১. শায়েস্তাখাঁর দুর্দশা

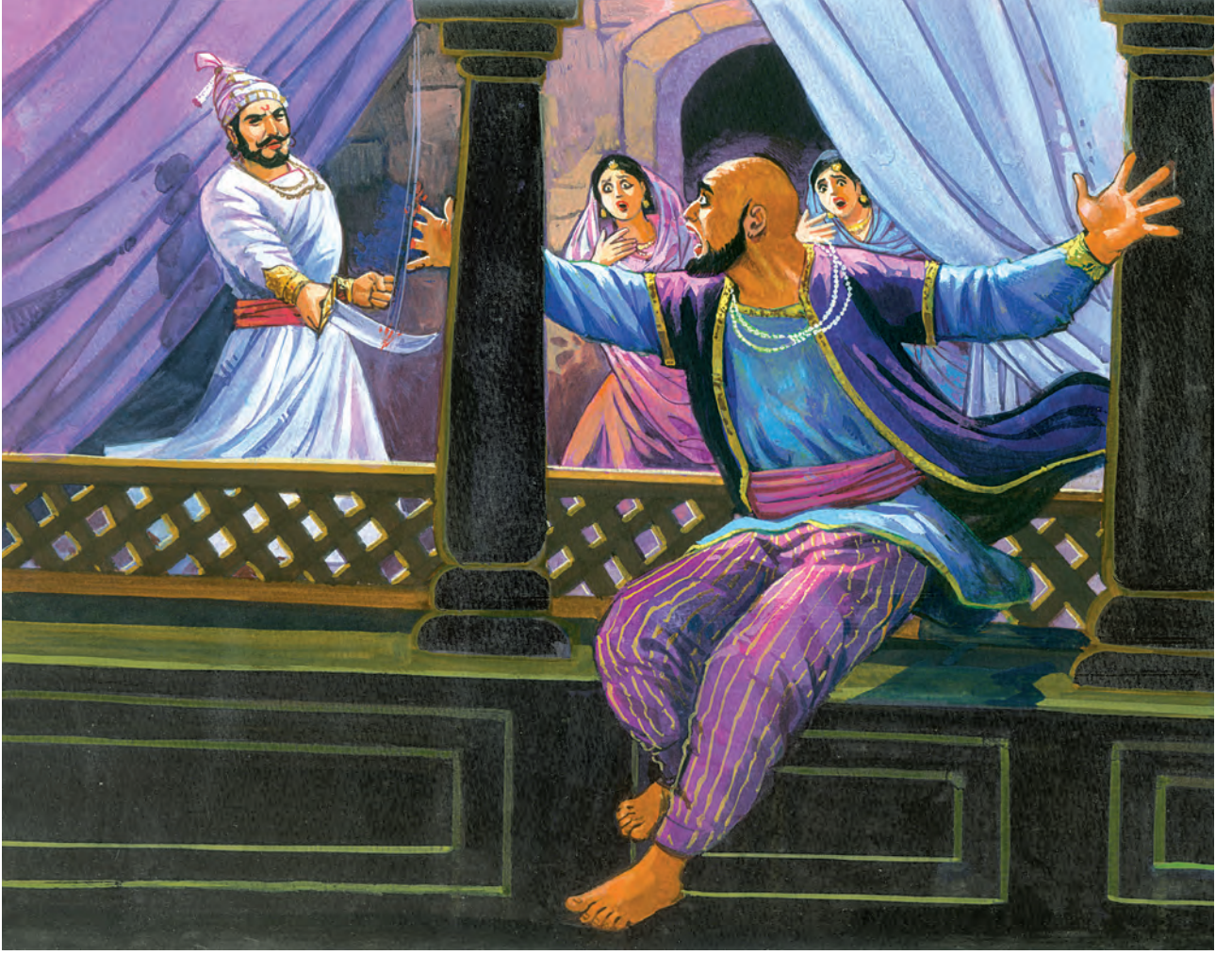
শায়েস্তাখাঁর আক্রমণ : বীজাপুরের আদিলশাহ শিবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেও জয়ী হতে পারে নাই। তাহার প্রত্যেক সরদারকে পরাজিত করে ছিলেন। অবশেষে আদিলশাহ শান্ত হলেন তিনি শিবাজী মহারাজের সঙ্গে সন্ধি করেন ও তার স্বতন্ত্র রাজ্য মেনে নেন। এই জন্য শিবাজী মহারাজের রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে কিছু সময়ের জন্য সুরক্ষিত ছিল।

তার পর শিবাজী মহারাজ উত্তর দিকে মুঘলের উপর নজর দিলেন। মুঘল বাদশাহের আক্রমণে মহারাষ্ট্রের শান্তি নষ্ট হয়ে ছিল। ঔরঙ্গজেব ঐ সময় দিল্লীর মুঘল বাদশাহ ছিলেন। শিবাজী মহারাজ মুঘলের উপর আক্রমণ করলেন। তাতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবাজী মহারাজকে দমন করার জন্য নিজের মামা শায়েস্তাখাঁকে পাঠালেন। শায়েস্তাখাঁ পুণায় আসেন। তার সঙ্গে পচাত্তর হাজার সৈনিক, শতাধিক হাতী, উট ও কামান ছিল। তিনি শিরবল, শিবাপুর ও সাসবড় গ্রামের উপর দিয়ে এসে ছিলেন। শায়েস্তাখাঁ এসেই পুরন্দর দুর্গ ঘিরিয়া ফেলেন। শায়েস্তাখাঁর আসার পথে মারাঠারা গিরী পথের ফাটলে আক্রমণ করেছিল। মারাঠারা ঘোড়সওয়ারে খুব নিপুণ ছিল। রুটি চাটনী খেতো, কন্মল গায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তীর গতিতে পাহাড় পর্বতে ছুটিতে খুব পটু ছিল। ছাপা-মার যুদ্ধে নিপুণ ছিল। ছাপামার যুদ্ধের জন্য শায়েস্তাখাঁর সৈন্যগণ বড়ো অস্থির হয়ে ওঠে। এই জন্য তিনি পুরন্দরের ঘেরা উঠাইয়া নিলেন।

ফিরোজজীর নরসাদা : পরবর্তিতে শায়েস্তাখাঁ পুণার দিকে রওনা হলেন। প্রথমে তিনি চাকনের দুর্গ অধিকার করলেন। চাকনের দুর্গরক্ষক ফিরোজজী নরসাদা ভীষণ পরাক্রমের সহিত শায়েস্তাখাঁর সঙ্গে মুকাবেলা করেছিল। ক্রমাগত তিনি দুই মাস যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু শায়েস্তাখাঁর কামানের সম্মুখে টিকিতে পারেন নাই। ফিরোজজী নরসাদার বীরত্ব দেখে শায়েস্তাখাঁ খুশী হন। তিনি তাকে বাদশাহের চাকরীর লোভ দেখান, কিন্তু ফিরোজজী তাহা স্বীকার করেন নাই।

লালমহলে শায়েস্তাখাঁ : শায়েস্তাখাঁ পুণায় আসেন। তিনি শিবাজী মহারাজের লাল মহলে থাকেন। তার সেনা লাল মহলের তচুর্পাশে পাহারায় ছিল। ক্রমাগত দুই বৎসর অতিবাহিত হইল কিন্তু শায়েস্তাখাঁ লাল-মহল ত্যাগ করছেন না উপরন্তু তার সৈন্যদের দ্বারা শিবাজী মহারাজের প্রদেশ হইতে বিভিন্ন জানোয়ার ধরে আনতেন এবং খেতের ফসলাদি নষ্ট করতেন। এই রূপে পুণার আশে-পাশের সর্বনাশ করতে লাগল।

দুঃসাহসীক পরিকল্পনা : শিবাজী মহারাজ শায়েস্তাখাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প নিলেন। শায়েস্তাখাঁ লালমহল দখল করিয়া নির্বিঘ্নে বাস করছিলেন, ইহা শিবাজী মহারাজের নিকট এক প্রকারের সুবিধাজনক ছিল। কেননা ঐ মহলের ঘরগুলির দেওয়াল, জানাল দরজা, রাস্তা গুপ্তপথ প্রভৃতি শিবাজীর জানা ছিল। তাছাড়া শিবাজী মহারাজের চতুর গুপ্তচর খাঁর



শিবাজী মহারাজ শায়েস্তাখাঁয়ের উপর আক্রমণ

সেনার মধ্যে ঢুকে ছিল। শায়েস্তাখাঁর মহলে রাতে শিবাজী মহারাজ প্রবেশ করে তাকে মেরে ফেলবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করে ছিলো। কতবড়ো দুঃসাহসীক কার্য! মহলে মানুষ তো দূরের কথা, পোকামাকড় ও ঢোকার পথ ছিল না। লালমহলের চারিপাশে পৌনলক্ষ সশস্ত্র সৈন্য পাহারায় রত ছিল। শায়েস্তাখাঁ সশস্ত্র মারাঠাদের শহরে প্রবেশ নিষেধ করে দিয়ে ছিলেন কিন্তু শিবাজীর সঙ্কল্প দৃঢ়।

শিবাজী মহারাজ দিন স্থির করলেন ৫ এপ্রিল ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাতে বাদ্য বাজনা সহিত গান গাইতে বিবাহের বরযাত্রী যাচ্ছিলেন। সাধারণ

বেশে শিবাজী মহারাজ নিজের লোকজন সঙ্গে করে বরযাত্রীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বরযাত্রী সামনে চলে গেলেন। নিস্তব্ধ নিঃশ্বাস রাত শিবাজী মহারাজ ও তাহার লোকজন ধীরে-ধীরে লাল মহলের দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন শায়েস্তাখাঁ গভীর নিদ্রায় ছিলেন।

শায়েস্তাখাঁয়ের সমুচিত শিক্ষা : লালমহলের দেওয়ালে সুরঙ্গ করে শিবাজী মহারাজ ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। সেটা তাঁর নিজেরই মহল, এই মহলের সবকিছু তিনি জানতেন। খাঁর পাহারাদার তন্দ্রাবস্থায় ছিল। শিবাজীর লোক তাকে বেঁধে ফেললেন। শিবাজী ভিতরে প্রবেশ

করলেন। এমন সময় তরবারী হাতে একজন ছুটিয়া আসিতেছিল। শিবাজী মহারাজ তাকে হত্যা করলেন। শিবাজী মহারাজের অনুমান সে লোকটি শায়েস্তাখাঁ হইবে। কিন্তু সে তার ছেলে ছিল। চিংকারে লোক জেগে উঠল।

শিবাজী দ্রুত খাঁর কক্ষে পৌঁছালেন তলবার বাহির করলেন। শায়েস্তাখাঁ ভীত হইয়া চিংকার করে উঠলেন। শয়তান! শয়তান! বলিয়া তিনি জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী মহারাজও পিছু করলেন। খাঁ জানালা দিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী মহারাজও তলবারের আঘাত করে। খাঁর তিনটি আঙ্গুল কেটে গেল। প্রাণ হত্যার পরিবর্তে আঙ্গুল দিয়ে রেহাই পেল। খাঁ জানালা দিয়ে বাইরে এসে দৌড়ে পালালেন। তাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য শিবাজী নিজে এবং সাথীগণ চিংকার করে বলতে লাগলেন, “শিবাজী এসেছে, শিবাজী এসেছে।

দৌড়াও তাঁকে ধর।” চিংকার করতে-করতে তার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে ছিলেন। খাঁর লোকজনও ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। শিবাজী মহারাজ সাথীদার সহ সিংহগড়ের দিকে রওনা করলেন, খাঁর সৈন্যগণ সারারাত ধরে শিবাজীকে খুঁজতে ছিল।

খাঁ ভয় পেলেন ভীত হলেন “আজ আঙ্গুল কেটেছে, কাল মাথা কেটে ফেলবে।” এই চিন্তায় দিন কাটছে। এই দুর্দশার খবর ঔরঙ্গজেব পেয়ে রেগে উঠলেন। শায়েস্তাখাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন ও আদেশ দিয়ে শায়েস্তাখাঁকে বাংলা প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন।

এই ঘটনায় মুঘল শাসক আঘাত পেল। শিবাজী মহারাজ জয়ী হলেন। কামান দাগা হল। সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র আনন্দে মেতে উঠল।

অনুশীলনী

১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

- অ) শায়েস্তাখাঁ কিলায় ঘেরাও করেছিলেন।
(পুরন্দর / পান্হালগড় / শিবনেরী)
আ) শায়েস্তাখাঁ পুনায়থাকা শুরু করলেন।
(শনিবার বাড়া / লালমহল / পর্বতীবর)
ই) ঔরঙ্গজেব বাদশাহ শায়েস্তাখাঁকে
প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন।
(আসাম / কর্ণাটক / বাংলা)

২. নীচের প্রশ্নের উত্তর একবাক্যে লেখো।

- অ) শায়েস্তাখাঁ প্রথমে কোন গ্রামের পথে পুণায় এলেন?
আ) শায়েস্তাখাঁর সৈন্য ভয় পেল কেনো?
ই) শায়েস্তাখাঁ কোন ভয় পাচ্ছিলেন?

৩. কারণ লেখো।

- অ) বাদশাহ ঔরঙ্গজেব শিবাজীরাজের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন।
আ) শায়েস্তাখাঁ জানালা দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো।

৪. ঘটনাগুলি কালক্রমানুসারে লেখ।

- অ) শিবাজী মহারাজ এবং তার সৈন্যগণ সিংহগড়ের দিকে গেলেন।
আ) শায়েস্তাখাঁ লালমহলে থাকা শুরু করলেন।
ই) শায়েস্তাখাঁ চাকণের গড় অধিকারে নিলেন।
ঈ) শিবাজী মহারাজ শাস্তাখাঁকে উচিত শিক্ষা দিলেন।

উপক্রম :

লাল মহলের দর্শন করানোর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজিত করো।



১২. পুরন্দরের ঘেরা ও সন্ধি

সুরতের উপর আক্রমণ : এই বিজয়েরপর শিবাজী মহারাজ শান্ত হয়ে বসেন নাই। ঔরঙ্গজেবের সেনা মহারাজের উপর উপদ্রব শুরু করছিল। তখন শিবাজী মহারাজ ঔরঙ্গজেবকে ভয় দেখাবার জন্য সুরতের উপর আক্রমণ করলেন। কোথায় পুণা ও কোথায় সুরত? তখনকার দিনে সুরত মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল খুব সম্পন্ন। শিবাজী মহারাজ সুরত আক্রমণ করে লক্ষাধিক টাকা লুটপাট করলেন। এই লুটপাটেও শিবাজী মহারাজ নিজের নিতী ভুলে যান নী, চর্চ ও মস্জিদে হাত লাগান নী, স্ত্রীদের অমর্যাদা করেন নাই ইহাতে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। মরাঠা

রাজ্য ধ্বংস করার সংকল্প নিলেন। তিনি তার নিজের বলশালী সেনাপতি মির্জারাজা জয়সিংহ কে পাঠালেন শিবাজী মহারাজকে পরাস্ত করতে। সঙ্গে দিলেরখাঁ নামক এক বিশ্বস্ত সর্দারকে ও পাঠিয়ে ছিলেন। বিপুল ধন, বিশাল গোলা বারুদ ও সৈন্য সহিত জয়সিং ও দিলেরখাঁ দক্ষিণে হানা দিলেন। স্বরাজ্যের উপর ভীষণ সংকট দেখা দিল শিবাজী মহারাজ সুরত অভিযান থেকে ফিরে আসেন, সেই বৎসরটা ছিল ১৬৬৪। তখন কর্নাটক থেকে এক দুঃখজনক খবর শুনতে পেলেন। শহাজী রাজা শিকারে গিয়ে হটাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। এই খবর শোনামাত্র জিজামাতা ও শিবাজী মহারাজের উপর যেন পাহাড় ভেঙ্গে



পুরন্দরের দুর্গ

পড়লো। মাতার গলা ধরে কাঁদতে-কাঁদতে এই দুঃখ থেকে জিজামাতাকে ধৈর্য ধরালেন।

মুঘলের পুরন্দর ঘেরাও : পুরন্দর শিবাজী মহারাজের বিশাল ও মজবুত দুর্গ ছিল। দিলেরখাঁ জানতেন যে এই দুর্গ অধিকার না করলে শিবাজী মহারাজকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। এই জন্য দিলেরখাঁ পুরন্দর ঘেরাও করলেন। মুঘলের বিশাল সৈন্য ছিল। কিন্তু পুরন্দর দুর্গে রক্ষক মুরারবাজী বড় জিদ্দি ও প্রতাপশালী বীর ছিলেন। তার সৈন্য কম হলেও তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি তার বীর সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধের জৈন্য তৈরী হলেন।

দিলেরখাঁর কামান গর্জেউঠল। কামানও গোলা গুলির আঘাত দুর্গের উপর বর্ষন হতে লাগল। কিন্তু মুরারবাজী ও সৈন্যগণ যুদ্ধে পিছু হাটে নাই তারা খুব জিদ্দীতে যুদ্ধ করতে লাগলো। কামানের আঘাতে দুর্গের চুড়া ভেঙ্গে পড়ে যায়। মুঘলসেনা দুর্গে প্রবেশ করে। দিলেরখাঁ দুর্গ জিতল। মরাঠাগণ উপরের বালকেল্লায় আশ্রয় নিল। তারা যুদ্ধে মগ্ন ছিল ও ছাওনি থেকে যুদ্ধ দেখতে ছিলেন।

মুরারবাজী ক্রোধে লাল হইয়া উঠলেন। পাঁচ শত সৈন্য বেছে নিলেন ও তাদের নিয়ে আক্রমণ করবার মনস্থ করলেন। বালকেল্লার দ্বার খুলে গেল। “হর-হর মহাদেব” এই উল্লসিত ধ্বনি দিতে-দিতে মুরারবাজী ও তার সাথীরা মুঘলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। মুঘলের বিপুল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও মরাঠাদের নিকট পরাজিত হইল। অবশেষ দিলেরখাঁ প্রান বাঁচানোর জন্য ছাওনির দিকে দৌঁড়াতে লাগলো মুরারবাজী তার পিছু ছুটলেন।

মুরারবাজীর সৈন্য দিলেরখাঁ ছাওনিতে প্রবেশ করল। দিলেরখাঁর ছাওনিতে চিৎকারের রব উঠল। এমতবস্তায় দিলেরখাঁ আনন্দের সহিত হাতীর পিঠে অশ্বরীর উপর বসলেন। সামনে তাকাইতেই মুরারবাজীকে দেখলেন তিনি তখন তরবারির আঘাতে কাহারো গলা কাটিতেছেন কাহারো পেট চিরিতেছে। কাহারো বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন। কেহ তাকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। তার বীরত্ব দেখিয়া দিলেরখাঁ আশ্চর্যান্বিত হলেন।

মুরারবাজীর অতুলনীয় পরাক্রম : দিলেরখাঁকে দেখা মাত্র মুরারবাজী খুব রেগে উঠলেন। “মারো কাটো” লাশের স্তূপ করেদাও’ এই রকম চিৎকার করিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার তরবারি অতি বেগে ঘুরিতে ছিল। সামনে যে আসছে মারা পড়ছে। উপায় না দেখিয়া এক সাথে শত্রুসৈন্য তাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ঠিক এই সময় হাতীর পিঠের উপর হইতে দিলেরখাঁ চিৎকার করিয়া বললেন। “থামো!” মুঘল। থামিল ও পিছাইলো খাঁ তখন মুরারবাজীকে বললো, “মুরারবাজী, তোমার মত বীর আজ পর্যন্ত দেখি নাই। তুমি আমাদের পক্ষে যোগদান কর। বাদশাহ তোমাকে সরদারেরপদ দেবেন। জাগীর দেবেন, পুরস্কৃত করবেন।” মুরারবাজী দিলেরখাঁর কথা শোনামাত্র ক্রোধে লাল হইয়া উঠলেন, ও তিরস্কার সহিত বলিলেন, “ধিক-ধিক তোমার সরদারের পদ ধিক মুঘল! আমরা শিবাজী মহারাজের লোক তোমার উপহার কেনো নেবো? তোমার বাদশাহের জাগীরদারী চায় কে?” মুরারবাজী খাঁর উপর থেকে নজর ফিরিয়ে নিলেন এবং দ্রুত বেগে মুঘলসেনা



মুরারবাজী ও দিলেরখাঁ যুদ্ধ প্রসঙ্গ

বাঁধিতে লাগল। দিলেরখাঁ হাতীর পিঠের উপর থেকে বাণ মারলো। এই বাণ মুরারবাজীর গলায় বিদ্ধ হইল। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার দেহ মাবলগন বালকেল্লায় আনিলেন। কেল্লাদার পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে দুঃখ হইল, “এক মুরারবাজী হারালে কি হবে? আমরাও তাঁর মতো বীর। সাহস করে লড়বো” কিন্তু ভয় পায় নাই। যুদ্ধআগের মত চলতে লাগল। এই খবর শোনা মাত্র শিবাজী মহারাজ খুব মর্মাহত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন প্রত্যেক দুর্গে এক বা একাধিক বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ করানো যায়। কিন্তু ইহাতে অযথা অনেকের প্রাণ হানী হবে। ইহা ঠিক নয়।

পুরন্দরের সন্ধি : কি করব? শক্তি চলছে না, যুক্তিতে ও কাজ হচ্ছে না, তখন কিছু পিছু পাঁ হটাই ঠিক, শিবাজী মহারাজ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি নিজে জয়সিংহের নিকট গেলেন, কুটনীতির সহিত কথা বার্তা শুরু করলেন। তিনি বললেন, “মির্বাদের আপনি নিজে একজন রাজপুত। আমাদের দুঃখ আপনি জানেন। বাদশাহের আক্রমণে আমাদের মহারাষ্ট্রের জনগণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মানুষের দুর্দশার অন্ত নাই। জনগণ সুখে থাকে, শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। এই জন্য স্বরাজ্যের কার্য হাতে নিয়েছি। আপনিও এই কার্যটা করতে



শিবরায়-মির্জারাজা জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পারেন, আমি এবং আমাদের মাবলগন আপনার সঙ্গে থাকবে।” জয়সিংহ দ্রুত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিবাজী মহারাজকে সন্ধি করতে বলিলেন। শিবাজী মহারাজ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধির স্থাপনা করলেন। ইহাতে শিবাজী মহারাজ ২৩ টি দুর্গ ও ঐ সময় ৪ লক্ষ মুদ্রা আয় হয় এমন প্রদেশ মুঘলদের দিতে স্বীকার করলেন। এই সন্ধি হয় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। পুরন্দরের সন্ধি হলো। পুরন্দরের সন্ধির পর শিবাজী মহারাজ কে জয়সিংহ পরামর্শ দিলেন যে তিনি আগ্রায় গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শিবাজী মহারাজের সুরক্ষার ভার জয়সিংহ নিবেন। কথা দিলেও জয়সিংহের পরামর্শ শিবাজী মহারাজের অনেক চিন্তার বিষয় ছিল। বাদশাহ স্বার্থপর কপট ব্যক্তি এবং নিজের ভাইদের প্রতি তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন এ ব্যাপারগুলি শিবাজী মহারাজ জানতেন। তথাপি ও তিনি অতি সতর্কতার সহিত এই সমস্যার সমাধানের জন্য আগ্রায় যাওয়া স্থির করলেন। তিনি জয়সিংহের নিকট খবর পাঠালেন যে আমি বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছি।



১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

- অ) তখনকার দিনে..... মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল।
(পুণে, সুরত, দিল্লী)
আ) পুরন্দর দুর্গের দুর্গরক্ষক খুব সাহসী ও পরাক্রমী বীর ছিলেন।
(তানাজী, বাজীপ্রভু, মুরারবাজী)

২. প্রত্যেক প্রশ্নের একবাক্যে উত্তর দাও।

- অ) শিবাজী মহারাজ সুরত শহরে আক্রমণ করেছিলেন কেনো ?
আ) দিলেরখাঁ পুরন্দর ঘেরাও করে ছিলেন কেনো ?
ই) শিবাজী মহারাজ মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত করলেন কেনো ?
ঈ) পুরন্দরের সন্ধিতে শিবাজী মহারাজ মুঘলকে কোন-কোন প্রদেশ দিতে স্বীকার করলেন ?

৩. নিম্ন প্রশ্নের উত্তর দুই থেকে তিন বাক্যে দাও।

- অ) মুরারবাজীর বীরত্ব দেখে দিলেরখাঁ তাকে কি বলেছেন ?
আ) মুরারবাজী দিলেরখাঁকে কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

৪. পাঠে আসা নামানুসারে অক্ষর দ্বারা শব্দ তৈরি করো।

১. ঔ.....
২. পু.....
৩. মু.....
৪. জ.....
৫. দি.....

উপক্রম :

তোমার পরিবেশের দুর্গ পরিদর্শন করো। তার বিস্তারিত জানকারি শিক্ষকের নিকট থেকে নাও।



১৩. বাদশাহের চোখে ধুলো দিলেন

মির্জারাজা জয়সিংহের কথা বিশ্বাস করিয়া ছত্রপতি শিবাজী বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন। যাওয়ার পূর্বে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের কার্যভার জীজামাতার হাতে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে রওনা করিলেন। সঙ্গে ছিল নিজ পুত্র সন্তাজী, প্রধান সরদার ও কতিপয় বিশ্বাসী লোক, বিপুল ধন দৌলতনিয়ে একের পর এক দূরত্ব কম হইতে হইতে আগ্রায় এসে পৌছালেন।

দরবারে আভিজাত্য প্রদর্শন : শিবাজী মহারাজ সন্তাজীকে সঙ্গে করিয়া বাদশাহের দরবারে উপনীত হইলেন। ঐ দিন বাদশাহ

ঔরঙ্গজেবের পঞ্চাশতম জন্ম উৎসব। দরবারে উৎসব সমাপ্ত হওয়ার পর বিচার বিমর্শের জন্য দরবারে উপবেশন করলেন। সম্মুখে ছোটোবড়ো সরদারগণ নিজ-নিজ শ্রেণী অসুসারে সারিবদ্ধ ভাবে দাড়াইলেন। বাদশাহ শিবাজী মহারাজ কে পিছের পংতিতে দাঁড় করালেন। যুদ্ধে মারাঠাদের নিকট অস্ত্র ছাড়িয়া পিঠ দেখাইয়া অনেকবার পালিয়েছেন। জসবন্তসিংহ রাঠোর শিবাজী মহারাজের সম্মুখ পংক্তিতে ছিলেন। শিবাজী মহারাজকে বাদশাহ পিছনের পংতিতে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। শিবাজী মহারাজ ভাবিলেন,



বাদশাহের দরবারে শিবাজী মহারাজ

আমি মহারাষ্ট্রের রাজা - আমার প্রথম পংক্তি পাওয়া উচিত কিন্তু অভিপ্রায় কি হইতে পারে, তিনি ক্রোধে লাল হইয়া উঠলেন ও অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া দরবার ত্যাগ করিয়া নিবাস স্থানে ফিরে এলেন। আর কখনও বাদশাহের মুখ দেখবেন না মনস্থ করলেন। মিলন পর্ব এই ভাবে ভেঙ্গে গেলো। এই ঘটনাটির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বাদশাহের বিশ্বাসঘাতকতা : ঔরঙ্গজের শিবাজী মহারাজের নিবাস স্থানের চতুর্দিকে পাহারা বসাইলেন। সম্ভাজী সহিত শিবাজী মহারাজ ঔরঙ্গজেবের বন্দি হলেন। শিবাজী মহারাজ বুঝতে পারলেন যে বাদশাহ তাকে কোনো দিন মুক্ত করবেন না। তিনি ইহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন।

একে একে দিন গত হইতে লাগিল। শিবাজী মহারাজ একদিন বাদশাহকে জানাইলেন আমাকে মহারাষ্ট্রে যেতে দিন। কিন্তু শিবাজী মহারাজের কথায় বাদশাহ কর্ণপাত করলেন না। শিবাজী মহারাজও প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো লাভ হইল না। শিবাজী মহারাজের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন শিবাজী মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, যে ভাবেই হোক আমাকে মুক্ত হতেই হবে। বাদশাহের অনুমতি লইয়া শিবাজী মহারাজ নিজের সাথী সঙ্গীদের দক্ষিণে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহও মনে করলেন ভালো হইয়াছে শিবাজীর শক্তি কিছু কম হইল। এখন শিবাজী মহারাজের সঙ্গে সম্ভাজী, হিরোজী ও মাদারী নামক দুইজন সেবক রইলেন।

ইহার কিছু দিন পর শিবাজী মহারাজ অসুখের ভান করলেন। ইহা শিবাজীর মন গড়া ছিলনা।

শিবাজী মহারাজের অসুখ বিসুখ কিছুই হয় নাই। তাহার পেটে অসহ্য ব্যাথা। ওঝা, বৈদ্য এলেন, ঔষধ শুরু হলো। অসুখ ভালো হয়ে যাবে, এই আশা করে শিবাজী মহারাজ সাধু ও মৌলবিদের জন্য মিষ্টিও ফলভরা বাক্স পাঠাইতে লাগিলেন।

ফলের বাক্সে পলায়ন : শিবাজী মহারাজের প্রেরিত মিষ্টি ও ফলের বাক্সগুলি পাহারাদারগণ খুলিয়া দেখতেন। ক্রমাগত প্রতিদিন বাক্সগুলি অনুসন্ধান করে দেখা তাহাদের বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। প্রতিদিন ইহার কি দেখব। একদিন অপরাহ্ন বেলায় শিবাজী মহারাজ হিরোজীকে নিজের জায়গায় শোয়াইয়া মাদারীকে পা টিপতে বললেন।

শিবাজী মহারাজ ও সম্ভাজী এক-এক বাক্সের মধ্যে বসলেন। বাক্সগুলি বাহিরে চলে গেলো। বাক্সগুলি যথাস্থানে সুরক্ষিত ভাবে পৌঁছাল। সেখানে শিবাজী মহারাজের বিশ্বাসী সেবক ঘোড়া সহিত অপেক্ষা করছিল। এই দিকে হিরোজী ও মাদারী মহারাজের ঔষধ আনিতে যাচ্ছি এই কথা বলিয়া বাহিরে বেরিয়ে পড়লেন। শিবাজী মহারাজকে বন্দিমুক্ত করার জন্য এই দুইজন নিজের জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন। পরদিন এই খবর বাদশাহ জানলেন যে, আমার বন্দিগৃহ হইতে শিবাজী মহারাজ পলায়ন করেছে। তখন তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাহার সরদারগণ ভয়ভীত হলেন। ব্যস্তভাবে চতুর্পাশে গুপ্তচর পাঠালেন কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। শিবাজী মহারাজের খোঁজ কেহ পেলো না। তিনি বাদশাহের বন্দিগৃহ হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে গেলেন। ছদ্মবেশে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে



শিবাজী মহারাজের আগ্রা থেকে মুক্তি

লাগলেন। তিনি মথুরায় সম্ভাজীকে এক সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়া ছিলেন। শিবাজী মহারাজ সুরক্ষিত অবস্থায় রাজগড়ে ফিরিয়া এলেন। তাহা দেখিয়া মাতা জীজাবাই খুব খুশী হলেন। দুইমাস পর

সম্ভাজীও বাড়ী এলেন। এইরূপ বড়ো কৌশল করিয়া ঔরঙ্গজেবের বন্দীগৃহ হতে মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।

অনুশীলনী

১. বন্ধনী হইতে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

অ) ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দরবারে যে দিন শিবাজী মহারাজ গেলেন ঐ দিন বাদশাহের তম জন্ম উৎসব ছিল।

(চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট)

আ) আগ্রা থেকে আসার সময় সম্ভাজীকে স্থানে সুরক্ষিত রাখেন।

(ঝাঁসি, মথুরা, দিল্লী)

২. নীচের প্রশ্নের উত্তর এক বাক্যে লেখো।

অ) আগ্রায় যাওয়ার পূর্বে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের কার্যভার কাকে দেন ?

আ) আগ্রায় বন্দীগৃহে শিবাজী মহারাজের সঙ্গে কে-কে ছিলেন ?

ই) অসুখ ভালো হওয়ার জন্য শিবাজী মহারাজ কি করলেন ?

৩. দুই থেকে তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

অ) শিবাজী মহারাজ ঔরঙ্গজেবের দরবার থেকে রেগে বাহিরে আসলেন কেনো ?

আ) শিবাজী মহারাজ নিজের মুক্তির জন্য কোন কৌশল করলেন ?

উপক্রম :

শিবাজী মহারাজ আগ্রায় বন্দীগৃহ থেকে মুক্তি হওয়ার চিত্র তৈরি করো।



১৪. গড় এল কিন্তু সিংহ গেল

মায়ের ইচ্ছা : শিবাজী মহারাজ জয়সিংহকে তেইশটি দুর্গ দিয়েছিলেন। তাহা এখন মুঘলের অধীনে। কোন্ডানা দুর্গ তাঁর মধ্যে একটি। একদিন জিজামাতা শিবাজী মহারাজকে বললেন, “শিবা, কোন্ডানার মত একটি মহত্বপূর্ণ দুর্গ মুঘলের হাতে থাকবে, ইহা ভালোকথা নয়। সেটা তুমি ফিরিয়ে নাও।” পুনর নিকট কোন্ডানা দুর্গ স্বরাজ্যের মধ্যে থাকুক তার জন্য শিবাজী মহারাজ প্রচেষ্টায় ছিলেন। কোন্ডানা দুর্গের উপর মুঘলদের অধিকার এই বিষয়টাই জিজামাতা এবং শিবাজী মহারাজের মনে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। শিবাজী মহারাজ কোন্ডানা দুর্গ অধিকার করার সংকল্প করলেন,

কিন্তু কোন্ডানা দুর্গ জেতা বড়ো কঠিন ব্যাপার ছিল। শিবাজী মহারাজ চিন্তা করতে লাগলেন, এই কাজের জন্য কাকে মনোনীত করা যায়? কোন্ডানা দুর্গ জয় করার কাজ ভীষণ কঠিন।

তানাজী মালুসরে : ইনি প্রথম থেকে শিবাজী মহারাজের সাথী ছিল। কোকন প্রান্তের মাহাড়ের নিকট ওমারঠে নামক গ্রামে সে বাস করত। শিবাজী মহারাজের কোনো কার্যের কিছু মাত্র কম করা বা দেরী করা তানাজীর ভালো লাগতো না। শিবাজী মহারাজ যে কাজের কথাই বলুক না কেনো তা করার জন্য সে বড় সাহসী ব্যক্তি ছিল। বলশালী, বৃদ্ধিমান ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিল।



তানাজীর প্রতিজ্ঞা

শিবাজী মহারাজের উপর তার অটুট ভক্তি ছিল।

প্রথম বিবাহ কোভানার : তানাজী মালুসরে নিজ পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। রায়বা তার একমাত্র পুত্র ছিল। তানাজীর বাড়িতে রায়বার বিবাহ উৎসবে সকলে

মেতে ছিল। বিবাহের মাত্র চার দিন বাকী ছিল। তানাজী মনে করলেন, শিবাজী মহারাজ ও জিজামাতাকে বিবাহের উৎসবে নিয়ে আসবে। তিনি শেলারমামাকে সঙ্গে করে শিবাজী মহারাজের নিকট পৌছালেন। শেলারমামা শিবাজী মহারাজকে বিবাহের নিমন্ত্রণ করলেন। শিবাজী মহারাজ বললেন, “আপনি থেকে রায়বার বিবাহ দিন। আমরা বিবাহে আসতে পারছি না। কেনোনা আমরা কোভানা দুর্গ অধিকার করবার জন্য যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।”

শিবাজী মহারাজের এই কথা শোনামাত্র তানাজী বলে উঠল, “মহারাজ তানাজী জীবিত থাকতে এত বড় ভয়ানক কার্যে আপনি নিজে কেনো যাবেন? তবে আমরা আছি কিসের জন্য? এসব কিছু নয় প্রথমত: বিবাহ কোভানার, দ্বিতীয়ত রায়বার। কোভানা অধিকার করতে আমি যাচ্ছি। আমাকে আশির্বাদ করুন।”

তানাজীর পরিকল্পনা : তানাজী কোভানা দুর্গ বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কোভানা দুর্গ জয়সিংহের নিযুক্ত দুর্গরক্ষক উদয়তান নামক একরাজপুত্র



তানাজীর কোভানা আরোহণ

ছিলেন। তিনি পাহারার সুব্যবস্থা করে ছিলেন। দুর্গের দুইটি দ্বার ছিল। উভয় জায়গায় পাহারার পাকাপাকি কড়া ব্যবস্থা রেখেছিল, তাহলে দুর্গের ভিতর যাবে কী ভাবে ?

তানাজী গড়ের চারিপাশে লক্ষ করে দেখলেন। পশ্চিম দিকে খাড়া পাহাড় সেইদিকে তেমন কোনো পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি স্থির করলেন যে সেই দিক দিয়েই গড়ে চড়বেন। তিনি নিজের ছোট ভাইকে বললেন, “সূর্যাজী, তুমি পাঁচশত সাথী সঙ্গে করে কল্যাণ দ্বার পর্যন্ত পৌছাও। তিনশ মাবল নিয়ে আমি পাহাড় চড়িয়া গড়ের উপরে যাইতেছি। গড়ে চড়ার সঙ্গে আমরা কল্যাণ দ্বার খুলিয়া দেব। তখন তোমরা ভিতরে এসো, এক সঙ্গে এসো, শত্রুদের শায়েস্তা করব, চলো।” সূর্যাজী এবং তানাজী দুই ভাগে বেরিয়ে পড়লো।

পাহাড় হতে গড়ের উপর : রাতের সময় ছিল, তানাজী ও তার মাবলগণ গড়ের নীচে অন্ধকারে দাড়িয়ে ছিল। ঝি-ঝি পোকা কর্কশ শব্দে ডাকছিল। তানাজীর পাঁচ ছয়জন যুবক পাহাড়ে চড়বার জন্য এগিয়ে গেল। ভীষণ উঁচু পাহাড় ! তথাপি অতি সতর্কতায় পাহাড়ের ফাটল ধরে অতি দুঃসাহসের সহিত পাহাড় চড়িয়া দুর্গে পৌছালেন। উপরে গিয়ে মোটা দড়ির এক প্রান্ত নীচে নামাইয়া দিল। আর কি ? তানাজী এবং তার মাবলগণ সেই দড়ি ধরিয়া বানরের মতো গড়ে চড়ে গেল।

তানাজীর পরাক্রম : এদিকে সূর্যাজী মাবলগণের সহিত কল্যাণ দ্বারে পৌছাল এবং দ্বার খোলার অপেক্ষা করতে লাগলো। যুদ্ধ শুরু হলো। উদয়ভান খবর পেলো। নাগারা বাজলো।

উদয়ভানের সৈন্য গণ মাবলদের উপর আক্রমণ করলে। মাবলগণও ঝাপাইয়া পড়লো। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। তরবারিতে তরবারি আঘাত করলো। ঢাল ঠুন-ঠুন শব্দ করতে লাগলো। মশালের নাচ শুরু হলো। মাবলগণ কল্যাণ দ্বার খুলে দিলো। তানাজী সিংহের মতো যুদ্ধ করতে লাগলেন। উদয়ভান তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। উভয়ের যুদ্ধ শুরু হলো। উভয়েই পরাক্রমী বীর ! কেউ ই কম না। ইতিমধ্যে তানাজীর ঢাল ভেঙ্গে গেল। ততক্ষণাত তিনি দুপট্টা হাতে জড়ালেন এবং যুদ্ধ শুরু রাখলেন। শেষে একে অপরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রণ ভূমিতে লুটিয়া পড়লেন।

গড় এল কিন্তু সিংহ গেল : তানাজী ধরাশায়ী হয়ে গেল। এই দেখিয়া মাবলগণ ধৈর্য্য হারাল, ভীত হয়ে পালাতে শুরু করল। ওদিকে সূর্যাজী ও মাবলগণ কল্যাণ দ্বার দিয়া গড়ের মধ্যে পৌছালেন। নিজ ভাইকে ভূমিগত দেখে খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু দুঃখ করার সময় তখন ছিল না। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সূর্যাজী উপরে বাঁধা মোটা দড়ি কেটে দিলেন। পলায়নরত মাবলদের থামালেন এবং বললেন, “একি, তোমাদের বাবা এখানে পড়ে আছে। তোমরা কাপুরুষের মত পালিয়ে যাচ্ছে ? ফিরে এসো। আমি উপরের মোটা দড়ি কেঁটে দিয়েছি। পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে মরো, অন্যথা শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ো।” মাবলগণ ফিরে এলো। তুমুল যুদ্ধ হলো। মাবলগণ যুদ্ধ জিতে গেল, কিন্তু গড় অধিকার করতে গিয়ে তারা তানাজীর মতো পরাক্রমী বীরকে হারালো। জিজামাতা এবং শিবাজী মহারাজ এই খবর পেলেন। তারা খুব

দুঃখ পেলেন। গড় অধিকারে এল কিন্তু সিংহের মতো বীর তানাজী হারিয়ে গেল। শিবাজী মহারাজ মর্মান্বিত হয়ে বললেন, “গড় এলো কিন্তু সিংহ গেল!” কোন্ডানার সিংহগড় নাম সার্থক হলো।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তী সময়ে শিবাজী মহারাজ ওমরঠে গ্রামে গিয়ে নিজ রায়বার বিবাহ দিলেন।

অনুশীলনী

১. সঠিক শব্দের সামনের বৃত্তে রং ভরো।

অ) তানাজী কোনগের কোন গ্রামের নিবাসী ছিল।

১) মাহাড় ○ ২) চিপলুন ○

৩) ওমরঠে ○ ৪) রত্নাগিরী ○

আ) জয়সিংহের নিযুক্ত উদয়ভান এই কেল্লার কেল্লাদার ছিল।

১) পুরন্দর ○ ২) কোন্ডানা ○

৩) রায়গড় ○ ৪) প্রতাপগড় ○

ই) তানাজীর ভাইয়ের নাম ছিল।

১) রায়বা ○ ২) সুর্যাজী ○

৩) মুরারবাজী ○ ৪) ফিরঙ্গোজী ○

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর এক-এক বাক্যে লেখো।

অ) কোন্ডানা দুর্গ কার অধিকারে ছিল ?

আ) কোন্ডানা দুর্গ বিষয়ে জীজামাতা শিবাজী মহারাজকে কি বলেছিলেন ?

ই) প্রথম বিবাহ কোন্ডানার দ্বিতীয়ত রায়বার বিবাহ একথা কে বলেছিল ?

৩. নিম্ন প্রশ্নগুলির উত্তর দুই-তিন বাক্যে লেখো।

অ) শেলারমামা যখন শিবাজী মহারাজকে রায়বার বিবাহের আমন্ত্রণ দিলেন তখন শিবাজী মহারাজ তাকে কি বললেন ?

আ) সিংহগড়ে সুর্যাজী মাবলদের কি বলেছিল ?

উপক্রম :

তোমাদের পরিবেশের ঐতিহাসিক বস্তুর নাম লেখো।



১৫. এক অপূর্ব সমারোহ

রাজ্যভিষেক কেনো করলেন ?

রায়রেশ্বর মন্দিরে শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্য স্থাপনার প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন। স্বরাজ্য স্থাপনার কার্য্য করতে তাঁর উপর অনেক সংকট আসিয়াছে তথাপিও তাঁর সমাধান শৈর্য্য ও চাতুর্যের দ্বারা করেছেন। দেশভক্ত বাজীপ্রভু, মুরারবাজী ও তানাজী প্রভৃতি বীরগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। শেষে স্বরাজ্যের নির্মাণ হলো। শত্রুরা দমন হলো। স্বরাজ্যকে অন্যান্য রাজ্যগণ যাতে মান্যতা দেন, তার জন্য রাজ্যভিষেকের পরিকল্পনা করেন।

শতাধিক বছরের পর সর্ব, ধর্ম সমান দেখান সঠিক ন্যায় ও সুখ শান্তি দেওয়ার মত রাজা মহারাষ্ট্রে জন্ম নিলেন। স্বরাজ্য নির্মাণ হলো। ইহা বিশ্বের সবাই অবগত হোক। এই জন্য শিবাজী মহারাজ রাজ্যভিষেকের সিদ্ধান্ত নিলেন। শিবাজী মহারাজ নিজের বৈভব ও সুখ শান্তি পাওয়ার জন্য না করে স্বরাজ্য বৈভব সম্পন্ন ও শক্তিশালী করার জন্য করেছিলেন।

স্বরাজ্যের রাজধানী : শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের রাজধানীর জন্য রায়গড় বেছে নিলেন। রায়গড় এক সুদৃঢ় ও মজবুত দুর্গ ছিল। ইহা ইহাতে স্বরাজ্যের গতিবিধী লক্ষ্য করা এবং দেখাশুনা করা শত্রুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব সোজা ও সরল ছিল। চিপলুন পৌছে শিবাজী মহারাজ নিজের সৈন্যগণকে লক্ষ্য করলেন। প্রতাপগড়ের ভবানীদেবী মন্দিরে দর্শন করলেন ও দেবীকে ভক্তির সহিত সোনার ছত্র দান করলেন।

রাজ্যভিষেকের আয়োজন : ইহার পর স্বর্ণ সিংহাসন তৈরি করালেন। মূল্যবান রত্নাদি জড়াইয়া তাহাতে শ্বেত ছত্র বসাইলেন। রাজা, বিদ্বান, সভার সরদারগণ, কুশল কারিগর প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করলেন। রাজ্য-ভিষেকের পুরোহিত্য করার জন্য কাশিধাম হতে গাগাভট্টকে আনিলেন।

গাগাভট্টের আদি নিবাস ছিল পৈঠন। পরে কাশিধামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মহান পন্ডিত ছিলেন। যার জন্য কাশিধামে তাঁর খুব সম্মান ছিলো। তাঁর কীর্তি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। সপ্তগঙ্গা ও সমুদ্র থেকে জল আনা হলো। এইরূপে রাজ্যভিষেকের আয়োজন করা হলো। রায়গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। তাদের জন্য স্থানে - স্থানে বহু সংখ্যক শিবীরের আয়োজন করা হয়েছিল।

রাজ্যভিষেকের উৎসব : রাজ্যভিষেকের দিন আগত। এই দিনটি ও খুব মঙ্গলময় দিন ছিল। আনন্দের বাজনা বাজতে লাগল। চতুর্দিকে আনন্দে ছেয়ে গেল। শুভ মুহূর্তে শিবাজী স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, কলসী, ছত্র, চামর প্রভৃতি বস্তু এক একটি বস্তু এক এক জন পুরোহিতের হাতে দিল। গাগাভট্টের হাতে সোনার কলশ ছিল। তাতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা ও সিন্ধু এই সপ্ত নদীর জল ভরা ছিল। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে - করিতে গাগাভট্ট কলসটি শিবাজী মহারাজের মাথার উপর ধরিলেন। কলসটি শত ছিদ্র ছিল।



শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের উৎসব

সপ্তনদীর জল শতধারায় মাথায় পড়িয়া। জলের অভিষেক পূর্ণ হইল। সিংহাসন হইতে উঠিয়া শিবাজী মহারাজ জিজামাতার আশীর্বাদ নিলেন। জিজামাতার চোখ হইতে আনন্দের অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ধন্য মাতা! ধন্য শিবাজী মহারাজ! শিবাজীর জন্মের পূর্বে জিজামাতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল হলো। ধন্য শিবাজী মহারাজ! শুভ মুহূর্তে শিবাজী মহারাজ রাজ সিংহাসনে বসিলেন। তাহার নিকট মহারানী সইবাই ও যুবরাজ সম্ভাজী বসিলেন। তাঁর দুই পাশে অষ্টপ্রধান দাড়াইল। গাগাভট্ট সুবর্ণ-মোতীর ঝালরদার ছত্র মহারাজের মাথায় ধরলেন। উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, ক্ষত্রিয় কুলোৎসব

সিংহাসনাধীশ্বর শ্রী শিবছত্রপতির জয় হোক। সকলে জয়োধ্বনী দিলেন। দুর্গের উপর কামান দাগা হলো। সমস্ত মহারাষ্ট্রে শিবাজী মহারাজের জয় জয়কার হইল। এইভাবে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী মহারাজের রাজ্যভিষেক হলো। ঐ বৎসর হইতে মহারাজ রাজ্যভিষেকের নামে নতুন সন শুরু করলেন। মহারাজ সন কর্তা রাজা হলেন। তিনি স্বতন্ত্র মুদ্রা তৈরী করলেন। বিভিন্ন দেশের উকিল এই সমারোহে উপস্থিত ছিল। ইংরেজরা আঁকবিডেন নামক উকিলকে নজর রাখার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। শিবাজীর রাজ্য-ভিষেকের কথা বিশ্ব্রে প্রচার হইল। তাঁর কীর্তী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অনুশীলনী

১. বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- অ) শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের রাজধানীর জন্য বেছে নিয়েছিলেন।
(সিংহগড় / রায়গড় / পান্হালগড়)
- আ) শিবাজী মহারাজের রাজ্যভিষেক খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।
(১৬৭৪ / ১৬৭৫ / ১৬৮৭)

২. প্রশ্নগুলির উত্তর এক-এক বাক্যে লেখো।

- অ) সোনার কলসীতে কোন-কোন নদীর জল ভরেছিলেন?
- আ) রাজ্যভিষেকের জন্য শিবাজী মহারাজ কি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন?

৩. দুই-তিন বাক্যে উত্তর লেখো।

- অ) শিবাজী মহারাজ রাজ্যভিষেক করার সিদ্ধান্ত কেনো নিয়েছিলেন?
- আ) শিবাজী মহারাজ রাজধানীর জন্য রায়গড় কেনো বেছে নিলেন?
- ই) জিজামাতার চোখ হইতে আনন্দাশ্রু কেনো পড়তেছিল?

উপক্রম :

- অ) রাজ্যভিষেকের উৎসব উপলক্ষ্যে শিবাজী মহারাজ যে মুদ্রা তৈরী করিলেন তার বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে জানো।
- আ) বিবিধ প্রকারের ডাকটিকিট সংগ্রহ করো ও বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে সেগুলি প্রদর্শন করো।



১৬. দক্ষিণের অভিযান

অভিযানের পরিকল্পনা : রাজ্যভিষেকের উৎসব পূর্ণ হলো কিন্তু এই খুশি অধিক দিন পর্যন্ত রইল না। রাজ্যভিষেকের কিছুদিন পরেই ১৭ জুন ১৬৭৪ সালে মা জিজাবাইয়ের মৃত্যু হয়। শিবাজী মহারাজের শক্তিশালী আধার চলে যায়। স্বরাজ্যে সকল প্রজাদের আধার ছিলেন শিবাজী মহারাজ, কিন্তু শিবাজী মহারাজের আধার ছিলেন মা জিজাবাই। তিনি তাঁর জীবনের সত্যিকারের মার্গদর্শক এবং গুরু ছিলেন। মায়ের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখ পেলেন। শোকগ্রস্ত অবস্থায় ও তিনি স্থির থাকিতে পারলেন না, কেনোনা তাঁকে স্বরাজ্যের উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শিবাজী কর্ণাটক প্রদেশে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন বীজাপুরের আদিলশাহকে তিনি মোটেই ভয় পেতেন না কারণ আদিলশাহ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরের মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের স্বরাজ্য ধ্বংস করার জন্য ওত পেতে বসে ছিল। কখন তিনি কি ভাবে আক্রমণ করে ক্ষতি করবে তাহার ঠিক ছিল না। শিবাজী মনে করলেন মুঘলের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে দক্ষিণ দিকের কোনো সুরক্ষিত দৃঢ় দুর্গ অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন, এইজন্য তিনি দক্ষিণের প্রদেশ জয় করার মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি গোলকুন্ডা প্রান্তের কুতুবশাহের নিকটে সাহায্য চাইলেন তিনি উৎসাহের সহিত শিবাজী মহারাজ কে সহযোগিতা করতে স্বীকার করলেন।

দক্ষিণ অভিযানের দ্বিতীয় কারন ছিল শিবাজী

মহারাজের বৈমাত্র ভাই ব্যাক্কোজী দক্ষিণের জাগীরদারী তাঞ্জোর শাসন করিতে ছিলেন। বাবার জাগীরদারীর ভাগ ব্যাক্কোজী শিবাজী মহারাজ কে দেয় নাই। ইহার পরেও তিনি স্বরাজ্যে প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। তিনি শিবাজী মহারাজকে উপেক্ষা করতেন। তার সঙ্গে দেখা করে শিবাজী মহারাজ জেনে নীতে চেয়েছিলেন যে স্বরাজ্যের কাজে সে কি সহযোগিতা করতে পারবে।

গোলকুন্ডায় আগমন : শিবাজী মহারাজ কর্ণাটক যাওয়ার জন্য প্রস্থান করলেন। গোলকুন্ডার আবুলহসন কুতুবশাহ তাকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। এইজন্য শিবাজী মহারাজ কুতুবশাহের সহিত দেখা করার জন্য প্রথমে গোলকুন্ডায় তাহার পরে দক্ষিণ বিজয়ের জন্য রওনা হবেন এমন স্থির করলেন।

গোলকুন্ডা কুতুবশাহের রাজধানী ছিল। তিনি শিবাজী মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল ব্যবস্থা করেছিলেন। শিবাজী মহারাজ রাজধানীতে গেলেন। শিবাজী মহারাজকে দেখার জন্য রাস্তার দুই পাশে লোকের ভীড় হলো। তাহার পরাক্রম শীলতার কথা দেশে সর্বত্র প্রচার হয়েছিল। অফজলখার বধ, শায়েস্তাখার দুর্দশা এবং মুঘল বাদশাহের চোখে ধুলো দিয়ে স্বরাজ্যে আগমন, ইত্যাদি ঘটনার কথা দেশের সর্বত্র প্রচার হয়েছিল। এইজন্য এখানের মহারাজের নিকট হইতে প্রচুর সম্মান ও আদর যত্ন পেয়ে ছিলেন। ছাঁদের উপর হইতে রাজধানীর লোক শিবাজী মহারাজের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করেছিল।



শিবাজী মহারাজের গোলকুন্ডায় ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ

জনসাধারণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করে মহারাজ কুতুবশাহের রাজদরবারে পৌঁছালেন। রাজ দরবারে শিবাজী মহারাজকে সুসজ্জিত সিংহাসনে বসালেন। রাজসিক অভ্যর্থনা ও সম্মান গ্রহণ করার পর শিবাজী মহারাজ কৰ্ণাটক বিজয়ের উদ্দেশ্যে চললেন।

জিজ্ঞী বিজয় : শিবাজী মহারাজ পূর্বে সমুদ্রের নিকটে আসিলেন। চেন্নাই এর দক্ষিণে জিজ্ঞী দুর্গ ছিল। ইহা রায়গড়ের মত বৃহত ও সুদৃঢ় ছিল। শিবাজী দুর্গের চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করলেন। দক্ষিণ প্রান্তে স্বরাজ্যের জন্য ইহা একটি মহত্বপূর্ণ দুর্গ হলো। ইহার পর শিবাজী বেলুরের দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত ঘিরিয়া রাখার পরেও দুর্গ

অধিকার করিতে পারিল না। তখন শিবাজী বেলুর পাহাড়ের উপর হইতে কামান চালানো শুরু করলেন। কামানের গুলির ভয়ে ভীত হয়ে দুর্গদার বশ্যতা স্বীকার করলেন। শিবাজী মহারাজ জয়ী হইলেন এইরূপে শিবাজী ক্রমে কুড়ি লক্ষ টাকা আয় হওয়ার মত প্রদেশ ও ছোটো-বড়ো অনেক দুর্গ অধিকার করলেন।

ব্যাঙ্কোজীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ : মহারাজ নিজের বৈমাত্র ভাই ব্যাঙ্কোজী রাজাকে ডাকিলেন। তিনি অনিচ্ছা ও বিষন্ন বদনে দেখা দিলেন। মহারাজ তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করলেন। বারে বারে বুঝাইতে চেষ্টা করলেন স্বরাজ্যের কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। কিছু দিন পর্যন্ত মহারাজের সাথে থাকে। ইঠাৎ একদিন



শিবাজী মহারাজ - ব্যাঙ্কোজী রাজার সহিত সাক্ষাৎ

রাতে শিবাজী মহারাজকে না বলিয়া নিজের জাগীরদারি তাঞ্জোর চলে গেলেন ও শিবাজী মহারাজের সৈন্যের উপর আক্রমণ করলেন। শিবাজী মহারাজের সৈন্যগণও যুদ্ধ করে, ফলে ব্যাঙ্কোজী পরাজিত হয়। নিজের ভাইয়ের এই ব্যবহার শিবাজী মহারাজখুব দুঃখ পেলেন। বুঝাইবার জন্য অনেক পত্র পাঠাইলেন। জিজ্ঞী দুর্গের আসে পাশের প্রদেশও তাহাকে দিয়ে দিলেন। ভাতৃবধু দীপাবাইকে উপহার স্বরূপ কর্ণাটকের কিছু অংশ দিয়ে দিলেন। মহারাজ ব্যাঙ্কোজীকে পত্র লিখলেন শত্রুর উপর ভরসা করি ও না। নিজে স্বয়ং পরাক্রম দেখাও।

কর্ণাটক বিজয়ের পর মহারাজ রায়গড়ে ফিরলেন। এই যুদ্ধের পরিশ্রম তিনি সহ্য করতে

পারেন নাই। পুনরায় জঞ্জিরার সিদ্ধির বিরুদ্ধে নৌ-সেনা পাঠালেন। এই সময় মহারাজের আয়ু পঞ্চাশ বছর ছিলো। প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অনবরত কঠোর পরিশ্রম করে ছিলেন। কখনো বিশ্রাম করেন নাই।

প্রজারক্ষক বিদায় নিলেন : ৩ এপ্রিল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন। প্রজারক্ষক শিবাজী মহারাজ আর রইল না। নিজের জীবনে তিনি অনেক মহান কার্য করেছেন। তিনি শক্তিশালী শত্রুদের পরাজিত করে হিন্দবী স্বরাজ্য স্থাপিত করেছেন। সম্পূর্ণ ভারতে তাহার কাজের তুলনা হয় না শিবাজী মহারাজ মহান রাষ্ট্রপুরুষ ছিলেন।



The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2014. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

৩. কারণ লেখো।

অ) শিবাজী মহারাজ দক্ষিণ প্রান্ত জয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আ) শিবাজী মহারাজ ব্যাক্তোজী রাজাকে সন্ধি করার জন্য পত্র পাঠালেন।

করার জন্য পত্র পাঠালেন।

উপক্রম :

শিবাজী মহারাজ ও ব্যাঙ্কেজী রাজার সাক্ষাৎ এবং
কথোপকথনের নাট্যিকরণ করো।

আ) শিবাজী মহারাজ ব্যাঙ্কোজী রাজার নিকট কি অনুরোধ করেছিলেন ?

ই) শিবাজী মহারাজ ব্যাঙ্কোজী রাজাকে পত্রে কি লিখেছিলেন ?



১৭. দুর্গ ও নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপন

শিবাজী মহারাজ অনেক শত্রুকে পরাজিত করে স্বরাজ্যের স্থাপনা করে ছিলেন। যুদ্ধ হোক বা রাজকাজ হোক, শিবাজী মহারাজের ব্যবস্থাপন কৌশল্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শিবাজী মহারাজের ব্যবস্থাপন কৌশল্য বিষয়ে জেনে নেবো।



তুমি জানো কি ?

- ব্যবস্থাপণ কৌশলের অর্থ কি ?

ব্যবস্থাপন কৌশল্য কথার অর্থ নিশ্চিত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে কার্য হাতে নিয়েছে তাহা সঠিক ভাবে পূর্ণ করাকে ব্যবস্থাপন কৌশল্য বলে।

শিবাজী মহারাজের ব্যবস্থাপন কৌশল্য তাহার সম্পূর্ণ জীবনে দেখা যায়। তিনি রাজকার্য করার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধীর ব্যবহার করেছেন। তাহার কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো -

দুর্গের নির্মাণ

দুর্গ কেঙ্কার সাহায্যে তিনি স্বরাজ্যের রক্ষা করেছিলেন। সম্পূর্ণ রাজ্যের সারাংশ কিছু অল্প শব্দে সেটা হলো, ‘আজ্ঞাপত্র’। এই আজ্ঞাপত্রে শিবকালীন গ্রন্থে দুর্গ কেঙ্কার উল্লেখ করেছেন। শিবাজী মহারাজ যুবাবস্থায় সাহায্যদ্রী পর্বত শিখরে ঘুরে-ঘুরে স্ববলে অসংখ্য কেঙ্কার নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বরাজ্যের সংরক্ষণ করার জন্য দুর্গের যে, কি মহত্ব তাহা বুঝতে পেরে ছিলেন।

শিবাজী মহারাজ বনদুর্গ, গিরিদুর্গ এবং জলদুর্গের নির্মাণ করেছিলেন। জলদুর্গকে ‘জঞ্জিরা’ ইহা বলে। তিনি হিরোজী ইন্দুলকর

এবং অর্জজী জাদব এই রকম অনুভবী ব্যক্তি দ্বারা রাজগড়, প্রতাপগড়, সিন্ধুদুর্গ ইত্যাদি নুতন দুর্গের স্থাপনা করেছিলেন। শুধু তাহা নয় বিজয়দুর্গ, তোরণা, রাংগনা ইত্যাদি কিছু পুরানো দুর্গের মেরামত করেছেন। শিবরায়ের কাছে কমপক্ষে ৩০০ টি কেঙ্কা ছিল।



তুমি জানো কি ?

- শিবাজী মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র ছত্রপতি রাজারাম এনার অনুমতিতে রামচন্দ্রপন্ত অমাত্য ইনি ‘আজ্ঞাপত্র’ নামে গ্রন্থ লিখে ছিলেন এইরকম মানা হয়। এই গ্রন্থতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজনীতির স্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়।



করে দেখো।

- দীপাবলীর ছুটিতে তোমার বন্ধুদের সাহায্যে যে কোনো একটি কেঙ্কার প্রতিকৃতি তৈরি করো।
 - কেঙ্কা তৈরী করার জন্য সাহিত্যের সূচী করো।
 - কেঙ্কার জন্য জায়গা নির্ধারিত করো।
 - কেঙ্কাতে জলের ও ঘরের ব্যবস্থা কেমন হওয়া প্রয়োজন তাহার নিয়োজন করো।



বলো দেখি।

- তোমার পরিসরের কেঙ্কার নাম বলো।
- কেঙ্কায় কোন-কোন বস্তু আছে ?
- কেঙ্কার প্রকার বলো ?



কিলা তৈরী করছে

দুর্গের ব্যবস্থাপন

মহারাজ দুর্গের সুরক্ষার জন্য উচিত ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক কেব্লাতে কেব্লাদার, সবনীস এবং কারখানীস এই সব অধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

কিলাদারের অধীনে সবনীস এবং কারখানীস কাজকর্ম করতো। এই অধিকারীদের কাজকর্ম নীচে দেওয়া হলো।

কিলাদার (হাবালদার)

- কিলার সুরক্ষা ও কাজকর্ম করা।
- সবনীস এবং কারখানীস এদের আদেশ (আজ্ঞা) দেওয়া।
- সরকারী পত্র, আজ্ঞা ও আদেশ পালন করা।

সবনীস

- গড়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা।
- কেব্লা ও কেব্লার অধীনস্থ প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা।
- পত্র ব্যবহার দেখাশুনা করা।

কারখানীস

- কিলায় থাকা লোকেদের জন্য ধান্যাদি (শস্য) বিতরণ করা।
- যুদ্ধের সময় কামান, বন্দুকের জন্য আবশ্যিক গোলবারুদের ব্যবস্থা করা।
- কেব্লায় এবং কিলার ঘর দেখাশুনা ও মেরামত করা।

কামান ও গোলাবারুদ

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আমলে শত্রু থেকে কেল্লার রক্ষা করার জন্য ছোটো-বড়ো কামানের ব্যবহার করা হত। এই কামান গুলি কেল্লার পাশে ও উঁচু জায়গায় রাখা হত। পুরন্দর, ভীমগড় ইত্যাদি কিছু জায়গায় কামান তৈরী করার কারখানা ছিল। লোহা, পিতল, তামা ইত্যাদি কিছু ধাতু দ্বারা কামান তৈরী করা হত। বর্ষাকালে কেল্লার কামানে যেন জং না লাগে, সেইজন্য কামানে মোমের প্রলেপ লাগানো হত। এই কামান দ্বারা শত্রুদের মারার জন্য লোহার, পাথরের ও কুলুপের গুলির ব্যবহার করা হত। এই কামান শুরু করার জন্য স্ফোটক বারুদ ব্যবহার করা হত।



চর্চা করো।

- কেল্লায় কামানে যেনো জং না লাগে, তাহার জন্য মোমের প্রলেপ লাগানো হত।



বলো দেখি।

- শিবাজী মহারাজের যুদ্ধ জাহাজের প্রকার বলো। যেমন গুরাব, গলবত পাল, মচবা, নৌকা, জাহাজ।
- স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ জাহাজের নাম বলো।

নৌসেনাবাহিনী

যুদ্ধ নৌকার সমূহকে নৌবাহিনী বলা হয়। ইংরেজ, পর্তুগীজ, সিদ্দি এবং ডচ এদের কাছে প্রবল নৌসেনাবাহিনী ছিল। তাদের মধ্যে কিছুলোক সমুদ্র তটবর্তী গ্রামে লুটপাট করতেন। সেখানকার লোকেদের উপর অত্যাচার করতেন।



নৌবাহিনী নিরীক্ষনে রত শিবরায়

শিবাজী মহারাজ এই সমুদ্রী শত্রুদের দমন করার জন্য আলাদা-আলাদা নৌসেনাবাহিনী তৈরী করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজ জাহাজ এবং নৌকা তৈরী করার জন্য ছোটো-বড়ো কারখানা তৈরী করেছিলেন। সমুদ্রের পুরানো কেপ্পা জয় করে নিজের আয়ত্রে করেছিলেন। সূবর্ণদুর্গ বিজয়দুর্গ এইরকম জল দুর্গকে তিনি মেরামত করেছিলেন। শিবাজী মহারাজ মালবনের নিকটে কুরটে নামক দ্বীপে সিন্ধুদুর্গ নামে নুতন জল দুর্গ তৈরী করেছিলেন। তদ্রূপ মুম্বাইয়ের নিকটে খান্দেরী কেপ্পা তৈরী করেছিলেন।

স্বরাজ্যের নৌসেনাবাহিনীতে কোলী, ভান্ডারী, আগরী এইরকম বিভিন্ন ধর্মপরায়ণ জাতি-ধর্মের সৈনিক থাকতো। দৌলতখান মহানায়ক ভান্ডারী লায় পাটিল, দরয়াসারাং তুকোজী আংগ্রে এদের মত নামকরা যোদ্ধা এই যুগে বিখ্যাত ছিল।

মরাঠাদের নৌসেনাবাহিনীর জন্য ইংরেজ, পুর্তগীজ, সিদ্দি এবং ডচ এইরকম সমুদ্রী শত্রুরা ভয় পেয়ে গেল। যার জন্য স্বরাজ্যে শত্রুদের ভয় কম হয়ে গেল। শিবাজী মহারাজ স্বতন্ত্র নৌসেনাবাহিনীর জন্য নিজের সমুদ্র সীমা নিশ্চিত করলেন ও তটবর্তী ভাগে প্রভূত্ব স্থাপনা করলেন ও নিজের সমুদ্র তট সুরক্ষিত করলেন। মধ্য যুগে ভারতে নিজের নৌসেনাবাহিনীর স্থাপনা সর্বপ্রথমে শিবাজী মহারাজ করেছিলেন। তার জন্য শিবাজী মহারাজকে ‘ভারতের নৌসেনাবাহিনীর জনক’ বলে সম্মানিত করা হয়।

শিবাজী মহারাজের গুপ্তচর বিভাগ : শিবাজী মহারাজের সৈন্য বিভাগে গুপ্তচর বিভাগ ছিল। বহিজী নাইক এই বিভাগের প্রমুখ ছিলেন। মহারাজের সুরতঅভিযানের জন্য বহিজী নাইক

যে গুপ্ত জানকারি এনেছিলেন তাহার জন্য শিবাজী মহারাজের সুরত আক্রমণে খুব সাহায্য হয়েছিল। শিবাজী মহারাজের গুপ্তচরেরা শত্রুদের সঙ্গে মিলে তাদের সমস্ত জানকারি নিয়ে আসতেন। যে কোনো আক্রমণ করার পূর্বে শিবাজী মহারাজ তাহার গুপ্তচরের কাছ থেকে সমস্ত জানকারি নিতেন ও তাহার পর শত্রুদের উপর আক্রমণ করতেন।

ছাপামার যুদ্ধ পদ্ধতি : শিবাজী মহারাজের যুদ্ধ নীতির মধ্যে ছাপামার যুদ্ধ কৌশলের বিশেষ মহত্ব ছিল। শিবাজী মহারাজ নিজের সুবিধা মত ও অনুকূল সময় শত্রুদের উপর হঠাৎ এবং সাবধানে আক্রমণ করতেন। এই কারণে শত্রুরা পালাবার পথ পাইত না। শত্রু সৈন্য তৈরি হওয়ার আগেই ইহারা তীব্র বেগে সুরক্ষিত জায়গায় যেতো। ইহাকে ছাপামার যুদ্ধ বলে। এই তন্ত্র অবলম্বন করিতে শিবাজী মহারাজ সহ্যাদ্রী পর্বতের ঘন জঙ্গল, পাহাড়ী কেপ্পা ও প্রজাদের সাহায্য পেতেন।



তুমি জানো কি ?

- শিবাজী মহারাজের সৈন্যের মধ্যে অনুশাসন ছিল। তাহার সৈন্যরা স্ত্রীদের সম্মান করতেন এইজন্য স্ত্রীদের রক্ষাকর্তা হিসাবে শিবাজী মহারাজের কীর্তির সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ছিল। সৈন্যরা যেন মদিরা পান না করে, লোকেদের কোনো রকম কষ্ট না দেয়, লোকেদের লুটপাট না করে এরকম সৈন্যদের উপর কঠোর শাসন ছিল।



তুমি জানো কি ?

- শিবাজী মহারাজের কিছু সহপাঠী - কাহোজী জেধে, বীর বাজী পাসলকার, ফিরোজী নরসালা, প্রতাপরাও গুজর, সিধোজী নিম্বলকর এবং সিদ্দী হিলাল।



১. বলো দেখি।

- অ) কেপ্পার মহত্ব বলার গ্রন্থ
আ) জল দুর্গকে ও বলা হয়।

২. তোমার কি মনে হয় তাহা বলো।

- অ) ছত্রপতি শিবাজী কে ‘ভারতীয় নৌসেনা-বাহিনীর জনক’ বলে গৌরাবিত করা হয়।
আ) শিবাজী মহারাজের ব্যবস্থাপন কোন-কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাই ?

৩. কেপ্পায় নিযুক্ত নীচে দেওয়া অধিকারীদের দুইটি কাজ লেখো।

- অ) কেপ্পাদার ১).....
২).....
আ) সবনীস ১).....
২).....
ই) কারখানীস ১).....
২).....

৪. মহারাজের মানচিত্রে নীচের জায়গা গুলি দেখাও।

- অ) সিন্ধুদুর্গ কেপ্পা আ) বিজয়দুর্গ
ই) মুম্বই ঈ) প্রতাপগড়

৫. ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ব্যবস্থাপন কৌশলের কোন ঘটনা তোমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ ? সেই ঘটনার ব্যবহার তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে করবে ?

উপক্রম :

- অ) ‘শিবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকারের আয়োজন’ এই সাক্ষাৎকার নাট্য শ্রেণীতে প্রস্তুত করো।
আ) ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধ নৌকা বিষয় জানকারী প্রাপ্ত করো।
ই) বিভিন্ন প্রকারের কেপ্পার বিভিন্ন ভাগের নাম জেনে নাও।



১৮. জনকল্যাণকারী স্বরাজ্যের ব্যবস্থাপন



বলো দেখি।

- শিবাজী মহারাজ কোন-কোন সত্তার সহিত সংঘর্ষ করেছিলেন?

শিবাজী মহারাজ আদিলশাহী, মুঘল, পুর্তগীত এবং জঞ্জীরেকর সিদ্ধী এই অন্যায়-অত্যাচারী সত্তার সহিত দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করেছেন। এর কারণে স্বাধীন হিন্দবী স্বরাজ্যের নির্মাণ হয়েছে।

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত চালানোর জন্য শিবাজী মহারাজ রাজ কাজ আট ভাগে বিভাজন করেছেন। এটাকে শিবাজী মহারাজের অষ্টপ্রধান মন্ডল বলা হতো। প্রত্যেক ভাগে একটি করে শাসন প্রমুখ নিযুক্ত করেছেন। এই ভাবে শিবাজী মহারাজের অষ্টপ্রধান মন্ডল তৈরি হয়েছে। শিবাজীর এই অষ্টপ্রধান মন্ডল দ্বারা চালানো স্বরাজ্য শাসন সত্যিকারের জনকল্যাণকারী রাজ্য হিসাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শিবাজী মহারাজ নিজেই এই অষ্টপ্রধান মন্ডল ও অন্য মুখ্য অধিকারীদের যোগ্যতা ও গুণ দেখে এদের নিযুক্ত করতেন। শিবাজী মহারাজের দেখাশুনায় এদের কার্য চলতো।



তুমি জানো কি?

- প্রজাদের প্রাথমিক আবশ্যকতা - অন্ন, বস্ত্র এবং নিবাস এই জনকল্যাণকারী রাজ্যে পরিপূর্ণ হতো। স্ত্রীদের সম্মান করা হতো। সামান্য প্রজা ও কৃষকদের শোষণ হতো না। কাহারও উপর অন্যায় হতো না। প্রজারা শ্রীঘ্নই ন্যায় পেয়ে যেতো। কৃষি ও ব্যবসার উন্নতি হয়েছিল। শিল্পকলার উন্নতি হতে লাগল। প্রজারা সুখ-সমৃদ্ধিতে থাকতো।

ছত্রপতি শিবাজী দ্বারা তৈরি স্বরাজ্যে তাহার প্রজারা সুখ-সমৃদ্ধিতে থাকতে লাগল। এইজন্য মহারাষ্ট্রের লোকেদের ভিতর প্রচুর আত্মবিশ্বাস, গর্ব এবং দেশ ভক্তি দেখা যেতে লাগলো।

অষ্টপ্রধান : মন্ডল

ক্র.	প্রধানের নাম	পদ	কাজ
১.	মোরে ত্রিশ্বক পিঙ্গলে	প্রধান	রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা
২.	রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ মুজুমদার	অমত্য	আয়-ব্যয় দেখাশুনা
৩.	হম্মীররাও মোহিতে	সেনাপতি	সৈন্যদের নেতৃত্ব করা
৪.	মোরেশ্বর পন্ডিতরাও	পন্ডিতরাও	ধর্মের কার্য দেখাশুনা
৫.	নিরাজী রাওজী	বিচারক	ন্যায় প্রদান করা
৬.	অন্নাজী দত্ত	সচিব	সরকারি আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করা
৭.	দত্তাজী ত্রিশ্বক ওয়াকনীস	মন্ত্রী	পত্রের ব্যবহার করা
৮.	রামচন্দ্র ত্রিশ্বক ডবীর	সুমন্ত	অন্য রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা



শিবাজী মহারাজ কৃষকদের গরুর জোড়া ও অন্য জীবনাবশ্যক সাহিত্য বিতরণ করছে



করে দেখো।

- পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ‘আজ্ঞাপত্রের পর্যাবরণ রক্ষণ এই ভাগটি বড়ো অক্ষরে লিখে তালিকা তৈরি করো ও শ্রেণীতে সামুহিক পঠন করো।

পর্যাবরণের সংরক্ষণ : প্রত্যেক প্রদেশে প্রকৃতি দ্বারা নির্মিত ভূমি, হাওয়া, বর্ষা, নদী, সমুদ্র, জঙ্গল, ছোটো-বড়ো প্রাণী, পাখি, সূর্যপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ, ইত্যাদি সমস্ত ঘটকের মধ্যে থেকে আশে-পাশের যে পরিসর তৈরি হয় তাহাকে ‘প্রাকৃতিক পর্যাবরণ’ বলা হয়। এই পর্যাবরণের আবশ্যিক প্রমাণ অনুসার ব্যবহার করলে মানুষের জন্য হিতকারী হয়।

পর্যাবরণের বিভিন্ন ঘটক নষ্ট না হয়,

পর্যাবরণের প্রতি শিবাজী মহারাজ খুব লক্ষ্য রেখেছিলেন। এরূপ দেখা যায়। আমাদের রাজ্যের বন লোক দ্বারা নষ্ট না হয়, ইহার প্রতি শিবাজী মহারাজ বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। যেমন- নৌসেনাবাহিনীর জন্য ছোটো-বড়ো নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির প্রয়োজন। তার জন্য কাঠের দরকার। এরজন্য শুধুমাত্র সেগুন গাছই কাটবে। অনেক বেশী সেগুন গাছ লাগলে পররাজ্য থেকে কিনবে। কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছ কাটবে না। এই রকম বৃক্ষ এক-দুই বছরে তৈরি হয় না। প্রজারা গাছকে নিজের সন্তানের মত বড়ো করেছে, এইজন্য ওই গাছ কেটে প্রজাদের কষ্ট দিও না। যদি কোনো গাছ অনেক পুরানো থাকে, তাহলে গাছের মালিককে নগদ টাকা দিয়ে তাকে সমাধান করে তবেই



পর্যাবরণের সংরক্ষণ

কেটো। এই রকমের অনেক আদেশ শিবাজী মহারাজ দিয়েছিলেন, এইরূপ নির্দেশ আজ্ঞাপত্র দ্বারা বোঝা যায়।



সর্বদা মনে রাখবে।

- পর্যাবরণ রক্ষণের মহত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং পর্যাবরণের ক্ষতি থামানোর জন্য প্রতি বছর ৫ ই জুন ‘আন্তর্জাতিক পর্যাবরণ দিন’ হিসাবে উদযাপন করা হয়।

জল ব্যবস্থাপন

শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের গ্রামে-গ্রামে ছোটো-বড়ো বাঁধ বেঁধে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক তেমনি এই বাঁধ থেকে খাল কেটে জমিতে জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সেইজন্য স্বরাজ্যের আমদানী বেড়ে গিয়েছিল। স্বরাজ্যের চাষাদের কখনও তীব্র অকালের সম্মুখীন হতে হয়নি। শিবাজী মহারাজের কালে কেবলমাত্র মানুষের বসতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেখানে জলের ব্যবস্থা করার জন্য শিবাজী মহারাজ বিশেষ লক্ষ্য দিতেন। কেবলমাত্র তৈরি করার পূর্বে সেখানকার জায়গায় প্রচুর পরিমাণে জল আছে কি না? সেটা নিরীক্ষণ করা হতো। এইরকম কোনো জায়গায় জল না থাকিলে বর্ষার পূর্বে পুকুর ও ট্যাংকি তৈরি করে জল সঞ্চয় করা হতো।

এই সঞ্চিত জলের ব্যবহার খুবই মিতব্যয়িতার সহিত করা হতো। এই জল ব্যবস্থার জন্য কেবলমাত্র লোকেরা এবং স্বরাজ্যের প্রজারা খরায় জলের কষ্ট বুঝতে পারতো না।



শিবাজী মহারাজ বাঁধ বেঁধে ক্ষেতের ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন।



বলো দেখি।

- জলের ব্যবহার মিতব্যয়ি ভাবে কেনো করবে ?
- তোমাদের গ্রামে। পরিসরে কোন বাঁধ ও পুকুর আছে ?
- জল ব্যবস্থাপন মানে কি ?
- জল ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে প্রশাসনের কোন পরিকল্পনা আছে ?



তোমাদের জানা আছে কি ?

- রাজ্যকে স্থায়ী রূপে অকাল থেকে মুক্ত করার জন্য প্রশাসন ‘জলযুক্ত চাষাবাদ’ পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন।

অকাল নিবারণ

অকালগ্রস্থ কালে শিবাজী কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য প্রদান করতেন। প্রজাদের সমস্ত রাজস্ব কর মাফ করতেন। এইজন্য স্বরাজ্যের

অকালের কোনো হাহাকার বোঝা যেতো না। কোনো বছর স্বরাজ্যে যদি অকাল পড়তো, তখন শিবাজী মহারাজ সরকারী গোদাম থেকে কৃষকদের বিনামূল্যে ধান্যাদি বিতরণ করতেন। তদ্রূপ অকালের বছরে শিবাজী মহারাজ আলাদা-আলাদা কেল্লার মেরামতের কাজ করতেন। তেমনি জলাশয়, নালা, বাঁধ ইত্যাদির কাজ শুরু করতেন। এই কাজের জন্য কৃষকদের সাথে-সাথে কারিগরদের অর্থাৎ বলুতেদারদেরও পারিশ্রমিক দিতেন। পারিশ্রমিক পাওয়ার কারণে স্বরাজ্যের কৃষকেরা অকালের হাহাকার কখনও অনুভব করত না।

কৃষকদের সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে কাল যাদের পায়ে জুতা ছিল না, তারা আজ জুতা পরছে। যাদের পরিধানের বস্ত্র ছিল না, তারা আজ বস্ত্র পরিধান করছে। এই কারণে দর্জিরা কাজ পেয়েছে। থাকার জন্য যাদের ঘর ছিল না,

তাদের ঘর বাঁধার পরিস্থিতি নির্মাণ হয়েছে। এইজন্য যাহারা ঘর বাঁধার কাজ করে এমন রাজমিস্ত্রী বাড়াই, কর্মকার ও ইট তৈরী করার কুমোররাও কাজ পেয়েছে। এইরূপ স্বরাজ্যের কৃষকদের সাথে সাথে কারীগর ও বলুতেদাররাও সুখী-সম্পৃদ্ধি হলো।



বলো দেখি।

- তোমাদের গ্রামের। পরিসরের আশে-পাশের বাজারের নাম বলো।
- ‘বাজার’ এই নাম কেনো পড়েছে, তাহার ব্যাপারে বলো।

সমুদ্রী ব্যবসা ও অন্য ব্যবসা বাজার :

স্বরাজ্যের রক্ষা করার জন্য, স্বরাজ্যের সহিত লাগানো সমুদ্রের উপর নিজের অধিকার থাকা উচিত, এই উদ্দেশ্যে শিবাজী মহারাজ নিজের স্বতন্ত্র নৌসেনাবাহিনী স্থাপনা করলেন। এতটুকু করেই তিনি থামলেন না, শুধু তাই নয় স্বরাজ্যের ব্যবসা বাড়া প্রয়োজন এইজন্য তিনি মালের আমদানি-রপ্তানি করার জন্য বিশিষ্ট জাহাজ তৈরী করলেন। রাজাপুরের মত বাণিজ্য কেন্দ্রের উন্নতি করলেন। রায়গড়েও ব্যবসার বিশিষ্ট বাজার স্থাপনা করলেন। পুণার নিকট শিবাপুর গ্রামে একটি আলাদা ব্যবসা কেন্দ্র শুরু করলেন। বড়ো গ্রামে এবং রাস্তার উপর স্থিত গ্রামে ব্যবসা কেন্দ্র শুরু করলেন। বীরমাতা জিজাবাইয়ের আদেশ অনুসারে পুণার নিকট পাষণ গ্রামে একটি নুতন বাজার তৈরী করা হয়েছিল। তার উল্লেখ ‘জিজাপুর’ নামে করা হয়।

শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের ব্যবসার বৃদ্ধির জন্য অন্য প্রদেশ থেকে আসা বস্তুর উপর বেশী কর লাগালেন। পূর্তগীজ প্রদেশের থেকে আসা লবণের উপর বেশী কর লাগালেন। এইজন্য

লবণের দামে বৃদ্ধি হলো। ইহার বিপরীত তিনি স্বরাজ্যে তৈরী হওয়া লবণের কর কম করে দিলেন। এইজন্য লোকেদের স্বরাজ্যের লবণ কম দামে প্রাপ্ত হতে লাগলো। এইজন্য স্থানিক ব্যবসার উন্নতি হলো।

শিবাজী মহারাজ স্বরাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে থাকতেন। কোনো ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রজাদের কোনো প্রকারের শোষণ বা অসুবিধা না হয়, এই দিকে তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন। কোকণে নারিকেল, সুপারীর ব্যবসায় লোকেদের শোষণ হচ্ছে জানলে তিনি সেখানকার সুভেদারদের আদেশ দিলেন।

স্ত্রীদের সম্মান

যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের স্ত্রীদের বা ছেলে-মেয়েদের কোনো প্রকারের ক্ষতি বা কষ্ট না হয়, বরং তাদের প্রতি অতিশয় সম্মান ও আদরের সহিত ব্যবহার করার আদেশ শিবাজী মহারাজ দিয়েছিলেন। এতটুকু নয় তিনিও বহুবার নিজের ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীদের সম্মান ও আদর করা দেখিয়ে দিয়ে নিজের আদর্শ উজাগার করেছেন। কর্ণাটকের বেলোবাড়ীতে কেব্লা জেতার জন্য সৈন্যরা গিয়েছিলেন, সেখানে কেব্লা রক্ষণের জন্য মল্লম্মা দেসাই এই সাহসী মহিলা অনেক সংঘর্ষ করেছিলেন, তার পরাক্রমের খবর শিবাজী মহারাজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি মল্লম্মাকে নিজের ছোটো বোন হিসাবে তাকে তার কেব্লা ও গ্রাম সম্মানের সহিত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ও তাকে ‘সাবিত্রী’ নামের উপাধি দিয়ে ছিলেন।

স্বচ্ছতার প্রতি লক্ষ্য

ঘর এবং সার্বজনিক জায়গায় অধিক পরিমাণে স্বচ্ছ কিভাবে রাখা যায়, এই বিষয়ে শিবাজী মহারাজের শাসন কালে অনেক পরিকল্পনা করেছিলেন। ঘরের আশে-পাশে নিশিন্দা গাছের



শিবাজী মহারাজ কর্তৃক বেলবাড়ির মল্লান্মা দেসাইয়ের সন্মান

ঘেরা লাগালে ইদুর, বিছা, পোকা-মাকড়, পিপড়ে আসতে পারবে না। তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়কে ধুয়া জ্বালিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। এইরকম আদেশ শিবাজী মহারাজ দিয়েছিলেন তাহা আমরা জানতে পারলাম।

কেল্লার বাজারের রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা না থাকে, এইরকম সতর্কতা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এইরকম সতর্কতা রাখা সত্ত্বেত যদি কোথাও ময়লা আবর্জনা ফেলানো থাকে, তাহলে তাকে কেল্লার নীচে ফেলিত না। সেই ময়লা আবর্জনাকে সেখানে জ্বালিয়ে দেবে ও তাহার ছাই ক্ষেত্রের সার হিসাবে ব্যবহার করে শাকসব্জী লাগাবে। এইরকম অনেক নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।

শিবাজী মহারাজ কেল্লার নির্মাণ, কামান গোলাবারুদ, নৌসেনাবাহিনী, পর্যাবরণের সংরক্ষণ, জল ব্যবস্থাপন, সমুদ্রীব্যবসা এবং

ব্যবসা কেন্দ্র, স্বচ্ছতার বিষয়ে লক্ষ্য এই সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাহা আজও আমাদের মার্গদর্শক হিসাবে প্রেরণা দেয়।

হিন্দবী স্বরাজ্য

হিন্দবী স্বরাজ্য শিবাজী মহারাজের স্বপ্ন ছিল। হিন্দবী শব্দের অর্থ হিন্দুস্থানে বসবাসকারি ব্যক্তিগণ। তিনি যে ধর্মেরই হউক না কেনো, যে জাতির হউক না কেনো তাদের সকলের রাজ্য হিন্দবী স্বরাজ্য।

উদার ও ধার্মিক নীতি :

শিবাজী মহারাজ যেমন অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন তেমন দয়ালু ও ছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ও তিনি কখনও মসজীদের ক্ষতি করিতেন না। কখনও যদি তিনি একখানি কোরান পেয়েছেন সেটিকে তিনি সম্মানপূর্বক কোন মুসলমানের কাছে দিতেন। কেউ মুসলমান হলে ও হিংসা

করতেন না। কোনো ব্যক্তি যদি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় স্বধর্মে আসতে চাইত তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। বজাজী নাইক নিম্নালকর শিবাজী মহারাজের শ্যালক ছিলেন। তিনি বিজাপুরের আদিলশাহের দরবারে চাকরী করতেন। তখন আদিলশাহ তাকে তার নিজের ধর্মে টেনে নিলেন। বজাজী বিজাপুর থাকতে লাগল, তার কোনো কিছুতে অভাব ছিল না। কিন্তু নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে তার মন ভালো লাগত না। তার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্বধর্মে ফিরে যাবেন। তখন শিবাজী মহারাজ তাকে নিজ ধর্মে ফিরিয়ে নিলেন। নেতোজী পালকরের সত্যটাই এমন যে, নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে পুনরায় স্বধর্মে আসার মত প্রকাশ করলেন। শিবাজী মহারাজ তাকে দূরে না রেখে স্বধর্মে টেনে নিলেন।



তুমি জানো কি ?

- শিবাজী মহারাজের কুলদেবী ছিলেন মাতা ভবানী দেবী। ভবানী দেবীর প্রতি শিবাজী মহারাজের খুব ভক্তি ছিল। তিনি সাধু-সন্যাসীদেরও খুব সম্মান করতেন। মন্দির তাঁর খুব প্রিয় স্থল ছিল। মসজিদকেও তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। গীতা গ্রন্থ তাহার নিকট পূজ্য ছিল। কোরানকেও সম্মান করতেন। ইহুদীদের গির্জাকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। শিবাজী মহারাজ বিদ্বান দিগকে শ্রদ্ধা করতেন। পরমানন্দ, গাগাভট্ট, ধুন্ডিরাজ, ভৃষণ ইত্যাদি বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন। তদ্রূপ রামদাস, তুকারাম, বাবা যাকুত, মৌনীবাবা প্রভৃতি সাধুগণের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন।



শিবাজী মহারাজের স্মরণীয় স্বরূপ

শিবাজী মহারাজের স্মরণীয় স্বরূপ : গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিজের সন্ধান পাওয়া। ভয়ে ভীত না হওয়া জয়ের পথে অগ্রসর হওয়া। বলবান শত্রুর সঙ্গে নিজের মুষ্টিমেয় সৈন্যদ্বারা যুদ্ধ করিতে নিজের শক্তি সামর্থ্য বর্ধিত করা, সঙ্গী-সাথীদের উৎসাহিত করিয়া শত্রুদের দমন করিয়া যশ প্রাপ্ত করা প্রভৃতি গুণই শিবাজী মহারাজের

ছিল। আদর্শ পুত্র, সতর্ক নেতা, চতুর যুদ্ধবীর, দুর্জনের সংহারক, সাধুর রক্ষক প্রভৃতি সবই শিবাজী মহারাজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁকে দেখিলে মনের মধ্যে এই ভাবের উদয় হয় যে -
‘শিবরায়ের স্বরূপ করো স্মরণ।

বাহাদুরী শিবরায়ের করো মনন।
শিবরায়ের করো স্মরণ সকল মর্তবাসিনী।’

অনুশীলনী

১. বলো দেখি !

- অ) স্বাধীন হিন্দবী স্বরাজ্যের নির্মাণ হয়েছিল।
- আ) স্বরাজ্যের কৃষকেরা কখনও অকালের কষ্ট বুঝতে পারেন নাই।
- ই) শিবাজী মহারাজ দ্বারা মল্লম্মা দেসাইকে দেওয়া উপাধি।

২. শূন্য স্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে নীচের তালিকা পূর্ণ করো।

৩. চর্চা করো।

পর্যাবরণের বিভিন্ন ঘটক নষ্ট না হয় ইহার প্রতি শিবাজী মহারাজ কি রকম লক্ষ্য রেখেছিল। তুমি পর্যাবরণ সংরক্ষণ করার জন্য কি-কি করতে পারো ?

৪. পড়ো ও নিজের ভাষায় বলো।

‘জল ব্যবস্থাপন’ এই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পড়ো ও তোমার নিজের ভাষায় জানকারী লেখো।

ক্র.	প্রধানের নাম	পদ	কাজ
১.	মোরে ত্রিশ্বক পিঙ্গলে	-----	রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা
২.	-----	অমত্য	আয়-ব্যয় দেখাশুনা
৩.	হন্বীররাও মোহিতে	সেনাপতি	-----
৪.	মোরেশ্বর পন্ডিতরাও	-----	ধর্মের কার্য দেখাশুনা
৫.	-----	বিচারক	-----
৬.	অমাজী দত্ত	-----	-----
৭.	-----	-----	পত্রের ব্যবহার করা
৮.	রামচন্দ্র ত্রিশ্বক ডবীর	সুমন্ত	-----

উপক্রম :

অ) তোমার শ্রেণীর পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে বাজারের আয়োজন করো ও বিভিন্ন বস্তু ও তাহার মূল্যের তালিকা তৈরি করো। তার জন্য পরিসরের বাজার দর্শন করো।

আ) তোমার বিদ্যালয়ের পরিসরে তুমি কি গাছ লাগিয়েছ, তাহার দেখাশুনা কিভাবে করবে তাহা বলো।



“আজ্ঞাপত্রের” পর্যাবরণ রক্ষণ

রামচন্দ্রপান্ত আমত্বের লেখা ‘আজ্ঞাপত্রে’ শিবাজী মহারাজের নিয়মের প্রতিবিশ্ব দেখা যায়। নীচের পাঠ্যাংশে শিবাজী মহারাজের পর্যাবরণের দৃষ্টি স্বরূপ স্পষ্ট বোঝায়।

“যুদ্ধজাহাজ, খুঁটি, মাস্তুল ইত্যাদি তৈরি করতে হলে পাকা হালকা ও মজবুত কাঠের প্রয়োজন। আমাদের জঙ্গলে সেগুন বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাহার জন্য যেটা অনুকূল হবে, এছাড়া যা লাগবে তা অন্য দেশ থেকে ক্রয় করে আনা হবে। স্বরাজ্যে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি দ্বারাও যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা হয়, কিন্তু তাতে হাত দেওয়া যাবে না। কারণ এসকল বৃক্ষ এক দুই বৎসর বড়ো হয় না। এসকল বৃক্ষ বড়ো হতে গেলে অনেক বৎসর লাগে। এমন গাছ কাটলে বড়ো দুঃখ হয়, এমন দুঃখ কে বহন করবে? কাউকে দুঃখ দিয়ে কোনো কাজ করলে চিরস্থায়ী হয় না। ধানের খেত নষ্ট করা অর্থাৎ প্রজা উৎপীড়নের দোষ গায়ে লাগানো। এসকল বৃক্ষ অভাবে হানিও হতে পারে। এর জন্য এমন কাজ কখনও হতে দেওয়া যাবে না। যদি কোনো বৃক্ষ ও পুরানো হয়ে কাজে না লাগে এমন বৃক্ষ মালিককে কিছু বস্তু দিয়ে সমুদ্রের কেটে নেবে.....”

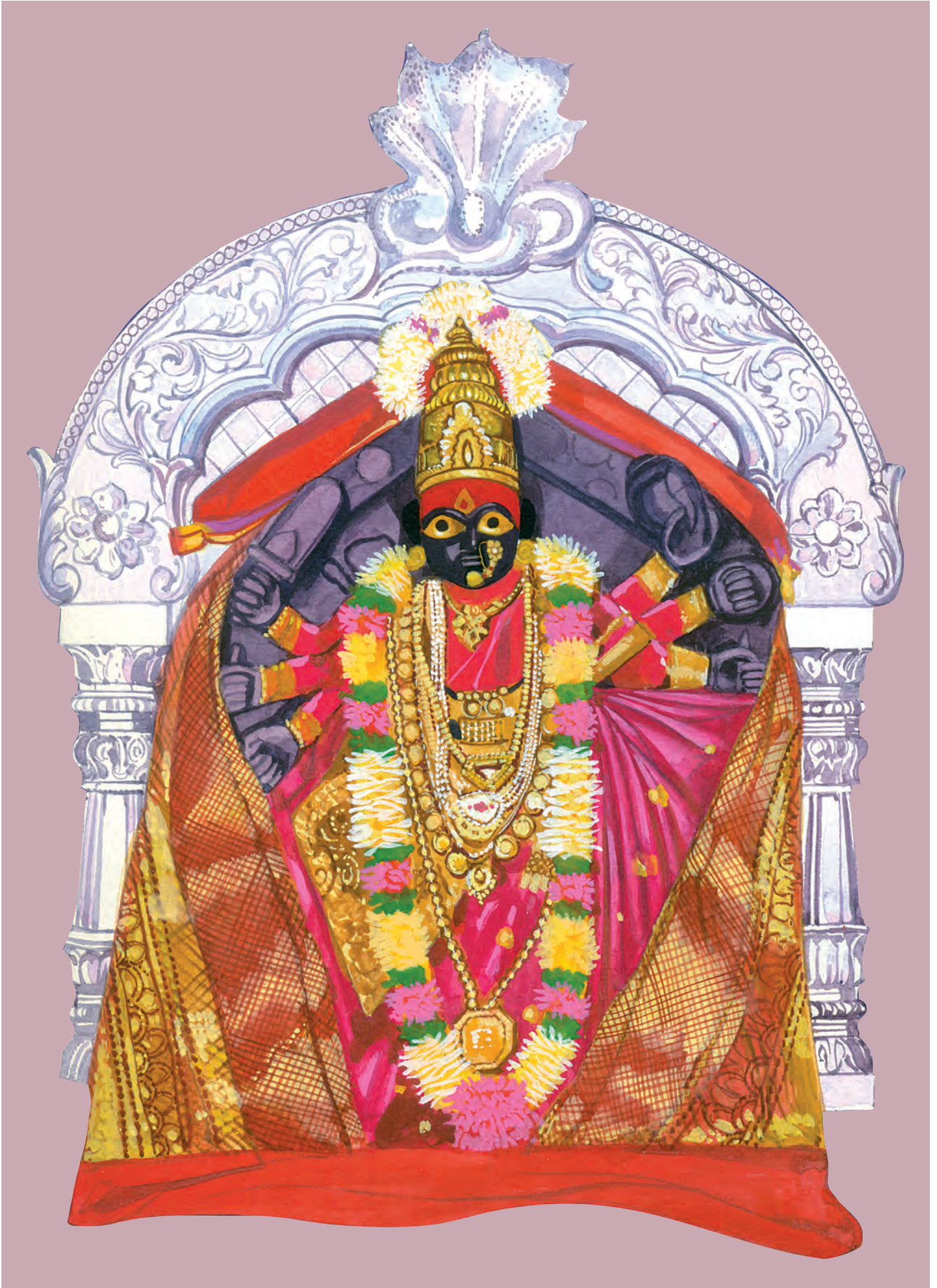


রাজগড় কেল্লা



জিঞ্জী কেল্লার বালে কেল্লা

জিঞ্জীদুর্গ বর্তমানে তামিলনাড়ু রাজ্যে আছে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ দক্ষিণের বিজয় মোহিমে থাকা কালিনে এই দুর্গটি জিতেছিলেন। এই দুর্গটি মূলতঃ দুর্গম ভাগে ছিল। তবু মহারাজ তার সামনে রাস্তা তৈরী করে আরো মজবুত করলেন। দুর্গ কি ভাবে বানাতে হয় এর শিক্ষা শহাজী মহারাজ ছোটবেলায় শিখিয়ে ছিলেন। শিবাজী মহারাজ সেই শিক্ষার ব্যবহার এই প্রসঙ্গে করেছিলেন। কালান্তরে এই দুর্গে রাজারাম নিজের রাজধানী তৈরী করেছিলেন। এই দুর্গে থাকা কালিনে মুঘল শাসক রাজারামকে ঘেরাও করেছিলেন। কিন্তু তিনি সাত বৎসর এখানে থেকে লড়াই করেছিলেন। শিবাজী মহারাজ দূরদৃষ্টি রেখে এই দুর্গ তৈরী করেছিলেন বলে রাজারাম অনেক দিন যুদ্ধ চালিয়ে সুরক্ষিত বেছে ছিলেন।



ভবানী দেবী- প্রতাপগড়



শত্রুদের থানা উঠিয়ে নিজেদের থানা বসানোর জন্য শিবাজী মহারাজ পরগনা মুরগুড (জেলা. কোল্হাপুর) দেসাই রুদ্রাপ্পা নাইক এনাকে তা. 11 ডিসেম্বর 1676 সালে পাঠানো পত্র, এই পত্রখানি মোড়ি লিপিতে লেখা হয়েছে।



মহারাজ্য রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-৪

আপল্যা সম্ভাবনালৈ জগ ভাগ ২ ইয়লা চৌথী (বংগালী মাধ্যম)

₹ 60.00

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকে না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি **POCSO e-box**/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে।
তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।



এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরনের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো।
এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।



চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এবং
এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের
সহায়তায় পরিচালিত হয়।



এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn